সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা

ডিয়ানা লেভিন

অনুবাদ করেছেন

অনিলকুমার সিংহ

ভূমিকা লিখেছেন

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড
৮৭, চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩
প্রকাশক
সুনীলকুমার সিংহ
ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড
৮৭ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা
মুদ্রাকর
সূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা
প্রচ্ছদপট
জগন্নাথ মৌলিক
ব্লক নির্মাণ
ব্রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
৭।১ কর্নওআলিস স্ট্রীট
প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১ কলেজ স্ট্রীট
বাঁধিয়েছেন
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৫০ পটলডাঙা স্ট্রীট
কলিকাতা

এ, এল-এর স্মৃতির উদ্দেশে

দুর্বলতা ঢাকবার জন্যে নিষ্কাম-চিন্তার গুণ নাই, তার অজুহাতে 'এ ও হয়, ও-ও হয়,' 'কিছু বলা যায় না' বলেই আত্মপ্রসন্ন হই। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রকৃত অর্থ ভিন্ন। সেটা কী—এই মহিলার বই-খানিতে তা স্পষ্ট ধরা পড়ে।

মিস্ লেভিন ইউরোপের নানা দেশের এবং আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে মস্কোর স্কুলে চাকরি নেন। তিনি নিজে শিক্ষয়িত্রী, ছাত্রছাত্রীদের 'ডিয়ানাদিদি'। কিন্তু তারও বেশী তিনি—সুশিক্ষিতা। তাই চোখ তাঁর খোলা ও মন তাঁর বিচারে পটু। সংখ্যা ও তত্ত্বের ভীড় না জমিয়ে তিনি সোভিয়েট স্কুলে ঠিক যা যা দেখেছেন তাই লিখেছেন। এই হিসেবে তাঁর বইখানি সরজমীনে তদন্ত, সামাজিক field study—যেটা সমাজতত্ত্বের একমাত্র ল্যাবরেটারী-ব্যবস্থা ও রীতি।

তাই বলে লেখিকার দৃষ্টি স্কুলঘরেই আবদ্ধ নয়। ছাত্রছাত্রীদের স্কুলের বাইরের কাজকর্ম, খেলাধুলো, তাদের পিতামাতা ও শিক্ষকের জীবন যাত্রা অর্থাৎ ছাত্রজীবনকে কেন্দ্র করে যে সামাজিক নক্সা, ছক্ গড়ে ওঠে তারও চমৎকার বিবরণ লেখিকা দিয়েছেন। ফলে সোভিয়েট শিক্ষাপদ্ধতির প্রকৃত-রূপটি ফুটে উঠেছে। সোভিয়েট মাধ্যমিক শিক্ষা সোভিয়েট সামাজিক জীবনের অন্তর্গত ও তারই পরিপোষক। অন্য দেশের শিক্ষার মত সোভিয়েট শিক্ষার মধ্যে শ্রেণীগত কিংবা ধর্মগত বিভেদ নেই। তার মধ্যে তাই একটা মহান সাহস আছে, পরীক্ষা করবার, ভুল মেনে নেবার, নতুন পথে চলবার।

অনিলবাবুর অনুবাদের বহুল প্রচার কামনা করি। বইখানি বাঙালী আবালবৃদ্ধবনিতার পড়া উচিত।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মূল বইয়ের ভূমিকা

এই বইয়ের প্রত্যেকটি বিবরণ সত্যিকার ঘটনার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যদিও ঘটনায় সংশ্লিষ্ট লোকদের নামগুলি বদলে দেয়া হয়েছে এবং আগাগোড়া বিষয়গুলি কালক্রমানুসারে উল্লিখিত হতে পারে নি।

মনে হতে পারে, আমি যে স্কুলে কাজ করতাম তা ছোট ও বিশেষ ধরনের শিক্ষায়তন হওয়ার ফলে মস্কোর সাধারণ স্কুল থেকে তা অন্য-রকম। এ ধারণা একেবারে ভুল। একথা অবিশ্যি সত্যি যে আমাদের স্কুলকে যে সব সমস্যা সমাধান করতে হত তা অন্যান্য শিক্ষালয়ের কল্পনাতীত। কিন্তু আমাদের প্রতিষ্ঠান সাধারণ সোভিয়েট স্কুলচালনা-পদ্ধতি অনুসারেই পরিচালিত হত। একই বই ও সিলেবাস্ তার পাঠ্য-পুস্তক। উঁচু স্তরে ওঠবার জন্যে তারও সেই একই রকম সংগ্রামশীল প্রচেষ্টা এবং একই কর্তৃপক্ষের অধীনে।

সোভিয়েট শিক্ষাপদ্ধতি আলোচনা বা পরীক্ষা করা কালে কারো পূর্বকল্পিত ধারণার বশবর্তী হয়ে পক্ষপাতদুষ্ট হওয়া অনুচিত। আমি এমন তর্কেরও সম্মুখীন হয়েছি যেমন "আমরা তো আমাদের স্কুলে এর চেয়ে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছি" বা "এইভাবে স্কুল পরিচালনা করা আমার ইচ্ছাবিরুদ্ধ।" এ বিষয়ে কারো ব্যক্তিগত মতামত সম্পূর্ণ অর্থহীন। একটা প্রধান সত্য আমাদের বুঝতে হবে যে সোভিয়েট ইউনিয়নে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা সবাইকে দেয়া হচ্ছে; সম্মিলিত সাম্যবাদী রাষ্ট্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এ শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমশ ব্যাপক রূপ নিচ্ছে; শিক্ষা-জগতের কর্মীরা তাদের উন্নতি ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে সাধারণ স্তর উন্নত করছে ও সামগ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে নতুন ভাব ও আঙ্গিকের সৃষ্টি করছে।

আরেকটি জরুরী কথা মনে রাখা দরকার যে সোভিয়েট স্কুল সমাজের একটা অঙ্গ হিসেবে বিরাট সামাজিক চাহিদা পরিপূরণ করছে। যেমন যেমন সমাজ উন্নত হচ্ছে ও তার চাহিদা রূপান্তরলাভ করছে সেই সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষারও পরিবর্তন হওয়া দরকার। এর কাজই হল সমাজের প্রয়োজন পূরণ করা ও সেই সমাজের নাগরিকদের উপযুক্ত করে তোলা যাতে তারা একে আরও উন্নত করে সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদের পথে অগ্রসর হতে পারে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে আমি স্বাধীনভাবে থাকবার ও কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম সে জন্যে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। যদিও আমার কাজ অন্যান্য সোভিয়েট শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের মতই নিয়ন্ত্রিত হত এবং বাঁধা সিলেবাস্ অনুযায়ী আমাকে পড়াতে হত—তা সত্ত্বেও আমি শিক্ষাপদ্ধতিতে নতুন পরীক্ষা করার ও সময় নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছিলাম। মস্কোয় থাকা কালে আমি অনুভব করতে পেরেছিলাম যে আমাকে অন্যান্য শিক্ষকদের মতই যোগ্যতা অনুসারে বিচার করা হচ্ছে। ভাল কাজকে সর্বদা প্রশংসা করা হত ও উৎসাহ দেয়া হত এবং খারাপ কাজকে এমন ভাবে সমালোচনা করা হত যাতে তৎক্ষণাৎ তার সংশোধন হতে পারে। ভাল শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর নাম শিক্ষাজগতে প্রচারিত ও সম্মানিত করা হত।

পৃথিবীর মধ্যে সোভিয়েট স্কুল হল সব চেয়ে গতিশীল। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বজ্ঞানবিশিষ্ট ও কর্মক্ষম ছাত্র-ছাত্রী বেরিয়ে আসছে যারা তাদের শিক্ষা ও জীবনকে যেদিকে ইচ্ছে পরিচালনা করে নিয়ে যাবার ক্ষমতায় বলীয়ান।

মস্কো—লণ্ডন, ১৯৩৮-১৯৪২

ডিয়ানা লেভিন

স্কুলের মত এটা একটা ক্লাব। চলুন, ছেলেরা কি করছে দেখে আসা যাক্।

একটা ঘরে গেলাম। দেখলাম সেখানে একদল ছেলে দাবাবড়ে ও আরও অনেক রকম খেলা নিয়ে ব্যস্ত। অধ্যক্ষ বললেন—এই ঘরে এই সব নিরুপদ্রব খেলা খেলতে দেয়া হয়। এখন এদের দাবাবড়ে প্রতিযোগিতা চলছে। ঐ লম্বা কালো মত ছেলেটি হল সকালের খেলার তত্ত্বাবধানে।

আমরা অন্য ঘরে গেলাম। সেখানে কতকগুলো ছেলে মেক্যানো নিয়ে কি যেন তৈরী করছে। ছোট ছেলেরা খেলা করছে কাঠের জিনিস নিয়ে। দেখলাম সেখানকার তত্ত্বাবধানে কেউ নেই। সবাই গভীর মনোযোগ দিয়ে নিজের নিজের কাজ করে যাচ্ছে।

তুমি কী করছো? আমি একজনকে প্রশ্ন করলাম।

ভল্গার ওপর যে নতুন ব্রিজ তৈরী হচ্ছে তারই মডেল খাড়া করছি। খবরের কাগজ থেকে আমরা এ বিষয়ে সমস্ত জেনেছি। আমাদের মডেল আমরা জেলা প্রদর্শনীতে দেব। ছুটির সময়ে অন্য স্কুলের ছেলেরাও যে সব মডেল তৈরী করছে সেগুলোও তারা পাঠাবে। দশ বছরের একটি মেয়ে উত্তর দিল।

তাদের ছেড়ে আমরা গ্রন্থাগার দেখতে গেলাম। তারপর গেলাম পড়ার ঘরে। পড়ার ঘরটি একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। দেয়ালের ওপর নানান্ রকম নক্সা আর ছবি টাঙানো, কাছে গিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

অন্য আরেকটি ঘরে গেলাম। সেখানে একদল ছেলেমেয়ে উত্তেজিত হয়ে কোন একটা নাটকের মহড়া দিচ্ছে। সমস্ত জিনিস সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করছে সতের বছরের একটি মেয়ে।

খাওয়া দাওয়ার পর আমরা কাছাকাছি একটা ক্লাবে গিয়ে ছোটদের ফিল্‌ম্‌ দেখলাম। তারপর ছেলেমেয়েরা যে যার বাড়ী চলে গেল।

এর পর জানতে পারলাম যে এইভাবে ছোটদের ছুটির দিনের চিত্ত-বিনোদনের পেছনে রয়েছে স্থানীয় সোভিয়েটের সঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষা-কেন্দ্রের সহযোগিতা। ছেলেমেয়েদের ছুটির দিন সমস্ত পার্ক, সিনেমা, যাদুঘর ও রঙ্গমঞ্চ তাদের প্রয়োজনের জন্যে খোলা থাকে যাতে বাপ-মারা বাড়ীতে অনুপস্থিত থাকা কালে তারা উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় না ঘুরে বেড়ায় বা অপকর্ম না করে। ছুটির দিনে যদিও এই সব ভ্রমণে যোগ দেয়া না দেয়া ছেলেদের ওপর নির্ভর করে তবু এই মনোগ্রাহী উৎসবে অধিকাংশ ছেলেমেয়েরাই যোগ দেয়।

ছেলেমেয়েদের প্রথমেই দেখে বুঝলাম যে তারা খুব চঞ্চল ও বুদ্ধিমান। আরও দেখলাম প্রচুর তাদের প্রাণশক্তি। এই সব দেখে শুনে আমার নিজের ক্লাশ সম্বন্ধে চিন্তা না করে পারলাম না। কারণ আমার ক্লাশে ত্রিশজন দশ এগারো বছরের ছেলেমেয়েদের পড়াতে হবে। ডাল্‌টন প্লান অনুযায়ী পড়ানোই আমার অভ্যাস। বিশ্বাস ছিল সেই প্লান অনুযায়ী পড়ালেই শিশুদের সহজে শিক্ষালাভ হয়। আমার আরও ধারণা ছিল যে শ্রেণী হিসেবে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেয়ার মানেই হচ্ছে তাদের যন্ত্রবিশেষ তৈরী করা। অর্থাৎ এখানে যোগ দেয়ার আগে পর্যন্ত আমি তথাকথিত প্রগতিশীল ও স্বাধীন শিক্ষায় বিশ্বাসী ছিলাম। সেই জন্যে ক্লাশ অনুসারে শিশুদের পড়ানো আমার ইচ্ছা-বিরুদ্ধ ছিল।—পরিদর্শকদের কাছ থেকে আপনি প্রয়োজনমত সমস্ত সাহায্যই পাবেন। অধ্যক্ষ বললেন।—উনি আমার সহকারী এবং এখানকার শিক্ষা সম্বন্ধীয় সমস্ত দায়িত্বের উনি অংশীদার।

স্কুল শুরু হবার কয়েকদিন আগে কমরেড হল্যাণ্ড আমার সঙ্গে বসে

আমাকে সমস্ত কর্মপদ্ধতি বুঝিয়ে দিলেন। সারা বছরের পাঠ্যবিষয়ের একটা চুম্বক ছাপিয়ে রাখা হয়েছিল। আমার কাজ হল প্রত্যেক সপ্তাহে যে পাঠ্যবিষয় আমি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে উপস্থিত করবো তার একটা বিস্তৃত খসড়া তৈরী করা। বিষয়গুলি উপস্থিত করার আঙ্গিক সম্বন্ধে আমার স্বাধীনতা আছে—কিন্তু শর্ত হল এই যে, আমি প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের পড়া ঠিক সময়ে সম্পূর্ণ করাবো।

কোন অসুবিধে হলে আমার কাছে আসতে দ্বিধা বোধ করবেন না, বুঝলেন। বক্তব্য শেষ করেই কমরেড হল্যাণ্ড বললেন।—শিক্ষা এবং শৃঙ্খলারক্ষার ব্যাপারে আমার কাজই হল আপনাদের সাহায্য করা। এমন কি আমাকে আপনার ক্লাশে আসতে দেখে বিশেষ আশ্চর্য হবেন না কারণ ওটাও আমার কাজের একটা অংশ।

তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। স্থির করলাম শৃঙ্খলারক্ষার কোন ব্যাপারে তার কাছে যাব না। ইতিপূর্বে শৃঙ্খলাপালনের ব্যাপারে আমার কোন অসুবিধে হয় নি। কিন্তু এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সত্যিই আশঙ্কা বোধ করলাম কারণ এই রকম সমস্যার সম্মুখীন আমি কখনও হই নি। আমি আশ্চর্য হলাম যে কমরেড হল্যাণ্ড আমাকে শৃঙ্খলাভঙ্গের ব্যাপারে তাঁর কাছে সমাধানের জন্যে যেতে বলেছেন। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এ সব ঘটনা লজ্জাকর এবং তা যত কর্তৃপক্ষের চোখের অন্তরালে রাখা যায় ততই ভাল।

স্কুল খোলবার আগের দিন সমস্ত স্কুলকর্মীদের একটা সভা ছিল। সেখানে সকলের সঙ্গে দেখা হল। দেখলাম তারা সবাই খুব বন্ধু-ভাবাপন্ন। তাদের মধ্যে কয়েকজন আমেরিকান, একজন ইংরেজ এবং দুজন রাশিয়ান শিক্ষক—তারা দুজনেই ভাল ইংরেজী কথা বলতে পারেন। তাছাড়া একজন অস্ট্রিয়ান—যিনি এতদিন আমেরিকায়

ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে অন্য ভাবে ব্যবহার করতে হবে। যাই হোক্ আমরা আপনাকে সাহায্য করবো এবং পরের সভায় এ সম্বন্ধে রিপোর্ট দাখিল করবো।

এই সভার কাজকর্ম দেখে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। দেখলাম, এখানকার প্রত্যেকটি কর্মচারী সমস্ত সুবিধে অসুবিধে সম্বন্ধে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করছে এবং অকপট অথচ বন্ধুচিত সমালোচনা করবার সময়েও তারা এগিয়ে আসছে।

সভার পর একজন বৃদ্ধা আমার সঙ্গে এসে আলাপ করলেন। বললেন তিনি এই স্কুলের একজন দোভাষী। তাছাড়া তিনি স্কুল ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সভানেত্রী। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আমি শিক্ষকদের রাশিয়ান-শিক্ষা ক্লাশে যোগ দিতে চাই কি না। শেষে বললেন, কোন অসুবিধে হলে আমি যেন তাঁর কাছে যাই। বিশেষ করে বললেন—স্কুল চালানোর সময়ে কোন দোষ চোখে পড়লেই আমাকে খবর দেবেন। আপনি নতুন মানুষ। আপনার পক্ষে দোষ খুঁজে বের করা কিছু কষ্টকর হবে না। ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির কাজই হল স্কুলের ত্রুটি দূর করা। তাছাড়া আর একটি কাজ হল এখানকার সভ্যেরা যাতে কাজ করার সমস্ত সুবিধে পায় সে দিকে দৃষ্টি দেয়া ; তাদের আমোদপ্রমোদের যাতে কোন অসুবিধে না হয়, তার জন্যে রঙ্গমঞ্চ, সিনেমা, ভ্রমণ, খেলাধুলো —এই সব দিকে লক্ষ্য রাখা।

অনেক কিছু নতুন চিন্তার খোরাক নিয়ে আমি বাড়ী ফিরে গেলাম। তাহলে সোভিয়েটের শিক্ষকেরা নিজেদের ভুল-ত্রুটি ও দুর্বলতা নিঃসংকোচে স্বীকার করে—আচ্ছা এইই কি উন্নতির প্রশস্ত উপায় নয়? এখানকার সমস্ত কর্মপদ্ধতিই দেখলাম পারস্পরিক সহানুভূতি ও সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। ট্রেড ইউনিয়নকে মনে হল যেন রূপকথার

বলল—আমাদের স্কুলের দোষই হল এই যে আমরা সবাই নিয়মকানুন জানি অথচ ভুলে যাই।

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কী নিয়মকানুন?

নিয়ম হল এই যে, আমাদের শিক্ষয়িত্রী যখন কথা বলবেন বা পাঠ বোঝাবেন তখন আমরা মন দিয়ে শুনবো। তারপর আমাদের যদি কিছু প্রশ্ন করবার থাকে তাহলে প্রথমে হাত তুলবো কারণ সবাই একসঙ্গে কথা বললে কিছুই শোনা যাবে না। আমার মনে হয় যে গতবারে আমরা যেমন চতুর্থ শ্রেণীর সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা করেছিলাম এবারও সেই রকম করা উচিত। মেয়েটি উত্তর দিল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। সবাই যোগ দিল একসঙ্গে।

এই উক্তিগুলি সকলের স্মারক হয়ে রইল। ছাত্ররাও ভালভাবে বাকী সময়টুকু পড়াশোনা করল।

শেষ পাঠ পড়ানো হয়ে যাবার পর একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ঘরের মধ্যে এল। মেয়েটির মাথায় কালো কালো চুল, গভীর কালো চোখ, দেখতেও খুব সুন্দর। বয়স বছর বারো। ক্লাশে সে একটা ঘোষণা করবার জন্যে আমার অনুমিত চাইল। আমার সম্মতি পাওয়া মাত্র মেয়েটি বলল—চতুর্থ শ্রেণী তোমাদের সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে আহ্বান জানাচ্ছে। তার শর্ত হল এই যে—ক্লাশের সময়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, পাঠ প্রস্তুত করা, তোয়ালে এবং সাবান ঠিক জায়গায় রাখা। এই সমস্ত দেখাশোনা করার জন্যে আমাদের ক্লাশ থেকে আমাকে ও সিডনীকে বাছাই করেছে। তোমরা যদি রাজী থাকো তাহলে তোমরাও তোমাদের দুজন প্রতিনিধি বাছাই করে আমাদের সাহায্য করো। তোমরা রাজী আছো কি?

তৃতীয় শ্রেণীর সকলেই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে একমত

হল। যাবার সময়ে মেয়েটি বলে গেল ছুটির পর তাদের দুজন প্রতিনিধি যেন উপস্থিত থাকে। প্রতিযোগিতার একটা খস্‌ড়া তৈরী করতে হবে। তৃতীয় শ্রেণী দুজনকে বাছাই করল। প্রথমে যে মেয়েটি সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার কথা প্রস্তাব করেছিল সেই মেয়েটি—লুবা এবং আর একটি চটপটে ছেলে যে সকালের দিকে সবচেয়ে বেশী গোলযোগ করেছিল—সেই ছেলেটি—ভোভা।

আমি ক্লাশকে ছুটি দিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে লুবা আর ভোভা আমার কাছে এল। ভোভা বলল—আচ্ছা কমরেড, এরকম করলে কেমন হয়, প্রতিযোগিতার চার্টে আমরা দুটো রেলগাড়ী আঁকলাম—যেমন ধরুন রেলগাড়ীটি তুর্কিস্থান থেকে সাইবেরিয়া যাচ্ছে। নতুন মডেলের দুটো ইঞ্জিন দিয়ে আমাদের দুটো ক্লাশকে চিহ্নিত করা হল—ফেলিক্স জারঝিন্‌স্কি মডেল হলেই কিন্তু খুব ভাল হয়। যে ক্লাশ প্রতিযোগিতায় এক পয়েণ্ট পাবে সেই ক্লাশের ইঞ্জিনকে এগিয়ে দেয়া হবে।

বললাম—আমার মনে হয় পরিকল্পনাটা সত্যিই খুব চমৎকার।

জুলিয়া আর সিডনীও আমার ঘরে এসে ঢুকল। তাদের হাতে ড্রয়িং কাগজ, পেন্সিল আর রং। তারপর চারজনে মিলে কাজ করতে বসল। দুটো ইঞ্জিন কেটে রং করা হল এবং তারপর লেবেল আঁটা হল—'তৃতীয় শ্রেণী' আর 'চতুর্থ শ্রেণী'। সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হল তুর্কিস্থান থেকে সাইবেরিয়ার রেলপথ। সমস্ত জিনিস হয়ে যাবার পর বড় বোর্ডে নক্‌সাটা হলের দোয়ালে টেঙিয়ে দেয়া হল। বোর্ডটায় অনেক নক্‌সা ও আগেকার প্রতিযোগিতার নিয়মাবলি আঁটা ছিল। আমি যখন অন্য কাগজপত্র দেখছিলাম, চারজনে তখন আলোচনা করে স্থির করল কখন এবং কি ভাবে তাদের প্রতিযোগিতার তিনটি শর্ত পরীক্ষা করা হবে? জুলিয়া বলল—প্রত্যেক ক্লাশের শৃঙ্খলারক্ষার নোট রাখবার জন্যে

প্রথমে স্কুল দেখে আপনার কি ধারণা হয়েছিল তার ওপর একটা প্রবন্ধ লিখে দিন। আমিই পত্রিকা সম্পাদনা করি এবং তার পরবর্তী সংখ্যা কয়েকদিনের মধ্যেই বেরুবে।

কার্যত দেখলাম সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা একটা অদ্ভুত জিনিস। ক্লাশের শেষে সমস্ত ছেলেমেয়েরা ভীড় করে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখে—কে এগিয়ে আছে। পঞ্চম, ষষ্ঠম, সপ্তম, সমস্ত ক্লাশ একে একে যোগ দিল। ফলে নক্সা দেখে সঠিক ফলাফল-বিচার করাও কষ্টকর হয়ে উঠল। হিংসামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব সম্বন্ধে যা সন্দেহ করেছিলাম তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হল।

প্রথম কয়েকদিন দেখলাম আমাদের ক্লাশ আর চতুর্থ ক্লাশ একই সঙ্গে চলেছে। জুলিয়া আমাকে বলল—আচ্ছা, দু দল জিতলে খুব ভাল হয়, না ?

ভোভা তার কথা শুনতে পেয়ে বলল—আমার ইচ্ছে সমস্ত ক্লাশই লাল নিশান পাক তাহলে আমরা জেলার লাল নিশানটাও পেতে পারি। ভোভার এই উক্তি সারা প্রতিযোগিতাকে একটা নতুন রূপ দিল। সমস্ত ক্লাশ জেতার ফলে যদি আমাদের স্কুল লাল নিশান পায় তাহলে জেলা প্রতিযোগিতায় আমরা যোগ দিতে পারবো। এবং আমাদের জেলা লাল নিশান পেলে পর আমরা শহরের প্রতিযোগিতায় যোগ দেব। একে একে প্রচুর সম্ভাবনা চোখের সামনে এসে উঁকি মারল।

কিছুদিন পরে আমি যখন স্কুলে কাজ করছি, পায়োনিয়রদের পরিচালিকা সনিয়া এসে আমার সঙ্গে দেখা করল। মেয়েটির বয়স আঠারো। ফর্সা রং। মাথায় কোঁকড়ান চুল। নীল চোখ। ঝলমলে চেহারা। গলায় পায়োনিয়রদের লাল টাই।

সনিয়া বলল—এই মেয়াদের জন্যে আমি আপনার সঙ্গে পরস্পরের

সমাজমুখী মন গড়ে ওঠে। তারা কাজ করবার জন্যে এতটা আগ্রহশীল যে মাঝে মাঝে তাদের কাজ দিয়ে সন্তুষ্ট করে উঠতে পারি না।

আমার মনে হয় তোমার সঙ্গে কাজ করে আমি খুব আনন্দ পাবো। সনিয়ার কথার উত্তরে বললাম। তার বন্ধুসুলভ ব্যবহারে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা, আমাদের কাজের কী রকম খসড়া তৈরী করতে হবে? তাছাড়া আমি কী কাজ করবো? তৃতীয় শ্রেণীর জন্যে আমরা সপ্তাহের পঞ্চম দিন পায়োনিয়র সম্বন্ধে আলোচনার জন্যে আলাদা করে রাখবো। স্কুলের পর ইউনিট কিংবা ট্রপ সোভিয়েট মিটিং ডাকা হবে। তারপর আমরা সিনেমা বা যাদুঘরে বেড়াতে যাব। আমার মনে হয় আপনি প্রত্যেক মিটিঙেই উপস্থিত থাকতে পারবেন। কোন পায়োনিয়র যদি শৃঙ্খলা ভাঙে বা পড়াশোনায় ঢিলেমি দেখায়, আমাকে বলবেন, আমি সভার মাঝখানে কথাটা তুলব। আমিও মাঝে মাঝে পড়ার সময়ে ক্লাশে এসে দেখে যাবো পায়োনিয়ররা কি রকম ব্যবহার করছে। এই সপ্তাহেই আমাদের ইউনিট আর ট্রপ সোভিয়েট নির্বাচন হবে; আপনি যোগ দিতে ভুলবেন না। আর সপ্তাহের পঞ্চম দিন নিজেকে নির্ঝঞ্ঝাট রাখতে চেষ্টা করবেন।

প্রতিশ্রুতি দিলাম যে আমি তাদের নির্বাচনে এবং পায়োনিয়র মিটিঙে যাবো। কৌতূহল হল যে কি করে দুটো কর্তৃপক্ষ এক সঙ্গে কাজ করতে পারে? ভাবলাম—আলাপে সনিয়াকে যা মনে হল সেই ভাবে যদি পাওয়া যায় তাহলে কাজকর্ম খুব সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হবে। অবিশ্যি এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। বুঝলাম যত সহজ মনে হচ্ছে কাজটা কিন্তু ততটা সহজ নয়। যদি কখনও মতানৈক্য দেখা দেয় তখন ছেলেমেয়েদের আস্থা বিভক্ত হয়ে পড়বার আশঙ্কা যথেষ্ট রয়েছে।

সনিয়ার সঙ্গে কথা হবার পর, আমি শৃঙ্খলাকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে পেলাম। নতুন সমাজব্যবস্থা গঠন হবার সঙ্গে সঙ্গে এরও একটা নতুন রীতিনীতি স্থির হওয়া দরকার হয়েছিল। শৃঙ্খলা সম্পূর্ণভাবে একটা অন্য রকমের জিনিস। যে সব ছাত্রেরা বুঝতে পারে তাদের এখন থেকেই বলা উচিত যে তাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? শিক্ষালয় হল সমাজেরই অন্যতম প্রধান অংশ এবং তাদের শিক্ষা শেষ হবার পর তাদের কাজ হল সমাজকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এখানে বল প্রয়োগ করে শৃঙ্খলা বজায় রাখবার চেষ্টা করা হয় না। এখানে শারীরিক পীড়ন করা বে-আইনী যেহেতু কোন একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত পড়াশোনা করা উচিত সেহেতু অনিচ্ছাসত্ত্বেও পড়তে হবে—এমন কোন হাস্যকর বাধ্যবাধকতা এখানে নেই। লুবা, ভোভা, জুলিয়া, সিডনী এবং অন্যান্য মনোযোগী ছাত্রদের কাছ থেকে জানলাম যে তাদের শৃঙ্খলাভঙ্গ তখনই হয় যখন তারা সবাই একসঙ্গে প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে কিংবা শৃঙ্খলার কথা সাময়িকভাবে ভুলে যায়। তারা কখনও শিক্ষয়িত্রীর প্রতি অসম্মান দেখবার জন্যে বা পড়া নষ্ট করবার জন্যে শৃঙ্খলা ভাঙে না। তারা সত্যিকার শিক্ষা পায় বলেই পড়তে তারা মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে। মোটের ওপর তারা নিজেরাই শৃঙ্খলা রক্ষা করতে শেখে কারণ খাঁটি নাগরিক হতে হলে শৃঙ্খলারক্ষার শিক্ষা তাদের কাছে অপরিহার্য।

সপ্তাহের পঞ্চম দিনে ক্লাশ বসবার আগেই সিঁড়িতে এল্‌গার সঙ্গে দেখা হল। এলগা আমার ক্লাশের একজন খুব ভাল কর্মী। সে বলল —মনে রাখবেন কমরেড, আজকে পায়োনিয়র দিবস। স্কুলের পর আপনি নিশ্চয়ই নির্বাচনে যাবেন, না?

তাকে আশ্বাস দিলাম নির্বাচনে যাবার ইচ্ছে আমার ষোল আনাই আছে।

ভাবে চালাতে পারবে। অধিকাংশ ভোট পেয়ে ইলিয়ানর দলপতি নির্বাচিত হল। মিণ্টন হল তার সহযোগী।

পনের মিনিটের মধ্যে প্রত্যেক ইউনিটের দলপতি নির্বাচন হয়ে গেলে সবাই ট্রুপ সোভিয়েট নির্বাচনের দিকে নজর দিল। সনিয়া বসল সভানেত্রীর আসনে।

সে বলল—আমাদের মোট পাঁচজন দরকার। তিনজন দলপতি বাছাই করা হয়ে গেছে। এখন বাকী দুজন—একজন দেয়ালপত্রিকার সম্পাদক—আরেকজন সাংস্কৃতিক কর্মী। আমি তোমাদের প্রস্তাব জানতে চাইছি। ছেলেমেয়েরা জর্জ আর ফিলিপ্‌সের নাম প্রস্তাব করল। জর্জ ভাল ড্রয়িং করতে পারে। ফিলিপ্‌সের লেখার দিকে ভাল হাত আছে। আলোচনা হবার পর জর্জ নিজেই বলল যে ফিলিপ্‌স্ সম্পাদক হবার উপযুক্ত এবং সে নিজে তার সহযোগী হয়ে কাজ করবে। সভায় তার প্রস্তাব গৃহীত হল সর্বসম্মতিক্রমে। রায়া নামে একটি মেয়ে সাংস্কৃতিক কর্মী নির্বাচিত হল। তারপর সোভিয়েটের সভ্যেরা বাদে সবাই সভাস্থল ছেড়ে চলে গেল।

ট্রুপ সোভিয়েট স্থির করল যে প্রত্যেক মাসে তাদের একটি করে দেয়ালপত্রিকা বেরুবে এবং একটি বিশেষ সংখ্যা বেরুবে ২১শে জানুয়ারী—লেনিন স্মৃতি দিবসে। রায়া বলল সে কিছু দিনের ভেতরেই তাদের ভ্রমণ পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলবে। প্রত্যেক ইউনিট দলপতিদের বলা হল—তারা যেন এই মাসের কর্মতালিকা আসছে সপ্তাহের মধ্যেই তৈরী করে ফেলে।

কমরেড, ছোটদের রঙ্গমঞ্চে একটা নতুন বই দেখানো হচ্ছে, আপনার জন্যে টিকিট কিনবো কি? পায়োনিয়রদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময়ে রায়া জিজ্ঞেস করল।

সারা শিশুসমাজকে শিক্ষিত করে তোলবার গুরুদায়িত্ব এখানকার শিক্ষকদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে যাতে তারা বড় হয়ে নতুন সমাজের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে জগতে স্থান পেতে পারে। একমাত্র পুঁথিগত বিদ্যেই সমস্ত নয়, একজন শিক্ষককে মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও পারদর্শী হতে হবে যাতে ছেলেদের মন্দ-ব্যবস্থাপন বা উন্নতির পথে বাধাবিঘ্ন হলে তার প্রতিকার করা যায়। একজন শিক্ষককে প্রকৃতপক্ষে 'জ্ঞানভাণ্ডার' হতে হবে। তাকে জানতে হবে সমস্ত পৃথিবীতে বিশেষত সোভিয়েট ইউনিয়নে কি কি নতুন কৃতিত্ব অর্জন করা হয়েছে। তাকে জানতে হবে সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের রাজনৈতিক কাঠামো কি, কারা সেই ইউনিয়নের শাসনকর্তা, কি তার উৎপাদন পরিকল্পনা—কি ভাবে তার রাজনীতি কার্যকরী হয়। সংক্ষেপে, সোভিয়েটের প্রত্যেক শিক্ষককে প্রতিদিন কিছুটা করে পড়াশোনা করতে হয় নইলে ছোটদের কাছে, যারা খবরের কাগজ পড়ে, বিশ্বের ঘটনাবলী সম্বন্ধে খবরাখবর রাখে, তাদের কাছে পিছিয়ে পড়বার সম্ভাবনা প্রতিনিয়ত লেগে রয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণীতে এক বছর কাজ করা কালে আমার শুধু অনেকগুলি মনোগ্রাহী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও শিক্ষালাভই হয়নি, কতকগুলি ছেলেদের নিয়ে অসুবিধেতেও পড়তে হয়েছে। তাদের বাড়ীর অবস্থা ও জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী জানার পরই আমি সেই সব ছেলেদের ঠিক পথে চালনা করে ভাল ছাত্র করতে কৃতকার্য হয়েছি।

মোটের ওপর আমার ক্লাশের স্তর বেশ উঁচুই ছিল। ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকেই খুব বুদ্ধিমান এবং নতুন জিনিস শেখা সম্পর্কে উৎসাহী। পাঠ সম্বন্ধে তাদের প্রশ্নের শেষ ছিল না এবং যখন সে বিষয় নিয়ে আলোচনা হত তখন আর তাদের কাছে কোন জিনিস অস্পষ্ট থাকতো না। পৃথিবী কি ভাবে এগোচ্ছে সে সম্বন্ধেও তাদের ধারণা সুস্পষ্ট।

অবিশ্যি তারা যখন উত্তেজিত হয়ে উঠত তখন পৃথিবীর যে কোন দেশের সমবয়সী ছেলেমেয়েদের মতই ব্যবহার করতো তারা।

লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক বা অন্য কোন ইংরেজী ভাষাভাষী অঞ্চল থেকে আগত ছেলেমেয়েদের এখানে বিশেষ অসুবিধে হয় কারণ শিক্ষকদের সম্বন্ধে সোভিয়েট ছাত্রেরা কি মনোভাব পোষণ করে তা তারা জানে না। যাকে তারা 'কানভরা' বা শৃঙ্খলাভঙ্গ করা বলে মনে করে সোভিয়েট ছাত্রদের তা করতে দেখে তারা স্তম্ভিত হয়ে যায়। মাস্টারদের সামনে সভায় বসে একজন আর একজনকে নির্মমভাবে সমালোচনা করবে বা মাস্টারদের কাছে গিয়ে কানে তুলবে যে ছুটির সময়ে দু-জন ছাত্র পরস্পরে ঝগড়া করছিল—তা নবাগতরা ভাবতেই পারে না। তারা ক্রমশ বুঝতে পারে যে এখানে ছাত্র এবং শিক্ষক একযোগে সংস্কৃতির স্তর উঁচুতে তোলবার চেষ্টা করছে। শাস্তি দিয়ে এখানে ছেলেদের সংশোধন করতে হয় না—স্বাধীন এবং নির্ভীক সমালোচনার মধ্যে দিয়েই তারা নিজেদের দোষ ত্রুটি কাটিয়ে ওঠে।

প্রকৃত সমালোচনার সঙ্গে 'কানভরা'র কি প্রভেদ তা বুঝে উঠতে তাদের কিছু সময় লাগে। দুটো সমবয়সী ও সমশক্তিমান ছেলের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা হলে তারা সমালোচনা করে না কিন্তু একজন বয়স্ক ছেলে কোন ছোট ছেলেকে আক্রমণ করলে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়—হাস্যচ্ছলে যদি কেউ কাউকে উত্যক্ত করে তাহলে কোন আপত্তি করে না কিন্তু বিদ্বেষবশত বিরক্ত করলেই তীব্র সমালোচনা করে—এইখানেই সৃষ্টি হচ্ছে ন্যায়পরতার নতুন সংহিতা।

আমার পথে কোন বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হলেই আমি অধ্যক্ষ, কমরেড হল্যাণ্ড ও সোভিয়েট ইউনিয়নের শিশুশিক্ষা-বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। যদিও ছোটদের সঙ্গে মেলামেশার অভিজ্ঞতা

চলবে না, অন্য শিক্ষণীয় বিষয়েও তাকে জ্ঞানার্জন করতে হবে। জর্জ আরেকটি দুরূহ ছাত্র। সে দেরী করে স্কুলে আসে, বাড়ীতে পড়াশোনা করে না, সমস্ত কমরেডকে বিরক্ত করে। ক্লাশের কয়েকজন ছাত্র প্রস্তাব করল যে তার সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্যে একটা সভা ডাকা হোক। স্কুলের পর আমরা তার ব্যবস্থা করলাম। এরা কি ভাবে সভার কাজ পরিচালনা করে তা দেখবার কৌতূহল আমাকে পেয়ে বসল।

চলতি মেয়াদের জন্য এল্‌গা ক্লাশ সভানেত্রী নির্বাচিত হওয়ায়, সে-ই সভা পরিচালনার ভার নিল। প্রথমেই এল্‌গা বলল যে যারা জর্জ সম্বন্ধে উৎসুক নয় তারা অনায়াসে বাড়ী যেতে পারে কারণ এ সভা একটা জরুরী বিষয় আলোচনা করবার জন্যে ডাকা হয়েছে। সুতরাং এখানে গোলযোগকারীর স্থান নেই। সবাই স্থির হয়ে বসে রইল।

জর্জ আমাদের লাল নিশান পাবার সমস্ত সম্ভাবনাকে নষ্ট করছে। এল্‌গা বলতে আরম্ভ করল। ওর জন্যেই এ সপ্তাহে আমরা চতুর্থ শ্রেণীর চেয়ে দু পয়েন্টে পিছিয়ে গেছি। ও বাড়ীতে নিজের পড়া করে না। ওর তোয়ালে সাবান কিছুই নেই। খাওয়ার আগে ও পরের তোয়ালে, সাবান ব্যবহার করে। কমরেডদের সঙ্গেও ও অতি রূঢ়ভাবে কথা বলে। জর্জ সম্বন্ধে এখানে আমরা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো সুতরাং আলোচনা হওয়া দরকার। তোমাদের মধ্যে কে আগে বলতে চাও?

ভোভা উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আমার মনে হয় ওকে দোষ সংশোধন করবার জন্যে পাঁচ দিন সময় দেয়া উচিত। যদি তার মধ্যেও সে নিজেকে শোধরাতে না পারে তাহলে ওর বাবা মাকে জানিয়ে ওকে ক্লাশ থেকে এক সপ্তাহের জন্যে বের করে দেয়া উচিত। এবং চাপ দেয়া উচিত যাতে সে বাড়ীতে পড়াশোনা করে।

লেখাপড়া করতে পারতাম না। একটা বদ অভ্যাসে পড়ে গিয়েছি তাই তা থেকে মুক্ত হতে পারছি না। আমি কথা দিচ্ছি আমি নিজেকে সংশোধন করব। আমি এবার থেকে ক্লাশে এ্যালেকের পাশে বসবো যাতে খারাপ ব্যবহার করতে না পারি।

আরো কিছু আলোচনা হবার পর এ্যালেকের প্রস্তাব গ্রহণ করা হল এবং আমাকে বলা হল আমি যেন জর্জের বাবা মার সঙ্গে দেখা করে তাঁদের কাছে এ সম্বন্ধে সবিস্তারে উল্লেখ করি। সভা ভাঙল। আমি জর্জের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে থামলাম। দেখলাম, এক টুকরো কাগজের ওপর সে কি আঁকছে। আঁকার ব্যাপারে তার ক্ষমতা আছে। বললাম—আমি জানি, তুমি আঁকতে খুব ভালবাসো।

নিশ্চয়ই, সমস্ত কিছুর চেয়ে আঁকতে আমার ভাল লাগে। জর্জ উত্তর দিল।

তুমি শিল্পী-চক্রে যোগ দিলেই পারো?

আমি বহু দিন থেকেই জেলা আর্ট স্কুলে যোগ দিতে চাইছি কিন্তু আমি খারাপ মার্ক পাবার দরুণ সনিয়া আমাকে সুপারিশ করে চিঠি দিতে চায় না।

আচ্ছা আমরা এক কাজ করি। আমি বললাম।—তুমি এই সপ্তাহে ভাল ব্যবহার করো এবং পড়ালেখায় ভাল ফল দেখাও তাহলে আমি সনিয়াকে এ বিষয়ে বলবো। তুমি রাজী আছো এতে?

জর্জের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল—আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে নিজেকে উন্নত করে আমি আর্ট স্কুলে যোগ দেব। স্থির সংকল্প নিয়ে জর্জ বাড়ী ফিরে গেল।

সেই দিন থেকে জর্জ শুধরে গেল। অবিশ্যি তার উত্থান পতন হয়নি তা নয়। এ্যালেকের বন্ধুচিত সাহায্যে ও আমার চেষ্টায় তার শিক্ষার

তাদের বাবা মার সহযোগিতা পেয়েছিলাম। এমন কি জর্জের বেলাতেও যদিও তার মা বিশেষ শিক্ষিতা ছিলেন না, তবু তাঁর সঙ্গে কথা বলে ছেলের পড়ার প্রতি তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি করে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলাম যে তিনি তাঁর কথা রাখবেন। কিন্তু জিমির ব্যাপারে আমরা তার বাড়ীর সমস্যার সম্মুখীন হলাম যার ফলে আমাদের সমস্ত চেষ্টা বিফল হয়ে যাচ্ছিল। যখন আমরা তার বাড়ীর সমস্যার সমাধান করতে পারলাম তখনই দেখলাম আমরা সত্যিকার প্রতিকার করতে পেরেছি।

জিমির এমন কতকগুলি দোষ ছিল যা শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারতো না। বাড়ীতে সে তার পড়া পরের খাতা থেকে নকল করে আনতো, ক্লাশে বসে গোলযোগ করে শান্তিভঙ্গ করতো—যাকে ইংলণ্ডে 'প্রবলেম চাইল্ড' বলা হয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তার মুখে এমন একটা বিদ্রোহী ভাব ছিল যার জন্যে আমি তাকে প্রথম থেকেই ভালবাসতাম। হতে পারে এর আংশিক কারণ হল যে আমি তার সঙ্গে খুব সহজে বন্ধুতা স্থাপন করতে পেরেছিলাম।

জিমির মাকে ডেকে পাঠালাম। দেখলাম তিনি অর্ধশিক্ষিতা। তিনি বললেন—বিপ্লবের সময়ে তিনি সম্পূর্ণ অশিক্ষিতা ছিলেন এবং তারপর স্বাস্থ্যের জন্যে তাঁর লেখাপড়া হয়ে ওঠে নি। তাঁর স্বামী কয়েক বছর আমেরিকায় ছিলেন সোভিয়েট সরকারের যন্ত্র কেনবার কাজে। তিনিও ছিলেন তার সঙ্গে। ফিরে এসে তিনি নিরক্ষরতা-নিবারণী স্কুলে যোগ দেন। এখন চতুর্থ ক্লাশ শেষ করেছেন অর্থাৎ ছেলের চেয়ে এক ক্লাশ এগিয়ে আছেন। জিমি তাঁর নাগালের বাইরে। তাকে শাসনে রাখাই দায়। জিমি তাঁর কথা শোনে না আর তাছাড়া ইংরেজী ভালভাবে না জানায় তাঁর পক্ষে তার পড়া তদারক করাও সম্ভব নয়। জিমির বাবা খুব ব্যস্ত মানুষ। প্রত্যেক দিন দেরী করে বাড়ী ফেরেন।

হয় তাহলে তা অবশ্য করণীয়—এবং তা একমাত্র সোভিয়েট সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই সম্ভব। কারণ এখানে প্রতিদিন পুরোনো ঘুণধরা ইটের পাঁজরগুলোকে টেনে নীচে নামানো হচ্ছে আর উঁচুতে তুলে ধরা হচ্ছে সংস্কৃতির স্তর। এখানে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে যৌথ সংঘের সভ্য হওয়া সত্ত্বেও, তার প্রতি শিক্ষকদের ব্যক্তিগতভাবে দৃষ্টি দিতে হয়।

ক্রমে ক্রমে আমি অনুভব করলাম যে আমাদের ক্লাশের আবহাওয়া শান্ত হয়ে এসেছে। সবাই যে যার কাজে মন দিয়েছে। তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সুদৃঢ় বন্ধন গাঁথা হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। ঠিক করলাম এবার থেকে প্রত্যেক ছাত্রের বাড়ীতে গিয়ে তার ঘরের এবং বাইরের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখবো। প্রত্যেক ছাত্রের সঙ্গে তার নোটবুক দেখার সময়ে মাসে দু বার করে আলোচনা করা শুরু করলাম —কী করে আরও উন্নতি হতে পারে। আলোচনা প্রসঙ্গে নানান্ বিষয় ওঠে। আমাদের ক্লাশ যদি অন্যান্য ক্লাশের চেয়েও ভাল হয়? কী করে হতে পারে? এমনিভাবে নানা রকমের সমস্যার কথা তারা খুলে বলে। সাধারণ বিষয় হলেও আমি মন দিয়ে তাদের কথা শুনি। এতে তাদের বিশ্বাস বাড়ে।

মেয়াদের শেষে আমরা ও চতুর্থ শ্রেণী—লাল নিশান পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম। দুই শ্রেণীই লেখাপড়া ও শৃঙ্খলারক্ষার ব্যাপারে রেকর্ড রেখেছে। ছাত্রদের উজ্জ্বল মুখেই আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল রেখায়িত হয়ে উঠল।

ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য

স্কুল কর্মচারীদের মধ্যে ডাক্তার এবং নার্স এই দুজন হল সমস্ত সময়ের কর্মী। তাদের অস্ত্র-চিকিৎসালয় নানান্ রকম নতুন নতুন যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানো। সেখানে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্যের ইতিহাস অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে লিখে রাখা হয়।

ডাক্তারের কাজ হল প্রত্যেক দিন সকালে স্কুল পরিদর্শন করা—নিজের হাতে পরীক্ষা করে দেখা কোথায় কোন্ আলমারীর ওপর, কোন্ ছবির ফ্রেমের ওপর ধুলো জমে আছে। তার আরেকটা কাজ হল স্যানিটারি ব্যবস্থা ঠিক আছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা। ছেলে-মেয়েদের খাবার সময়ে তিনি আহার্য চেখে দেখেন যে সেগুলি সুস্বাদু হয়েছে কিনা, তাকে প্রতিদিনকার নোট খাতায় লিখতে হয় এবং অধ্যক্ষ তা পড়ে দেখার পর সই করে দেন।

ডাক্তার এবং নার্স ছোটদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়। সমস্তক্ষণ তারা দলে দলে হাসপাতালে এসে হাজির হয়—কারো আঙুল কেটে গেছে—কারো চোখে কি হয়েছে, কারো বা কোথাও সামান্য ব্যথা করছে। কারো সত্যি; কারো কাল্পনিক। সমস্ত রোগীকে এখানে রীতিমত যত্ন নিয়ে দেখা হয়। তাদের মনে করিয়ে দেয়া হয় যে এখানে এসে তারা উচিত কাজই করেছে। আমি দেখেছি সামান্য কিছু হলেই ছেলেমেয়েরা ক্লাশে যোগ দেবার আগে হাসপাতালে যাবার ফলে অনেক সময়ে তারা ভয়ানক রোগের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। আবার অলস ছাত্রেরাও পড়া থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে মাথাধরার

অন্ত্র চিকিৎসালয়ের দেয়াল নানা রকম চিত্র দিয়ে ছেয়ে রাখা হয়েছে—কী করে সর্দি কাশি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, সকালে কী কী কসরৎ করা উচিত, হাড় ভেঙে গেলে কী উপায়ে তার প্রতিকার করা যায়—ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন চিকিৎসা সম্বন্ধীয় উপদেশ।

নার্স এবং ডাক্তার আরও দুটো চক্র পরিচালনা করেন—একটা বড়দের, অন্যটা ছোটদের। সেখানে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা পরীক্ষার জন্যে শিক্ষা দেয়া হয়। পরীক্ষা শেষে উত্তীর্ণ হলে তারা ব্যাজ পায়। অধিকাংশই সে ব্যাজ কোটে বা জ্যাকেটে পরে।

ইঙ্গ-মার্কিন স্কুলে চার বছর কাজ করা কালে আমি কাউকে রোগগ্রস্ত হতে দেখি নি। অন্য যে কোন দেশের চেয়ে এখানকার ক্লাশে ছাত্রদের উপস্থিতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এর প্রথম কারণ হল এখানে বিশেষ যত্ন নিয়ে ডাক্তারেরা রোগকে অঙ্কুরে বিনাশ করার ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয় কারণ হল কেউ রোগাক্রান্ত হলে সময় মত তার বিধিব্যবস্থা করা হয়।

আমার ক্লাশের একটি ছেলের ঘটনার কথা মনে আছে। স্কুলে এসে ক্লাশ বসার আগেই ছেলেটি মাথাধরার দরুণ ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার দেখলেন, তার জ্বর হয়েছে—মুখ চোখ করমচার মতন লাল। ছেলেটিকে অন্ত্র চিকিৎসালয়ে আটক রাখা হল। সকলের সঙ্গে তার দেখাশোনা বন্ধ। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেখা গেল তার হাম হয়েছে। তাড়াতাড়ি ফিভার হাসপাতালে টেলিফোন যোগে খবর দেয়া হল। এ্যাম্বুলেন্স এসে নিয়ে গেল এলিকে। সঙ্গে সঙ্গে তার বাবা-মার কাছেও খবর পাঠান হল। হাসপাতাল থেকে সংক্রামক রোগমুক্ত বলে ছুটি দেয়ার পর এলি আবার ফিরে এল স্কুলে।

এলি হাসপাতালে চলে যাবার পর সন্ধ্যেবেলা জেলা স্বাস্থ্য বোর্ড থেকে

ঘুমোয়, নিয়মিতভাবে দাঁত মাজে, আলাদা তোয়ালে ব্যবহার করে, ঠিকমত কাপড় বদলায়। ছেলেমেয়েদের জেদের ফলে বাপ-মায়েরা স্কুল-ডাক্তার ডাকা মাত্র আসতে বাধ্য হন এবং ডাক্তারের কথা অনুসারে চলতে যত্নবান হন। একদিন স্টেলা এসে বলল—ঠাকুমা, আমাকে খেলা-ধুলোর পর কাপড় বদলাতে দিতে রাজী নন। তাঁর ধারণা আমার ঠাণ্ডা লাগবে। আমি তাঁকে বোঝালাম যে গরম কাপড়জামা পরে ঘেমে আমি যদি পড়তে বসি তাহলে আমার আরও বেশী ঠাণ্ডা লাগবে। তিনি বিশ্বাস করলেন না। তাই বললাম আমাদের স্কুল ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করতে। অবিশ্যি আমার ঠাকুমার এ সব কথা জানবার নয়। তিনি তো কোন দিন স্কুলে যান নি। কাজে কাজেই তিনি এ সব বোঝেন না। চতুর্থ শ্রেণীর একজন ছাত্র একদিন ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলো—আচ্ছা কমরেড বলতে পারেন বাবার সিগারেট খাওয়া কী করে বন্ধ করতে পারি? প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পড়েছি যে ধূমপান করা খুব অস্বাস্থ্যকর। অবিশ্যি আমিও জানতাম যে ধূমপান করা খারাপ এবং পায়োনিয়াররা কখনও ধূমপান করে না কিন্তু এখন জানতে পেরেছি এর কারণ কি? আমি আজ বাবাকে এ বিষয়ে বলবো। কিন্তু কি বললে তিনি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেবেন বলতে পারেন?

তাঁকে তোমার প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বইখানি দেখিও এবং বোলো তোমার শিক্ষয়িত্রী কি বলেছেন। তাছাড়া এই ছবিগুলো দেখিও—যে সিগারেট খেলে ফুসফুসের অবস্থা কি হয়। ছবিগুলো তোমাকে আমি একদিনের জন্যে ধার দেব।

নিশ্চয়ই সিডনীকে বাবার সঙ্গে এ নিয়ে অনেক কথা বলাবলি করতে হয়েছে। কিন্তু সে যে বড় হয়ে ধূমপান করবে না—তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। স্কুলে খেলাধুলো ও শরীরচর্চার দিকে বিশেষ নজর দেয়া হয়।

১৯৩৭ সালে ছুটির সময়ে কৃষ্ণোপসাগরের কাছাকাছি আনাপা শহরে আমার একবার স্যানাটোরিয়া পরিচালনার অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হয়েছিল। এই সব আরোগ্যগৃহ কেবলমাত্র রোগগ্রস্ত শিশুদের জন্যেই নয়—দুর্বলস্বাস্থ্য শিশুদেরও এখানে চিকিৎসা করা হয়—প্রধানত সেই সব শিশুদের যাদের বিশেষ চিকিৎসার দরকার। আনাপা হল ছোটদের স্বাস্থ্যোদ্ধারের জায়গা। সারাক্ষণ পাহাড়ের চুড়োয় আর সমুদ্রের তীরে শাদা কামিজ আর প্যাণ্ট পরা ছেলেমেয়েরা দলবেঁধে ঘুরে বেড়ায়। তাদের মাথায় কাপড়ের টুপি, পায়ে হাল্‌কা স্যাণ্ডেল।

সমুদ্রতীরে বেশীর ভাগ জায়গা ছোটদের জন্যে দেয়া হয়েছে। সেখানে তারা স্নান করে রোদ পোয়ায়, বালির ইমারৎ তৈরী করে। তাদের প্রত্যেকের চেহারা উজ্জ্বল আর বাদামি। তাদের চোখে মুখে খুশির প্রাচুর্য। যখনই দেখেছি ও কথা বলেছি তখনই মনে হয়েছে তারা আনন্দে আছে। যদিও তাদের অবসর যাপনের পরিকল্পনা আগে থেকে তৈরী করা হয়, তবু তারা নিজেদের ইচ্ছেমত সময় কাটানোর স্বাধীনতা পেয়ে থাকে।

তিন এবং চার বছর বয়সের শিশুদের জন্যে বিশেষ বিশ্রামগৃহের ব্যবস্থা আছে। হাতে হাত দিয়ে তাদের সমুদ্রতীরে বেড়াতে দেখতে পাওয়া যায়, তাদের শিশুকণ্ঠে গানের গুন্‌গুনানি। কয়েকজন তরুণীর নেতৃত্বে তারা এই ভাবে নিজেদের অফুরন্ত অবসর কাটাবার সুযোগ পায়।

সোভিয়েটের বাপ-মায়েদের কাজ হল ছেলেমেয়েদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করা। কিন্তু রাষ্ট্র শিশুদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তাদের ওপর মোটেই নির্ভর করে না। শিশুপালনাগারে, কিন্‌ডারগার্টেনে ও স্কুলে কর্মক্ষম ডাক্তারের ব্যবস্থা আছে। এমন কি পার্ক অব কালচার এ্যাণ্ড রেস্ট-এর প্যালেস্ অফ পায়োনিয়রস্ ও চিলড্রেন সিটিতেও স্থায়ী

ডাক্তারের ব্যবস্থা আছে। শিশুদের ভারপ্রাপ্ত পরিদর্শক বা শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে ডাক্তার ও নার্সের একযোগে কাজ করার ফলে এখানে এমন কি ক্লাশঘরে পর্যন্ত লেখাপড়ার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যরক্ষাও হয়ে থাকে।

বোঝাতে না পারি। অবিশ্যি আমি সকলের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেব।

পরিদর্শকের সঙ্গে আরও আলোচনা হওয়ায় জানলাম তিনিই জেলা শিক্ষকদের গণিত কোর্সের শিক্ষকতা করেন। জেলা শিক্ষাকেন্দ্রে অভিজ্ঞ শিক্ষকেরা অল্প অভিজ্ঞ শিক্ষকদের কাছে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলেন। তাছাড়া আলোচনার ফলে সিলেবাস্ সম্বন্ধীয় নানান জটিল সমস্যার সমাধান করা হয়।

পরিদর্শক বললেন—আমাদের লক্ষ্য হল ছাত্রদের পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে সর্বোচ্চ শিক্ষা দেয়া। অন্যান্য দেশের মতন আমরা ছাত্রদের কোন মতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাতে পারলেই খুশি হই না। প্রত্যেক ছেলে মেয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষা পাওয়া উচিত যাতে সে বড় হয়ে শিক্ষিত নাগরিক হতে পারে। সুতরাং আমরা প্রত্যেক শিক্ষককে সর্বশ্রেষ্ঠ আঙ্গিক ও পদ্ধতি শেখাবার চেষ্টা করি। আমি প্রায়ই বিভিন্ন স্কুলে যাই, তাদের পাঠ দেখি যাতে এই জেলার ত্রিশটি স্কুলে গণিত শিক্ষার কি অবস্থা সে সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা হয়। এখানে শিক্ষকেরা পরস্পরে মেলামেশা করে এবং মাঝে মাঝে কোন কোন শিক্ষক 'সাধারণ পাঠের' আয়োজন করে অন্য সমস্ত স্কুলের শিক্ষকদের নিমন্ত্রণ করে। এই কারণে অধ্যক্ষেরা বছরে কয়েকবার শিক্ষকদের অবসর দেন। আপনি যদি কিছু না মনে করেন তাহলে আমি কয়েকজন শিক্ষককে আপনার পড়ানো দেখতে আসতে বলবো। যদিও তারা ইংরেজী জানে না, তা সত্ত্বেও আমাদের পাঠ্যবিষয় বুঝতে তাদের নিশ্চয় কোন অসুবিধা হবে না।

শিক্ষকদের সভা আমি খুব উপভোগ করলাম। যে রকম গভীর আগ্রহের সঙ্গে সবাই আমার কথা শুনলো এবং আলোচনা করল তাতে মনে হল তারা নিজেদের কাজ সম্বন্ধে কী গভীরভাবে মনোযোগী!

কমরেড এড্‌মণ্ডস্‌ ও আমি প্রথমে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ঘরে গেলাম এড্‌মণ্ডসের উদ্ভিদবিদ্যা অধ্যাপনা সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান আছে। ঘরের এক জায়গায় কোন এক রাশিয়ান স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের তৈরী ফুলের মডেল দেখলাম। এই মডেলগুলি থেকে ফুলের গঠন (structure) সম্বন্ধে সম্যক্‌ ধারণা জন্মায়। কমরেড এড্‌মণ্ডস্‌ স্থির করলেন তিনিও পঞ্চম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের এমনি মডেল তৈরী করতে দেবেন।

তিনি বললেন—আসল ফুল দেখার পর এটা দেখলে ছেলেদের মনে ফুলের গঠন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা হবে।

ঘরের মধ্যে প্রদর্শিত জিনিসগুলি ঘুরে ঘুরে দেখার সময়ে আমরা বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলছিলাম। তিনি কয়েকবার আমাদের স্কুলে এসে গেছেন। তাঁকে বললাম, এখানকার জিনিসগুলি দেখতে আমাদের উৎসাহের শেষ নেই।

তিনি তাড়াতাড়ি আমাদের আশ্বাস দেবার জন্যে এগিয়ে এলেন—নিশ্চয়ই, আমরা কাগজের মডেল বা ড্রয়িং দিয়ে সত্যিকারের জীবন্ত জিনিসকে চাপা দিতে চাই না। বোটানিক্যাল গার্ডেনে সে সমস্ত জিনিস প্রচুর পাওয়া যাবে। আসল কথা হল ছাত্রেরা যে বিষয়ে পড়ছে সে সম্বন্ধে তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকা উচিত নইলে পাঠ্যবিষয় সম্পূর্ণ প্রাণহীন ও আনুমানিক হয়ে পড়ে। উদ্ভিদবিদ্যার সঙ্গে যদি প্রকৃতির কোন সম্বন্ধ না থাকে তাহলে তা একেবারে নীরস মনে হবে।

আমরা গণিতশাস্ত্রের ঘরে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। দেখলাম আমার পরিদর্শক বন্ধুটি এক দল শিক্ষক বেষ্টিত হয়ে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত আছেন।

আমরা যেতে যেতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলাম—শিক্ষকদের মধ্যে একতা গড়ে তোলার ও ভাব আদানপ্রদানের এই অত্যাশ্চর্য

সমালোচনা করার পদ্ধতি দেখে আমি সত্যিই স্তম্ভিত হয়ে গেছি। আরও বললাম—বোর্ড অব এডুকেশনের কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই এই সমালোচনার ধাক্কায় অভিভূত হয়ে পড়বে। অবিশ্যি আমি ইতি মধ্যে জেনেছি যে উন্নতিসাধনের প্রধান উপায় হল সমালোচনা কিন্তু এই রকম—

সমালোচনায় আপনার নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে, না? হাসতে হাসতে অধ্যক্ষ যোগ দিলেন।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি স্বীকার করলাম।

ভয় নেই। উন্নতি করবার এইই হল প্রকৃষ্ট পন্থা এবং এতে বিরক্ত বা মর্মাহত হবারও কোন কারণ নেই। এই সমালোচনা কোন ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করে করা হচ্ছে না। আপনার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা যদি ভালভাবে বিশ্লেষণ করে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন এটা হয়েছে আপনার সামাজিক শিক্ষার দোষে যা আপনার মধ্যে মিথ্যে অহংকারের সৃষ্টি করেছে। আসলে, সমালোচনা শুনে বিচলিত হবার কি আছে যদি তা বন্ধুচিত্তভাবে করা হয়? আর যদি আপনি মর্মাহতই হন তাহলে তার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্যে আপনি সাবধান হবেন। আপনি দেখবেন, আলোচনার শেষে বোর্ড অব এডুকেশনের কর্তৃপক্ষ এই সব সমালোচনাগুলিকে ঠিক তাদের উচিত মূল্যেই গ্রহণ করবেন।

অধ্যক্ষ ঠিক কথাই বলেছিলেন। আলোচনার শেষে বিবেচনা করে কতকগুলি সমালোচনা গ্রহণ করা হল। তার পর আগামী মেয়াদের কাজ সম্বন্ধে নিখুঁত কর্মসূচী হাজির করা হল। আমরা এই ধারণা নিয়ে বাড়ী ফিরে গেলাম যে আমাদের সময় অকারণে নষ্ট হয় নি।

সন্ধ্যের সময়ে শিক্ষকদের ক্লাবে যাবার জন্যে আমাদের টিকিট দেয়া

দেয়া হয়। এই 'শ্রেষ্ঠ মানুষ' পদবী পাবার যোগ্য হতে হলে সেই শিক্ষকের সমস্ত ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই। সেই বছরের মত তার পাঠ্যবিষয়ে কোন 'পুয়োর' মার্ক থাকা চাই না। শেষ পরীক্ষায় অধিকাংশ ছাত্রকেই "শ্রেষ্ঠ" মার্ক পেতে হবে। অল্প সংখ্যক ছাত্রের 'ফেয়ার' মার্ক পেলে কিছু এসে যায় না। এ ছাড়া সমস্ত মার্ক-বই, রেকর্ড, প্ল্যান ভাল অবস্থায় রাখা চাই এবং শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীকে ছাত্র-সমাজে খুব জনপ্রিয় ও অন্তরঙ্গ হওয়া চাই।

দ্বিতীয় বছরের শেষে দেখা গেল, আমাদের ফলাফল খুব ভাল হয়েছে। খুব সামান্য সংখ্যক ছাত্রই অকৃতকার্য হয়েছে এবং আমাদের বিশ্বাস তারা আগস্ট মাসের নতুন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। আমাদের সেরা শিক্ষকদের মধ্যে হলেন—ভূগোলের শিক্ষক কমরেড রজার্স, তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষক ও আমি। আমার ফলাফল সব চেয়ে ভাল হওয়ায় পুরস্কারের জন্যে আমার নাম মস্কো বোর্ড অব এডুকেশনে পাঠানো হয়। এবং বাকী দুজন স্কুল থেকেই পুরস্কৃত হন।

কয়েকদিন পরে অধ্যক্ষ, ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি ও আমি অপেরা হাউসের এক মহতী সভায় যাবার নিমন্ত্রণ পেলাম। লাল কাপড়ের ওপর শ্লোগান লিখে প্রেক্ষাগৃহ সাজানো হয়েছে—'আমাদের সেরা শিক্ষকদের অভিনন্দন'—'আমাদের স্টালিন দীর্ঘজীবী হউন' ইত্যাদি। একদল বাজিয়ে সুশ্রাব্য গৎ বাজাচ্ছিল। আমরা বেশ উত্তেজনার সঙ্গে নিজেদের সিটে এসে বসলাম।

সভার উদ্বোধন করলেন মস্কো বোর্ড অব এডুকেশনের সভাপতি। সংক্ষেপে তিনি সারা বছরের কাজকর্ম উল্লেখ করলেন এবং তার পর বললেন যে তাঁদের বোর্ড শহরের ষাটজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষককে বাছাই করেছে। ভাল কাজের জন্যে তাদের পুরস্কার দিয়ে অলংকৃত করা

হবে। তিনি শিক্ষক ও স্কুলের নাম পড়তে আরম্ভ করলেন। আমরা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম—এক একজন করে শিক্ষক মঞ্চের ওপর গিয়ে চামড়ার আবরণে মোড়া প্রশংসাপত্র ও পুরস্কার নিয়ে আসছেন। পুরস্কার দেয়া হচ্ছে নানাভাবে—যেমন, সোনার ঘড়ি, ফার্নিচার, বই বা পাঁচ শো রুবল।

হঠাৎ আমি লাফিয়ে উঠলাম। শুনলাম আমার নাম ডাকা হয়েছে। শুধু নামই নয়—স্কুলের নাম ও নম্বর দুইই। আমার বন্ধুরা আমাকে ধাক্কা মেরে সিট থেকে তুলে দিলেন। আমি স্বপ্নবিহ্বল হয়ে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হলাম। সমস্তটা আমার কাছে আকস্মিক বলে মনে হল। করমর্দন করে আমার হাতে দেয়া হল একটা বড় প্রশংসাপত্র, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ শো রুবল পুরস্কারও পেলাম।

আমার সিটে ফিরে যেতেই বন্ধুরা আমাকে হেসে অভিনন্দিত করলেন।

ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি আমাকে ফিসফিস্ করে বললেন—আমরা আপনাকে চমক লাগিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। আপনার নাম আমাদের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড অব এডুকেশন থেকেই সুপারিশ করা হয়েছিল। আমার সত্যিই খুব আনন্দ হচ্ছে কারণ আপনি সত্যিই এ সম্মান পাবার যোগ্য।

সোভিয়েট ইউনিয়নে থাকা কালে এই ঘটনার কয়েকটি মুহূর্ত আমার জীবনে রোমাঞ্চিত হয়ে আছে।

সভার শেষে শাইকভ্স্কির 'ম্যাজেপ্পা' নামে গীতিনাট্যের অভিনয় দেখানো হল। আমি বাড়ী ফিরলাম মাঝরাতের শেষে। আমার হাতের নীচে তখন প্রশংসাপত্রের চামড়ার বাক্স।

সমাজতান্ত্রিক চুক্তি করা হয়। শিক্ষকেরা এই মার্কগুলি ছাত্রদের ডাইরিতে এবং ক্লাশ পত্রিকায় লিখে দেন। এই ডাইরিতেই ছাত্রেরা তাদের বাড়ীর পড়া লেখে এবং তাদের ক্রমোন্নতির হিসেব লিপিবদ্ধ করে।

আমাদের স্কুল কর্মীদের মধ্যে কয়েকজন মার্ক দেয়া পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তাঁরা বিদেশের যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আসছিলেন সেখানে মার্ক দেয়া হয় না। সুতরাং তাঁদের মতে সোভিয়েট ইউনিয়নের মত অগ্রগামী দেশে এ পদ্ধতি থাকা উচিত নয়। তাঁরা প্রত্যেক ছাত্রের নিজ নিজ উন্নতি পৃথকভাবে বিবেচিত হওয়ার এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করতে পারছিলেন না। কিন্তু এই মার্কের সাহায্যেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের ওপর একটা আটক থাকে।

অবশেষে আমরা তাঁদের বোঝাতে পারলাম যে সোভিয়েট দেশে শিক্ষার এই অবস্থায় মার্ক দেয়ার পদ্ধতি অপরিহার্য। কিন্তু ক্লাশ পরিদর্শনে ফলাফল পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলাম—সবার মার্ক দেয়া সমান হচ্ছে না—কতক জায়গায় ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ্য মার্কের চেয়ে অল্প মার্ক দেয়া হচ্ছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শিক্ষয়িত্রী কমরেড এভমণ্ডস্‌কে দেখলাম এ ব্যাপারে খুব অনুগ্রহশীল। সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম তাঁর ক্লাশে শৃঙ্খলা অত্যন্ত খারাপ এবং ছাত্রদের জবাব দেয়ার মধ্যে তেমন কোন বুদ্ধির পরিচয় নেই।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে তখনও উদ্ভিদ্‌বিদ্যার পাঠে ছাত্রেরা প্রস্তুত না থাকায় আমি ক্লাশকে ছুটি না দিয়ে কমরেড এড্‌মণ্ডস্‌ ও ক্লাশ পরিদর্শককে সেখানে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানালাম।

সোজা প্রশ্ন করলাম—উদ্ভিদবিদ্যার ক্লাশের সময়ে তোমাদের শৃঙ্খলা মোটেই আশানুরূপ ছিল না এবং তাছাড়া তোমরা বাড়ী থেকে পড়া করে আনো নি। তানিয়া, তুমিই এই ক্লাশের সভানেত্রী, আগে

অভিযোগ জানালো যে এ পর্যন্ত তাদের রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা হয়নি, যার ফলে তারা কোন ওর‍্যাল মার্ক পায়নি। মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় এগিয়ে আসায় তারা রীতিমত চিন্তিত হয়ে উঠেছে। তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল এ বিষয়ে তারা সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ ফলাফল উপস্থিত করবে। সচরাচর শিক্ষকেরা ছাত্রদের সমাজতান্ত্রিক চুক্তিতে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে থাকেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে দুই প্রতিযোগীকেই তারা প্রশ্নের জবাব দেয়ার সুযোগ দিয়ে থাকেন কিন্তু কমরেড গ্র্যাণ্ট সোভিয়েট ইউনিয়নে দীর্ঘ দিন না থাকার ফলে এখানকার শিক্ষাজীবনের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হতে পারেন নি।

আমি তার সঙ্গে কথা বলাতে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি বাকী পাঠগুলির অর্ধেক ছাত্রদের জ্ঞান পরীক্ষায় নিয়োজিত করবেন। তাঁকে বললাম—প্রত্যেক মেয়াদে ছাত্রদের অন্তত দুটো করে ওর‍্যাল মার্ক পাওয়া উচিত। তাছাড়া লিখিত পরীক্ষার জন্যে আরও একটা বা দুটো মার্ক তাদের প্রাপ্য এবং সন্দেহস্থলে আরও একটা অতিরিক্ত ওর‍্যাল মার্ক। দুর্ভাগ্যবশত কমরেড গ্র্যাণ্ট আমার নির্দেশ মত না চলায়, স্কুল-কর্মীদের দেয়ালপত্রিকায় আমি তাঁর সমালোচনা করতে বাধ্য হলাম। এর পরে কর্মীদের পরবর্তী সভায় এ বিষয়ে আলোচনা হল এবং কমরেড গ্র্যাণ্ট স্বীকার করলেন যে ছাত্রদের প্রতি তিনি উচিত ব্যবহার করছেন না এবং তাঁর বর্তমান পদ্ধতি বদল করতে হবে। তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন হল কিন্তু তা প্রধানত আমার ও অধ্যক্ষের নিয়মিত কড়া পরিদর্শনের ফলে।

বোর্ড অব এডুকেশনের কাছে আমাদের স্কুল-রিপোর্টে আমরা কমরেড গ্র্যাণ্টকে নিয়ে আমাদের অসুবিধের কথা উল্লেখ করলাম এবং গ্রীষ্মের শেষে তাঁকে পরিবর্তন করার অনুমতি চেয়ে আবেদন জানালাম। উত্তরে

আমাদের বলা হল যে যদি সম্ভব হয় তাহলে আমরা যেন তাঁকে কাজের উপযুক্ত করে নিই কারণ গুরুতর কারণ ছাড়া কাউকে ছাড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়। এবং যদি তা করা সম্ভব না হয় তাহলে আমরা যেন তাঁকে অন্য উপযোগী কাজ গ্রহণ করতে বলি।

বছরের শেষে কমরেড গ্র্যাণ্ট নিজের ইচ্ছেতেই রিসার্চ করার জন্যে তাঁর কাজ থেকে বিদায় নিলেন। পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর জ্ঞান থাকায় আমি তাঁকে রিসার্চ করতে উপদেশ দিলাম কারণ ছেলেদের শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে তাঁর তেমন ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়নি।

তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীতে কমরেড ব্রাউনকে পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হল। এ সময়ে আমাদের শিক্ষকের একান্ত অভাব। তিনি আমেরিকায় প্রগতিশীল স্কুলে পড়িয়েছিলেন সুতরাং তিনি বললেন, তিনি যে কোন ক্লাশে পড়াতে পারবেন। তাঁকে সাধারণ এক মাসের পরীক্ষায় রাখা হল।

তিনি দশ দিন শিক্ষকতা করা কালে চতুর্থ শ্রেণী থেকে দুজন ছাত্র আমার কাছে এসে বলল—কমরেড, আপনি কি আমাদের ক্লাশ সভায় আসবেন? সভাটা জরুরী এবং গোপনীয়।

অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে ক্লাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কী ব্যাপার?

সভাপতি বলল—আপনাকে এই কথা বলবার জন্যে ডেকেছি যে পদার্থবিজ্ঞানের আমরা কিছুই শিখছি না। যখন আমাদের মাছ সম্বন্ধে জানা উচিত তখন আমরা বসে বসে কেবল মাছের নক্সা আঁকছি। আমরা অনায়াসে বাড়ীতে বসে নক্সা আঁকতে পারি। এবং ক্লাশে এসে তার গঠন-প্রণালী ও আকৃতি সম্বন্ধে শিখতে পারি। আমরা পাঠ্য-পুস্তক থেকেই এ সব বিষয়ে জেনেছি কিন্তু কমরেড ব্রাউন বলেন—আমাদের বই নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমাদের মনে হয়

ব্যাপারেও অখণ্ড স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, সেই দেশের শিক্ষকেরা সোভিয়েট রাষ্ট্র তাদের ওপর কি দাবী করে তা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারে না। তবুও কমরেড ব্রাউনকে তাঁর নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হতে এবং সেই মত অগ্রসর হতে অনুরোধ জানালাম।

কমরেড ব্রাউন কিন্তু সেইভাবে চলতে পারলেন না। তাঁর পদার্থ-বিজ্ঞানের পাঠে নকসা আঁকা, ইতিহাস, যখন যা তাঁর খেয়ালে আসে তা পড়াবার লোভ সম্বরণ করতে তিনি পারেন না। সুতরাং এক মাসের পরীক্ষার শেষে তাঁকে বিদায় দিতে হল। তাঁর চলে যাবার পর ছাত্রেরা যা জানতে চাইছিল তাই জানতে পারলো—মাছের আকৃতি ও তার ভেতরকার গঠনপ্রণালী। এবং বাড়ী থেকে ভাল ভাল নক্সা করে আনতে লাগলো।

আমি সাধারণত প্রত্যেক স্কুল-সোভিয়েট ও কাউন্সিলের সভায় যেতাম কিন্তু একদিন কোন কাজে ব্যস্ত থাকায় পৌছতে দেরী হল। দেখলাম, অধ্যক্ষ ও পাঁচজন কাউন্সিল সভ্য ভূগোল ও ইতিহাসের শিক্ষকের বিরুদ্ধে সপ্তম শ্রেণীর অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করছেন। অভিযোগ হল, শিক্ষক নাকি অনেক বেশী বাড়ীর পড়া দেন এবং তাছাড়া কতকগুলি পাঠ তাদের বুদ্ধির অগম্য। আমি অভিযোগ গ্রহণ করতে পারলাম না। প্রস্তাব করলাম, অভিযোগকারীদের ও অভিযুক্ত শিক্ষককে ডাকা হোক। কমরেড রজার্সের সঙ্গে সপ্তম শ্রেণীর চারজন দুর্বল ছাত্র এসে উপস্থিত হল।

আমি তাদের বললাম যে আমি অনেকবার কমরেড রজার্সের পড়ানো দেখেছি। তা কখনও ক্লাশের অধিকাংশ ছাত্রের কাছে দুর্বোধ্য হওয়া উচিত নয়। অবিশ্যি ভূগোল একটু দুরূহ বিষয় এবং সে জন্যে ক্লাশে ও বাড়ীতে সে বিষয়ে বেশী মনোযোগ দেয়া উচিত। এটা খুব সুখের

পরীক্ষা

অধিকাংশ দেশে ছাত্রজীবনের সবচেয়ে কঠিনতম সমস্যা হল তার পরীক্ষার সময়। আমার মনে হয়, শিক্ষা জগতে এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে কিন্তু সমস্যার কোন সন্তোষজনক সমাধানে পৌছনো সম্ভব হয় নি। সোভিয়েট ইউনিয়নে চতুর্থ শ্রেণী থেকে টেস্ট আরম্ভ হয়। এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য হল ছাত্রদের জ্ঞান-নিয়ন্ত্রণ করা এবং শিক্ষকেরা ঠিক ভাবে পাঠ্যবিষয় তাদের কাছে উপস্থিত করতে পেরেছেন কি না তা যাচাই করা। এই পরীক্ষার ফলাফলের ওপর আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজন বোধে আগামী বছরের শিক্ষাপদ্ধতি সংশোধন করা হয়।

ছাত্রদের কোন অসঙ্গত প্রশ্ন করা হয় না। ক্লাশের পাঠ্যবিষয়ের ওপরই সমস্ত প্রশ্নাবলী গঠন করা হয়। বছরের শেষে প্রত্যেক শিক্ষক বারো মাসের শিক্ষকতার বিস্তৃত পর্যালোচনা করেন এবং যদি দেখা যায় যে কোন সিলেবাস্ ঠিকমত পড়ানো হয় নি, পরীক্ষার প্রশ্ন থেকে তা বাদ দেয়া হয়। পরীক্ষার প্রশ্নগুলি মৌখিক কিন্তু গণিত ও ভাষাবিদ্যার বেলায় প্রশ্নের জবাব লিখিতভাবেও দেয়া চলে।

বছরের সমস্ত বিষয়ের সিলেবাস্ পরীক্ষার সময়ে নানা ভাগে ভাগ করে ফেলা হয় এবং তারপর টাইপ করে ক্লাশঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে দেয়া হয় যাতে ছাত্রেরা তাদের কি কি জবাব দিতে হতে পারে তা অনুমান করতে পারে। টেস্টের দিন সিলেবাসের এক একটি প্রসঙ্গ আলাদা আলাদাভাবে কাগজের টুকরোতে ছাপানো হয় এবং ছাত্রেরা পরীক্ষা দেয়ার সময়ে কাগজের টুকরোটি হাতে নিয়ে উত্তর দিতে অগ্রসর হয়।

যে শিক্ষকের যে বিষয় তিনি সেই বিষয়েই পরীক্ষা পরিচালনা করেন কিন্তু সাধারণত দুজন সহযোগী তাঁকে সাহায্য করে—একজন অনুরূপ ক্লাশের শিক্ষক, আরএকজন স্কুল পরিচালনা বিভাগের সভ্য যেমন অধ্যক্ষ বা পরিদর্শক বা স্থানীয় শিক্ষা-বোর্ডের কোন সভ্য। এক একদিন এক একটি বিষয়ের পরীক্ষা নেয়া হয় এবং মৌখিক পরীক্ষাগুলি এমন ভাবে ব্যবস্থাপিত হয় যাতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট অন্তর বিশ্রামের সময় পাওয়া যায়।

ক্লাশ-পরামর্শদাত্রী হিসেবে আমি ছাত্রদের বাৎসরিক পরীক্ষার প্রস্তুতির সময়ে বিশেষ আগ্রহ নিতাম। আমি তাদের সময় থাকতে পরামর্শ দিতাম যাতে তারা ক্লাশে অনুপস্থিত থাকা কালে যে সব পাঠ অপঠিত থেকে গেছে এবং যে সমস্ত বিষয়ে তারা কাঁচা আছে সেগুলি স্কুলের পর শিক্ষকদের সাহায্যে প্রস্তুত করে নিতে পারে। ক্লাশঘরে নোটিশ বোর্ডে সিলেবাস্ টাঙানো হলে পর আমি ছাত্রদের সামনে সেগুলি পড়তাম এবং তাদের দুর্বলতা কোথায় তা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করতাম এবং দরকার হলে শিক্ষকদের নিয়ে তাদের সাহায্য করতাম।

ভাল ছাত্র-ছাত্রীরা টেস্টের জন্যে কি ভাবে প্রস্তুতি করেছে তা তারা ক্লাশ-সভায় বিবৃত করে এবং দুর্বল ছাত্র ছাত্রীরাও কি ভাবে প্রস্তুত হচ্ছে তারও রিপোর্ট তারা সেখানে দেয়। এই ভাবে সমস্ত ক্লাশ ধীর ও স্থিরভাবে পরীক্ষার জন্যে অগ্রসর হয়। আমি পরে বলবো—কি ভাবে এই পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে শুধু তাদের জ্ঞানার্জনের ক্ষমতাই পরিস্ফুট হয় না—সারা বছর ধরে তারা কি ভাবে কাজ করেছে তাও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারা জানে পরীক্ষার ফলাফলের ওপরই তাদের প্রোমোশন নির্ভর করছে না—প্রোমোশন নির্ভর করছে সমস্ত বছরের রেকর্ডের ওপর।

তারপর তিনি তিনজন পরীক্ষার্থীকে ডাকলেন। তারা প্রশ্নাবলীর কাগজ নিয়ে ডেস্কের সামনে বসে যে যার নোট লিখতে লাগল। তারা মডেলগুলি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। কমরেড এড্‌মণ্ডস্ ইচ্ছে করেই গোড়ায় তিনজন ভাল ছাত্রকে ডাকলেন যাতে সমস্ত ক্লাশের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়।

প্রথম দল যেমনি উত্তর দিতে এগিয়ে এল, দ্বিতীয় দল এসে প্রস্তুতির দিকে মন দিল।

আমার মূল বিষয় হল মাছের বাহ্যিক আকৃতি ও আভ্যন্তরিক গঠন। প্রথমে আমি বাহ্যিক আকৃতি সম্বন্ধে বলবো যেমন তার ডানা আঁশ ও পাঁশের গঠন বৈচিত্র্য। বলেই রদরিক মডেলের সাহায্যে উক্ত বিষয়ের ওপর হৃদয়গ্রাহী উত্তর দিয়ে গেল।

বিনা দ্বিধায় আমি তাকে 'শ্রেষ্ঠ' মার্ক দিলাম। রদরিক ঘরের পিছনে গিয়ে বসলো। তার উত্তর দেয়ার ভঙ্গী থেকে বুঝতে পারলাম যে বিষয়ের ওপর তার পুরো দখল রয়েছে যার ফলে সে নিজেকে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করতে পেরেছে।

এইভাবে অধিকাংশ পরীক্ষার্থীই সন্তোষজনক উত্তর দিল। একটি মেয়ে উত্তর দিতে এসে ভীত হয়ে পড়ায় কমরেড এড্‌মণ্ডস্ তাকে বসতে বললেন—তুমি আরও দু-একবার ভেবেচিন্তে নাও—আমি শিগগিরই তোমাকে ডাকবো। পরে যখন মেয়েটি উঠলো তখন সে প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রশ্নের জবাব দিল। আরেকটি ছেলে—পরীক্ষার মূল বিষয় সম্বন্ধে তার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। মেয়েটির মতন সুযোগ পাওয়ায় সেও ভাল ভাবে পরীক্ষা দিল। কমরেড এড্‌মণ্ডস্ নির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া তাকে আরও কয়েকটা অতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। জানা গেল, ছেলেটি কেবল মাত্র একটি জায়গায় একটু দুর্বল। এই কারণে আমি তাকে 'ভাল' মার্ক

পারেন। তারা যদি অতিরিক্ত মন্তব্য করতে চান বা শিক্ষকদের কাছ থেকে কোন খবর জানতে চান সেইজন্যে ডাইরিতে একটা নির্দিষ্ট জায়গা খালি রাখা থাকে। এর ফলে বাপ মা জানতে পারেন যে বাড়ীতে তাঁদের ছেলেমেয়ের কি পড়া উচিত এবং কি রকম মার্ক সে পেয়েছে। যদি কোন বাপ-মা ডাইরিতে সই না করেন তাহলে শিক্ষক টেলিফোন যোগে বা চিঠি লিখে তাদের কর্তব্যপালনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। সোভিয়েটের শিক্ষকেরা ক্লাশঘরে বাপ-মাদের দেখতে মোটেই অনভ্যস্ত নন। প্রায়ই তারা ক্লাশ চলার সময়ে ঘরের পেছনে এসে সমস্ত জিনিস লক্ষ্য করেন এবং স্কুলের পরে শিক্ষকেরা তাদের সঙ্গে পাঠ নিয়ে আলোচনা করেন। বাপ-মারা বলেন—বাড়ীতে তাঁদের ছেলে বা মেয়ের পড়তে কি সুবিধে অসুবিধে হয়, এবং তাছাড়া পড়ানোর পদ্ধতি সম্বন্ধে নিজেদের পরামর্শ দেন। ফলে শিক্ষকেরাও যথেষ্ট লাভবান হন। ক্লাশের প্রত্যেকটি ছাত্রের বাড়ীর পরিবেশ সম্বন্ধে ক্লাশ পরামর্শদাত্রীর অবগত হওয়া কর্তব্য। এবং সে কর্তব্যপালনের জন্যে মাঝে মাঝে তাঁর বাড়ীতে যাওয়া দরকার। সময়ে সময়ে বিরক্তিকর হলেও, দেখলাম আমার কাজের এই অংশ কিন্তু সত্যিই খুব চিত্তাকর্ষক। কারণ এর মধ্যে দিয়ে সোভিয়েট শ্রমিকদের পরিবার-জীবন সম্বন্ধে সত্যিকার পরিচয় পাবার সুযোগ পেলাম।

আমি যেখানেই যেতাম সেখানেই আদর অভ্যর্থনা পেতাম এবং ছেলেমেয়েরাও চাইতো আমি তাদের বাড়ী যাই যদিও তাদের অজানা ছিল না যে আমি বাপ-মাদের কাছে তাদের বা বাপ-মাদের সমালোচনা করবো। অনেকগুলি বাড়ী যাওয়ার পর বুঝতে পারলাম যে বাপ-মাদের সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকা কালে ছেলেমেয়ে মানুষ করা নেহাৎ সহজ ব্যাপার নয়। একমাত্র সযত্ন শৃঙ্খলার ফলেই তাদের দেখাশোনা করা

এবং অবসর সময়ে তাদের পড়াশোনা তদারক করা বাপ-মার পক্ষে সম্ভব। সুতরাং ছাত্র ছাত্রীদের নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয় বাদে স্কুলে, জেলা টেকনিক্যাল বা শিল্প-কেন্দ্রে বা তাদের নিজেদের বাড়ীর রেড্ কর্ণারএ (ক্লাব-ঘর) অন্যান্য কাজকর্মে নিযুক্ত রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

আমাদের শিক্ষার্থীদের বাপ-মারা মস্কো শহরের বিভিন্ন অংশে বাস করার ফলে (এর কারণ আমাদের স্কুলই ইংরেজী ভাষার একমাত্র স্কুল) তাদের সকলের সঙ্গে দেখা করা আমার মতন ব্যস্ত লোকের পক্ষে রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। সে কারণে ক্লাশের সব চেয়ে দুরূহ ছেলে-মেয়েদের বাপ-মার সঙ্গে সর্বপ্রথমে দেখা করবো স্থির করলাম। জিমি আমাকে ভীষণ বিরক্ত করেছিল, সুতরাং তার ওখানে প্রথমে যাওয়া দরকার। তার বাপ-মার সঙ্গে কোন্ দিন দেখা করার সুবিধে হবে জিজ্ঞেস করে চিঠি দিলাম। তারিখ জানিয়ে তাঁদের কাছ থেকে জবাব এল। বিশেষ করে জিমির বাবা আমাকে সন্ধ্যের সময়ে যেতে লিখলেন কারণ তিনি তার আগে বাড়ী ফেরেন না।

জিমির কাছে তাদের বাড়ীর ঠিকানা জেনে নিয়ে আমি আটটার সময়ে গিয়ে সমস্ত পরিবারকে বাড়ীতেই পেলাম। টেবিলের ওপর চায়ের জল গরম হচ্ছিল—মনে হল যেন আমার যাওয়া উপলক্ষে। আমি বসা মাত্র আমাকে চা, রুটি, মাখন, জ্যাম, মিষ্টি, বিস্কুট প্রভৃতি খেতে দেয়া হল। এই যত্নের আতিশয্যে নিজেকে লজ্জিত মনে করলাম।

জিমিদের বাড়ী হল পুরোনো কাঠের তৈরী বাড়ী—প্রাক্-বিপ্লব যুগের অবশিষ্টাংশ। দুটো ছোট ছোট কাঠের ঘর। রান্নাঘর একটা—তাও অন্য একটা পরিবারের সঙ্গে ভাগে ব্যবহার করতে হয়।

এই গ্রীষ্মকালেই নতুন বাড়ীতে আমাদের একটা ফ্ল্যাট দেয়া হচ্ছে, জিমির বাবা বললেন।—তখন কিন্তু আমাদের ওখানে আসতে ভুলবেন

সে বাড়ীতে কতক্ষণ পড়বে এবং রাতে কখন শোবে তার সময়ও ঠিক করে দিলাম। জিমিকে বললাম সে যেন প্রত্যেক দিন অন্তত আধ ঘণ্টা করে রাশিয়ান বা ইংরেজী বই পড়ে। সে দু সপ্তাহের জন্যে এই রুটিন মত চলতে রাজী হল—কি ভাবে কার্যকরী হয় তা পরীক্ষা করবার জন্যে। জিমির মা কাজে যান না। সুতরাং তিনি প্রতি সপ্তাহে স্কুলে এসে ছেলের উন্নতির রিপোর্ট দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারপর জিমি শুতে গেল। আমরা বসে বসে পড়াশোনার প্রতি তার আগ্রহ কি করে বাড়ানো যায় তাই আলোচনা করতে লাগলাম। আমি বললাম তার বাবা যদি জিমিকে খেলাধুলো ও ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে কিছু বই কিনে দেন তাহলে তার পড়ার আগ্রহ বাড়বে। এবং চিলড্রেন পাবলিশিং হাউসের কতকগুলো মনোগ্রাহী বইও কিনে দিলে ভাল হয়।

জিমির বাবা তাঁর নিজের মোটরে আমাকে মস্কোর নতুন বড় রাস্তা ঘুরিয়ে বাড়ীতে পৌছে দিলেন। এই গাড়ী তিনি আমেরিকা থেকে এনেছেন। তিনি বললেন—শিগগিরই আমি এটা নতুন "এম ওয়ান" গাড়ীর সঙ্গে বদল করে নেব। এবং মস্কোর রাস্তায়ও পৃথিবীর সেরা মোটরগাড়ী শিগ্‌গির চলতে শুরু করবে। অপেক্ষা করুন, কিছু দিনেই স্টালিন অটো ওয়ার্কসের তৈরী "ZIS 101" মডেলের নতুন মোটর রাস্তায় দেখা দেবে। তিনি আমাকে দরজা পর্যন্ত পৌছে দিলেন।

তাঁর আতিথ্য ও বাড়ীতে পৌছে দেবার জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে আমি তাঁকে বললাম—ভুলবেন না বর্তমানে জিমিকে দেখা শোনা করা হল আপনার একটা জরুরী কাজ।

আচ্ছা। আমরা সাধ্যমত করবো। আপনি কিন্তু আবার আসবেন। বলতে বলতে তিনি চলে গেলেন।

একজন ছেলে তার মাকে প্রতিদিন কাজ থেকে ফেরবার পর উত্যক্ত করতে লাগলো। প্রতিদিন সেই একই প্রশ্ন—তুমি কি শকওয়ার্কার হয়েছো? হতাশ হয়ে তিনি টেলিফোন যোগে আমার কাছে সাহায্য চাইলেন। ছেলেটিকে আমার বুঝিয়ে শান্ত করতে কিছুদিন সময় লাগলো—যে তার মা আপ্রাণ পরিশ্রম করছেন এবং পুরস্কারের জন্যে তাঁকে আগামী পয়লা মে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অবশেষে ছেলেটির মা পুরস্কৃত হলেন। কিন্তু এ কথা কেউই জানলো না—যে তিনি স্বেচ্ছায় ভাল কর্মী হয়েছেন না তাঁর ছেলে তাকে আগ্রহশীল করে তুলেছে।

কস্টেয়ার বয়স দশ বছর। তার বাপ ভয়ানক রাগী লোক। একে সে নিজে একজন দুরন্ত ছেলে তার ওপর তার বাবার স্নায়বিক দুর্বলতা। কাজেই গোলযোগ তিনি সহ্য করতে পারেন না।

একদিন স্কুলে এসে কস্টেয়া বলল যে তার বাবা গতকাল সন্ধ্যেবেলা তাকে মেরেছেন। সুতরাং সে পুলিশে খবর দিতে যাচ্ছে। এবং সত্যি সত্যিই স্কুলের ছুটির পর সে আরও দুজন ছেলেকে নিয়ে পুলিশের কাছে গিয়ে তার বাবার নামে অভিযোগ জানালো এবং অনুসন্ধানের জন্যে অনুরোধ করল।

পরের দিন কস্টেয়ার বাবা বাড়ীতে পুলিশকে আসতে দেখে রীতিমত বিস্মিত হলেন। পুলিশ তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা বলল। কস্টেয়ার বাবাকে একজন শিক্ষিত লোক দেখে সে আশ্চর্য হল। সে মনে করেছিল—যে বাবা ছেলেকে মারে সে নিশ্চয়ই অশিক্ষিত বা মাতাল। কস্টেয়ার বাবা বললেন যে ছেলেকে মারা তার অভ্যাস নয়। সেদিন তাঁর ভয়ানক মাথা ধরেছিল সেজন্যে তিনি চেঁচামেচি সহ্য করতে পারছিলেন না। ছেলেকে অনেকবার চুপ করতে বা বাইরে গিয়ে খেলা করতে বলেছিলেন। কস্টেয়া কথা না শোনায় তিনি তাকে চড় মারেন।

জীবনে এই প্রথম তিনি কস্টেয়ার গায়ে হাত দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর রাগ করা অন্যায় নয়।

পুলিশ কর্মচারী বললেন যে তিনি সাধারণ নিয়ম অনুসারে এক মাসের মধ্যে আবার খোঁজ নিতে আসবেন তবে তিনি বিশ্বাস করেন যে এর পুনরাবৃত্তি হবে না। কস্টেয়াকে ডাকা হল। সে স্বীকার করল যে জীবনে এই প্রথমবার তার বাবা তাকে মেরেছেন।

কিন্তু, কস্টেয়া বলল—আইন অনুসারে বাবা-মা ছেলের গায়ে হাত দিতে পারেন না। সোভিয়েটের ব্যবহারজীবী হিসেবে এ আইন আমার বাবার জানা উচিত!

মস্কোর প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের লক্ষ্য হল সেণ্ট্রাল হাউস অব পায়োনিয়ার্স এর (একে প্যালেস অব পায়োনিয়ার্স'ও বলা হয়) কোন চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকা। যারা এর সঙ্গে যুক্ত থাকে তারা রঙ্গমঞ্চ, গ্রন্থাগার ও পাঠ-গৃহে বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার পায়। হলটির স্থান সীমাবদ্ধ হওয়ায় মস্কোর হাজার হাজার কিশোরদের মধ্যে নির্দিষ্টসংখ্যক মাত্র প্রবেশের সুযোগ পায়। সেকারণে এখানকার প্রবেশাধিকার পাওয়া অনেকটা প্রতিযোগিতামূলক। যে সব পায়োনিয়ররা খুব উচ্চতা অর্জন করতে পেরেছে এবং যারা ভাল সামাজিক কর্মী তারাই প্যালেস অব পায়োনিয়র্সে প্রবেশপত্র পায়।

আসলে ছেলেমেয়েদের কাছে প্যালেস অব পায়োনিয়ার্স হল স্বপ্নপুরী। বাইরে থেকে বাড়ীর দেয়াল আর চুড়োগুলি ধূসর রঙের দেখতে—ঠিক যেন মধ্যকালের রাজপ্রাসাদের মত। কিন্তু ভেতর থেকে আধুনিকতার চূড়ান্ত। শিল্প, নাটক, সাহিত্য, আলোকচিত্র, ফিল্ম্ তোলা থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ও বৈজ্ঞানিক রিসার্চ,—ছেলেমেয়েদের সমস্ত ইচ্ছে ও স্বপ্ন পূরণের সুবিধেই এখানে রয়েছে। এখানে একটি নাট্যশালাও আছে যেখানে নিয়মিতভাবে অভিনয় হয় এবং যেখানে ছেলেমেয়েরা নিজেরাও অভিনয় করে। তাছাড়া এখানে সোভিয়েট ইউনিয়নের সেরা নায়কেরাও আসেন—যেমন বিমানচালক, আবিষ্কারক, লেখক, কবি, শিল্পী ও গায়ক। তাঁরা এসে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলেন, পড়াশোনা করেন, খেলা করেন। এবং প্রত্যেক জিনিসের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি তাদের অগাধ ভালবাসা জাগাতে চেষ্টা করেন।

আন্তর্জাতিক সান্ধ্য উৎসব উপলক্ষে প্যালেস অব পায়োনিয়ার্সের নাট্যশালায় আমাদের স্কুলের গায়কদের একবার ডাকা হয়। তাদের বলা হয় ইংরেজী ও আমেরিকান লোকসংগীত শোনাবার জন্যে।

ছেলেমেয়েরা অবিশ্যি তাদের চোদ্দ বছর পুরো না হওয়া সত্ত্বেও দুপুরের শোয়ে বিশেষ ছবি দেখতে যায়।

বেতারে নানান্ বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্যে ভাল অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। দিনে দুটো করে ঘোষণা থাকে—একটা ছোট ছেলেদের জন্যে ও অন্যটা বড় ছেলেদের জন্যে। এই ঘোষণার ভেতর দিয়ে তাদের বিভিন্ন দেশের গল্প বলা হয় যেমন রবিন হুড, ব্রায়ার র‍্যাবিট, এণ্ডারসনের রূপকথার গল্প এবং অন্যান্য বিখ্যাত গল্প যা পৃথিবীব্যাপী শিশুদের কাছে জনপ্রিয়। তাছাড়া তাদের সোভিয়েট ইউনিয়নের বীরদের কীর্তিবহুল জীবনী বলা হয়, যেমন প্যাপানিন ও তিন সঙ্গী (এমন কি তাদের কুকুরের কথাও বাদ দেয়া হয় না), উড়োজাহাজ-চালিয়ে, সীমান্তরক্ষী, বয়নশিল্পী ভিনোগ্রাডোভা, স্টাখানোভ প্রভৃতি। তাদের জীবনবৃত্তান্ত এমন সরল ও সহজভাবে বলা হয় যাতে শ্রোতারা তাদের কীর্তির কথা শুনে কর্মনিষ্ঠায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। পায়োনিয়র সংঘ বিজ্ঞান ও প্রকৃতি জগতে সোভিয়েটের নতুন অভিযান ও সাফল্যের খবর বেতারে ঘোষণা করে। এইভাবে সোভিয়েটের ছেলেমেয়েদের পিতৃভূমির ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। তাদের শিক্ষা দেয়া হয় যে, এর উন্নতিসাধন ও রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। তাছাড়া নাটক ও নানান্ বিচিত্র অনুষ্ঠানের সাহায্যে তাদের ভেতর পৃথিবীব্যাপী কিশোর সমাজের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ জাগানো হয়। আমাদের স্কুলের শিক্ষার্থীরাও কয়েকবার আন্তর্জাতিক ঘোষণায় যোগদান করেছে। তারা রুশীয় হয়েও জার্মান, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা বা আবৃত্তি করেছে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতির ছেলেমেয়েরাও সেখানে নিজেদের ভাষায় প্রতিনিধিত্ব পেয়েছে।

বেতারের শিশুবিভাগ সোভিয়েট ইউনিয়নের সমস্ত শ্রোতাদের সঙ্গে

ইউনিয়নের সমস্ত জাতির একতার মধ্যে।

পায়োনিয়র টুপরাও প্রায়ই এই ধরনের সান্ধ্য উৎসবের আয়োজন করে যেখানে আগুনের চারপাশে বসে নানান্ প্রসঙ্গের ওপর আলোচনা হয়। আমার একদিনের মজার কথা মনে আছে। সেদিন পনের বছর বয়স্ক ছেলেমেয়েরা "বন্ধুতা"র ওপর আলোচনা করছিল। দেখলাম, আমার মত তারাও অনুভব করছে যে এই আধা অন্ধকার আবহাওয়া তাদের পরস্পরের বিশ্বাস ও ভাব আদানপ্রদানের পক্ষে সহায়ক। দুটি মানুষের মধ্যে (তারা দুজন পুরুষই হোক বা স্ত্রী-পুরুষই হোক) বন্ধুতার প্রশ্ন নিয়ে সকলে খুব যত্নের সঙ্গে আলোচনা করল। শেষে তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে এই দুটি বন্ধুভাবাপন্ন মানুষ যদি সমাজের সমবায় থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র করে রাখে তাহলে সে বন্ধুত্ব সত্যিকারের হয় না। সে বন্ধুত্ব তাদের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু এই দুটি মানুষ যদি সমবায় সম্বন্ধে আগ্রহশীল হয় এবং তাদের বন্ধুতা সমাজসেবায় নিয়োগ করে তাহলে সে বন্ধুতা হল সত্যিকার ও খাঁটি।

তারপর শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে বন্ধুতার কথা উঠল। সম্প্রতি কয়েকটি ছেলে বিদেশ থেকে এসেছিল। সেখানে তারা মাস্টারদের কাছে প্রহৃত হত। যে শিক্ষক তাদের ওপর শারীরিক অত্যাচার করে তার সম্পর্কে তাদের কি মনোভাব সে কথা তারা জানালো। একজন ছাত্র শারীরিক শাস্তি সমর্থন করতে গিয়ে অন্যান্য কমরেডের কাছে হাস্যাস্পদ হল। কয়েকজন বলল কি ভাবে ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের মেয়েদের স্কুলে 'পক্ষপাতিত্ব ও প্রেম' হয়ে থাকে। সবাই একমত হল যে একমাত্র সোভিয়েট স্কুলে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সত্যিকার বন্ধুতা সম্ভব। এটা বিচিত্র নয় অত্যন্ত স্বাভাবিক।

আলোচনা প্রসঙ্গে আর একটি মনোগ্রাহী প্রশ্ন উঠল—বন্ধু বা বান্ধবী

প্রত্যেক বিষয়ে বন্ধুভাবাপন্ন হতে পারে। এখন আলো জ্বালা হোক। তার পর খাওয়াদাওয়ার পর একটু নাচগান করলে কেমন হয়?

মস্কোর কিশোরদের নাট্যশালা সম্বন্ধে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। কিন্তু আমি আমাদের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে দু-একবার নাট্য-শালা পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। আমার অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণ হবে যে এই নাটকাভিনয় ছোটদের জীবনে কী বৃহৎ অংশই না জুড়ে আছে। কিশোরদের নাট্যশালা তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। তারা সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে পরিচিত। রঙ্গমঞ্চের কোন অনুষ্ঠান-সূচিই তাদের অজানা নয়। তাদের মধ্যে অনেকে একটা অভিনয় কয়েকবার করে দেখে।

আমার ক্লাশের ছেলেমেয়েরা প্রায়ই একলা বা দলবেঁধে নাটক দেখতে যেত। যার হাতে টিকিট কেনা এবং দল পরিচালনার ভার সে-ই অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে তা সম্পন্ন করত। ক্লাশের প্রত্যেকের মত নিয়ে কোন্ নাটক দেখতে যাওয়া হবে তা স্থির করতো। একবার আমরা দলবেঁধে থিয়েটার অব দি ইয়ং স্পেকটেটরএ—'ব্যায়ামগীর' নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। নাটকটির বিষয়বস্তু হল জারের আমলের স্কুল জীবন এবং সামান্য বিপ্লবমুখী ছাত্রদের প্রতি তখনকার কর্তৃপক্ষের মনোভাব। নাটকটি অত্যন্ত ভালভাবে অভিনীত হয় এবং তার গভীর প্রতিক্রিয়া দর্শকদের মনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ঘরভর্তি দর্শক ও নাটক—দুইই দেখে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। আমি আমার ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বসেছিলাম। তখন আমি পড়াতাম সপ্তম শ্রেণীতে। আমার একদিকে একটি আমেরিকান মেয়ে, সে নাটকের হাস্যরসাত্মক কথোপকথন হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিল না। কিন্তু তার পাশের একটি ছেলে বিরাম হলে জরুরী ব্যাপারগুলি অনুবাদ করে

দেখা গেল যে নায়ক তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গাছের কাছে যাচ্ছে তখন দর্শকদের মধ্যে থেকে সবাই এক সঙ্গে চীৎকার করে উঠল 'না ওকে চাবি দিও না—ওকে চাবি দিও না'। নায়ক তাদের উপদেশ গ্রহণ করা মাত্র তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে যে যার আসনে বসে পড়ল। আবার যখন কারাকাস-বারাকাস নামক শয়তানটি চাবির ব্যবহার সম্পর্কে উপদেশ চাওয়ায় নায়ক গাছের দিকে অগ্রসর হল—তখন দ্বিতীয় বার তারা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে একস্বরে বলে উঠল 'যেও না। ওর কাছে যেও না'। নায়ক তাদের কথা পালন করায় তারা আনন্দে হাত-তালি দিয়ে উঠল। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নাটকটি তাদের মন জুড়ে ছিল। যাবার সময়ে দেখা গেল তাদের মুখে সন্তোষের হাসি।

বিরামকালে আমি অনেক ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। দেখলাম তাদের অধিকাংশই নাটকটি কয়েকবার দেখেছে এবং গল্পের আকারেও পড়েছে। এমন কি কেউ কেউ তাদের বাপ-মার ক্লাবের কিশোর-বিভাগে এই নাটকে অভিনয় পর্যন্ত করেছে। নাটকটি তাদের মনে মনে মুখস্থ হয়ে গেছে তবুও তারা অদম্য উৎসাহ নিয়ে নাটক দেখতে এসেছে—যেন প্রথমবার দেখছে।

কিশোরদের রঙ্গালয়ের রেস্তোরাঁ অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজানো। ছোট ছোট কাঁচে ঢাকা গোল টেবিল, তার পাশে ছেলেমেয়েদের বসবার জন্যে স্টুল। রেস্তোরাঁয় ছোটদের পক্ষে যে খাদ্য উপযোগী তাই-ই পরিবেশন করা হয়ে থাকে। রূপকথা ও অন্যান্য গল্প থেকে জমকালো দৃশ্য বেছে নিয়ে রেস্তোরাঁর দেয়ালগুলি চিত্রাঙ্কিত করা হয়েছে।

নাট্যশালায় বড় বসবার ঘরের একদিকে একটা ছোট মঞ্চ ও একটা পিয়ানো আছে। যার ইচ্ছে সে খেলায় বা সংগীতানুষ্ঠানে (বিশেষ সাংস্কৃতিক দল কর্তৃক পরিচালিত) যোগ দিতে পারে। ঘরের দেয়াল

এবং তার জন্যে আমাদের দর্শকের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রাখতে হয়। তাদের উন্নতি ও আগ্রহের সঙ্গে আমাদেরও তাল রেখে চলা উচিত সুতরাং আমরা মহড়ার সময়ে বিভিন্ন স্কুল থেকে প্রতিনিধিমূলক দলকে নিমন্ত্রণ করি। তারপর নতুন নাটক নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজন হল পুরনো বন্ধু। কিন্তু আমরা নতুন দলকেও ডাকি। তারা মাঝে মাঝে প্রকাশ্য মতামত জানাতে লজ্জা পায়। তখন আমরা তাদের পায়োনিয়র নেতা বা শিক্ষককে, কমরেড এ্যানকে এক্ষুনি টেলিফোন যোগে যা করতে বললাম, তাই করতে বলি। স্বভাবত আমরা তাদের প্রত্যেক প্রস্তাব ও সমালোচনাই গ্রহণ করি না। আমরা সমস্ত জিনিস শিক্ষকের দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখি কিন্তু কিশোরদের মতামতের সঙ্গে পরিচয় থাকায়, তাদের পছন্দমত নাটক প্রয়োজনা করার পক্ষে আমাদের সুবিধে হয়।

আচ্ছা ঐ জনপ্রিয় Serezha Streltzov নাটকটি আপনারা হঠাৎ বন্ধ করে দিলেন কেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

কারণ বর্তমানে তা কোন উদ্দেশ্য পূরণ করছে না? ঐ নাটকখানি আমাদের স্কুলের একটা বিশেষ উন্নতির অবস্থায় লেখা হয়েছিল। যে সমস্যা নিয়ে ঐ নাটকের সূত্রপাত তা পুরনো ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মীদের আমলে বর্তমান ছিল। তখন সে সব দুর্বলতা প্রকাশ করার প্রয়োজনও ছিল এবং তা দেখে সপ্তম ও তার পরবর্তী শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আনন্দ ও শিক্ষা দুইই পেত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সপ্তম শ্রেণীর নীচেকার ছেলেমেয়েদের এই অভিনয়ে আসা নিয়মবিরুদ্ধ ছিল বলে তারা নানান্ উপায় অবলম্বন করে ভেতরে ঢুকত। তাদের বয়স ঐ নাটকের প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝবার পক্ষে উপযুক্ত না হওয়ায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হত। হাজার হোক, আমাদের আধুনিক নাটকের কাজ হল আসল সমস্যাকে

ক্যাম্প

প্রত্যেক স্কুলই গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পের ব্যবস্থা করে এবং সে ব্যবস্থা কয়েক মাস আগে থেকে শুরু হয়। গরমের সময়ে যাদের শহরের বাইরে যাবার কোন উপায় নেই বা যাদের বিশেষ বিশ্রাম ও যত্নের দরকার—তাদের সর্বাগ্রে ক্যাম্পের সুবিধে দেওয়া হয়।

প্রত্যেক ক্যাম্প শিক্ষা-বোর্ডের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে। ক্যাম্পের জন্যে বাপ-মাদের সামান্য অর্থ সাহায্য করতে হয় এবং তাও তাদের আয় হিসেবে কম বেশী হয়ে থাকে।

ক্যাম্পের জায়গাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী। পুরনো গেঁয়ো বাড়ীর মত বা সুইজারল্যাণ্ডের আল্‌প্‌বাসী রাখালদের ঘরের মত ছেলেমেয়েরা কাঠের বাড়ীতেই থাকে। বাড়ীগুলি এই উদ্দেশ্যেই তৈরী। তাছাড়া গ্রীষ্মকালে আরও বাড়ী ভাড়া নেয়া হয়। এবং সাধারণ প্রথানুযায়ী শহরের স্কুলগুলি গ্রামের স্কুলবাড়ী ভাড়া নেয় এবং ক্লাশ-ঘরকে অস্থায়ী শোবারঘরে পরিণত করে। এই সব স্কুলবাড়ী ক্যাম্পের জন্যে খুব উপযোগী কারণ সেখানে রান্নাঘর ও স্যানিটারি ব্যবস্থা সমস্ত বর্তমান। সোভিয়েট শিক্ষাবিদ ও ডাক্তারেরা ক্যানভাসের ক্যাম্পে থাকা ভাল মনে করেন না কারণ তাতে ছেলেমেয়েরা আগামী শীতকালের জন্যে শক্তি সঞ্চয় ও স্বাস্থ্যলাভ করবার উপযোগী বিশ্রাম পায় না।

কালুগার কাছে ওকা নদীর ওপর আমাদের একটা স্থায়ী ক্যাম্প ছিল। ক্যাম্পটি নদী থেকে কয়েক হাত দূরে দেবদারু বনের ধারেই। ছটি কাঠের ঘর—ছটি দোতলা তাতে শোবার ব্যবস্থা আছে, এবং

এগিয়ে এলেন। পরে আমাদের গরম কফি ও জলখাবার দিয়ে আপ্যায়িত করা হল।

কমরেড হল্যাণ্ড এসে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। এখানে তাঁর জায়গায়ে আমাকে কাজ করবার জন্যে পাঠানো হয়েছে। আমরা দুজনে ক্যাম্পের মাঠে ঘুরে বেড়ালাম। জঙ্গলের একটা অংশকে বেড়া দিয়ে ঘিরে এই মাঠ তৈরী করা হয়েছে। ক্যাম্প পরিচালনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বললেন—এখানে আপনার কাজ হল আসলে উপদেষ্টার কাজ। আপনাকে এখানে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতে হবে। এই ক্যাম্প পরিচালনার ভার পায়োনিয়র সংগঠনের ওপর। তারা নিয়মিতভাবে দৈনিক সময়-তালিকা মেনে চলে। ডাক্তার, নার্স এবং ক্যাম্প-মা ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের ওপর নজর রাখেন।

তাহলে আমাকে আসলে কী কাজ করতে হবে? নিজেকে অত্যন্ত প্রয়োজনারিক্ত মনে করে প্রশ্ন করলাম।

কেন, আপনি নাটক পরিচালনার ভার নিতে পারেন, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারেন, ছোটদের ওপর নজর রাখতে পারেন, তাদের কোন অসুবিধে হলে সাহায্য করতে পারেন, ক্যাম্প-কর্মীদের সভায় যোগ দিয়ে দেখতে পারেন যে প্রকৃত শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত কিছু পরিচালিত হচ্ছে কি না। বড় মেয়েদের ওপর নজর রাখবেন—দু-একজন আছে যারা মাঝে মাঝে সীমা ছাড়িয়ে যায়। নিজেকে প্রয়োজনের বাইরে বলে মনে করবেন না। আপনার করবার মত যথেষ্ট কাজ আছে এবং আমার মনে হয় আপনার সময় খুব ভাল ভাবেই কাটবে।

ভিক্টর পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। সে দেখলাম কাপড়চোপড় পরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে বিউগল্ বাজাল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দেখা

গেল সমস্ত ক্যাম্প জেগে উঠেছে। ছেলেমেয়েরা সবাই বাইরে বেরিয়ে এল। কেউ কেউ দেখলাম কাপড় পরতে পরতে বেরিয়ে আসছে। তারা সকলে নিজেদের সমান উচ্চতা অনুসারে সার বেঁধে দাঁড়াল। ব্যায়াম-শিক্ষক এসে তাদের ভার নিল। দশ মিনিটকাল কসরৎ করার পর তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে মুখ ধুয়ে প্রাতর্ভোজনের জন্য প্রস্তুত হতে চলে গেল।

চীৎকার করে ছেলেমেয়েরা অভিবাদন জানাল আমাকে। তাদের চিনে ওঠাই আমার পক্ষে রীতিমত কষ্টকর—কারণ সকলে বেশ স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। একদিকে এল্‌গা অন্যদিকে জিমি আমাকে ধরে বসল—আমরা মুখ হাত ধুয়ে আমাদের বিছানা তৈরী করে ফেলেছি। চলুন এখন আমরা মাঠে বেড়াতে যাই। একটু পরে জিমির বাবা আসবেন, তিনি তাঁর গাড়ীতে আমার মা-বাবাকেও নিয়ে আসছেন। এল্‌গা বলল। কমরেড হল্যাণ্ড বললেন যে আপনি এখানে থাকবেন। সত্যি নাকি? ঠিক, ঠিক, এবারে আপনাকেও আমাদের সঙ্গে জাম পাড়তে যেতে হবে, সাঁতার কাটতে যেতে হবে……। নানান্ কথা বলতে বলতে ছেলেমেয়েরা আমাকে ক্যাম্পের মাঠে টেনে নিয়ে গেল। মাঠটা ঢালু হয়ে নদীর দিকে চলে গিয়েছে। এল্‌গা যে বাড়ীতে থাকে সে বাড়ী অবধি আমরা বেড়াতে গেলাম। সে বলল—আমাদের বাড়ীটা কিন্তু খুব ভাল। আমার মনে হয় আপনিও এ বাড়ীতে থাকবেন কারণ কমরেড হল্যাণ্ডও বড় মেয়েদের সঙ্গে ওপরে থাকেন। আমরা এখন বাড়ীর ভেতরে যাবো না কারণ জিমির ভেতরে যাওয়া নিষেধ। তারা আমাকে বাড়ীর পেছন দিকে নিয়ে গেল।—এটা হল আমাদের খেলবার জায়গা। দেখলাম, এখানে দোলনা, বার, ওঠবার দড়ি, ভলিবল খেলবার ব্যবস্থা সমস্তই আছে। কয়েকজন ছেলে-

আরামে স্নান করা যায়। ক্যাম্পের পেছনেই বন। বন দেখে ভেতরে যাবার লোভ হয়। ছেলেমেয়েরা বলেছিল বনের মধ্যে অনেক জায় গাছ আছে। পরের দিন আমিও তাদের সঙ্গে জাম পাড়তে যাবো বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। নদীর ধারে বসে বসে রোদ পোয়ালাম। খাবার সময়ে ক্যাম্পে গিয়ে দেখি—সমস্ত নীরব, নিস্তব্ধ। সবাই দুপুরের ঘুমে আচ্ছন্ন। চা খাওয়ার পর ক্যাম্পের সামনের মাঠে খেলাধুলো হল যেমন দৌড়ানো, লাফানো, সাঁতারকাটা, চক্রক্রীড়া ও কসরৎ।

সাতটার সময়ে রাতের খাবার খাওয়া হয়ে যাবার পর সবাই ক্যাম্প-পতাকা উত্তোলনের জন্যে সারবন্দী হয়ে দাঁড়াল। মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে ক্যাম্পের অধ্যক্ষ একটা ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিলেন। প্রথমে তিনি নবাগত বাপ-মাদের অভিনন্দন জানালেন। তার পর ছেলেমেয়েদের লক্ষ্য করে বললেন যে তারা তাদের ছুটি পুরোপুরি উপভোগ করুক ও শীতকালীন পাঠের জন্যে তারা নতুন শক্তি সঞ্চয় করে শক্তিশালী হোক। তাদের মনে রাখা উচিত ক্যাম্পের নিয়মাবলি অত্যন্ত সামান্য। এ শৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে তারাই এবং তা রক্ষা করাও তাদের কর্তব্য।

তাঁর বক্তৃতার পর পায়োনিয়রদের নেতৃস্থানীয়া সনিয়াকে পতাকা তোলবার জন্যে বলা হল। সঙ্গে সঙ্গে বিউগল্ আর ড্রাম বেজে উঠল। লাল নিশান উঁচু বাঁশের ওপর উঠে হাওয়ায় উড়তে লাগল। তার তালে তালে গান গেয়ে উঠল ক্যাম্পের সবাই। আনন্দধ্বনির মধ্যে পতাকা উত্তোলনের কাজ শেষ হল।

তারপর সারি ভেঙে যে যার লেপ কম্বল নিয়ে আগুন-পোয়ানো উৎসবের মাঠের দিকে অগ্রসর হল। তখনো সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়নি। সনিয়া ঘোষণা করল যে তাদের মধ্যে একজন অতিথি উপস্থিত আছেন যিনি গৃহযুদ্ধের সময়ে লালফৌজে ছিলেন—তিনি তখনকার গল্প বলবেন।

খুব ভালবাসে এবং সে কারণে তাদের জন্যে সে অনেক জিনিস তৈরী করে দেয়। এর ফলে আমি তার চরিত্রের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করবার সুযোগ পেলাম। জিমি বলল নদীতে খুব মাছ আছে এবং সে সন্ধ্যেবেলা চতুর্থ শ্রেণীর দুজনকে নিয়ে মাছ ধরতে যাবে। তারা এ সম্বন্ধে খুব উৎসাহী। সে বলল—আমি সারাদিন মাছ ধরবো। আমি তার কথা শুনে আশ্চর্য হলাম কারণ স্কুলে তাকে খুব অস্থির বলে মনে হয়। সে যে এক জায়গায় বেশীক্ষণ বসে কোন কাজ করতে পারে তা আমার চিন্তারও বাইরে।

ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম ছেলেমেয়েরা যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছে। কেউ গাছ তলায় বসে বই পড়ছে ; কেউ ঘাসের ওপর বসে গল্প করছে বা ছবি আঁকছে ; আবার অনেকে দলবদ্ধ হয়ে বাগান করছে, উড়ো-জাহাজের মডেল করছে, ক্রীড়া-শিক্ষকের কাছে খেলাধুলো শিখছে কিংবা ক্যাম্প পরিষ্কার করছে।

এগারোটার সময়ে সবাই স্নানের পোষাক পরে নদীর ধারে রৌদ্রস্নানের জন্যে প্রস্তুত হল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে চললেন ক্যাম্পের ডাক্তার। মেয়েরা বসল একদিকে এবং তাদের থেকে কিছুটা দূরে আর একদিকে বসল ছেলেরা। ডাক্তার দু দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন—'তোমরা সকলে পিঠের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে পড়ো।' ডাক্তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। 'এবার বাঁ দিক ফিরে শোও', 'বুকের ওপর ভর দিয়ে পড়ে থাকো।' এবং অবশেষে 'ডান দিক ফিরে শোও।' তাদের রৌদ্রস্নান হয়ে যাবার পর তিনি আদেশ দিলেন—'এবার সবাই জলে নামো।' জলে নামার সময়ে সে কী জলের শব্দ আর হাসির হর্‌রা! ছেলেমেয়েদের মত আমিও নিজেকে পুরোপুরি উপভোগ করলাম। বড় ছেলেরা দেখলাম নদীতে গিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রইল

যাতে ছোট ছেলেমেয়েরা বেশীদূর চলে যেতে না পারে। ছোটদের স্নান হয়ে যাবার পর তারা ডাইভিং বোর্ডের ওপর গিয়ে ডুব দেয়া অভ্যাস করতে লাগল।

এর পর প্রচুর খিদে পেল। খাবারের টেবিলে বসে কয়েক প্লেট স্যুপ, প্রচুর মাংস, আলু, সালাড এবং এক প্লেট মিষ্টি মোরব্বা খেয়ে খিদে মিটলো।

সাধারণ নিয়ম হিসেবে সকালের খাবারের পর দুপুর তিনটে পর্যন্ত বিশ্রাম নেয়ার কথা। আমাকে বলা হয়েছিল যে প্রথম কয়েকদিন নার্স বা ডাক্তারদের ছেলেমেয়েদের ওপর পাহারা দিতে হয় কারণ তারা কেউই ঘুমাতে বা বিশ্রাম নিতে চায় না। কিন্তু আমি আসার পর দেখলাম তারা বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং সবাই দেড় ঘণ্টা ঘুমিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে।

চা খাওয়ার পর আমি বনে জাম পাড়তে যেতে রাজী হলাম। প্রায় পঁচিশজন ছেলেমেয়ে এসে উপস্থিত হল। প্রত্যেকের হাতে একটা করে কাপ। তারা বললে— এতে আমরা জাম রাখবো।

ভোভা বলল— আমি দুটো কাপ কিনেছি। আপনি একটা নিন।

বনের মধ্যে যেখানে প্রচুর জাম ফলেছে— সেখানে পৌঁছতে দশ মিনিট সময় লাগল। ভিক্টরকে দেখলাম, সঙ্গে বিউগল্ নিয়ে এসেছে। সে বলল—তোমরা বিউগল্ শোনামাত্র আমার কাছে ফিরে আসবে। আর একটা কথা, তোমরা পরস্পরে কে কোথায় আছো তার খোঁজ রাখবে যাতে হারিয়ে না যাও।

আমার দিকে চেয়ে ভিক্টর বলল—আমি আপনার সঙ্গে যাবো। কখন বিউগল্ বাজাবো আপনি নির্দেশ দেবেন।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দেখলাম সকলে জাম পাড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

তার কাজ করার পালা তখনই তার মাছ ধরতে যাবার জেদ। জিমির সমস্যা আলোচনা করবার জন্যে ক্যাম্প কাউন্সিলের একটা সভা ডাকা হল। তার ইউনিট নেতা বলল যে জিমিকে সে আয়ত্তে রাখতে পারছে না—সে ইউনিটের সমস্ত রেকর্ড নষ্ট করেছে। জিমির নিজেকে আত্মরক্ষা করার কিছু নেই। সুতরাং তাকে সতর্ক করে দেয়া হল যে দ্বিতীয়বার যদি সে নিয়মভঙ্গ করে তাহলে তার 'পায়োনিয়র টাই' কেড়ে নেয়া হবে। আমিও সভায় উপস্থিত ছিলাম। গত বছরের শেষ ছ-মাস পর্যন্ত আমি তার সঙ্গে একযোগে কাজ করাতে তার প্রতি আমার একটা আগ্রহ জন্মেছিল। সেজন্যে আমি তাকে সাধ্যমত সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলাম। ছোটদের প্রতি তার অগাধ ভালবাসা আমি আগেই লক্ষ্য করেছিলাম। ভাবলাম দেখি এই সদ্‌গুণের সাহায্যে যদি তাকে ভালর দিকে প্রভাবান্বিত করা যায়।

পরের দিন সকালে প্রাতরাশের সময়ে আমি জিমিকে বললাম যে এক দল ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি বনে জাম পাড়তে যাবো। সে যদি আমার সঙ্গে এসে আমাকে সাহায্য করে তো ভাল হয়।

জিমি বলল—নিশ্চয়ই, আমি যাবো। আমি জানি কোন্ কোন্ গাছে ভাল জাম হয়।

তাকে খুব ভাল সঙ্গী বলে আমার মনে হল। মাঝে মাঝে সে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। ফেরার সময়ে দেখলাম তার পকেট ও কাপঁ ফলে উপচে পড়ছে। সে নিজে একটাও না খেয়ে সমস্ত ছোটদের বিলিয়ে দিল। কয়েকটা ভাল ফল দেখে এগিয়ে দিল আমার কাছে।

চলতে চলতে আমার খেতে ভাল লাগে। জিমি বলল। ছোটদের প্রতি তার আচরণ হল্ল বড় ভাইয়ের মত।—আপনি ছোটদের নিয়ে

পেতে পারে যদি সে তার ইউনিটের কর্তব্য পালন করে এবং ভাল কমরেডের মত ব্যবহার করে। কথা শুনে জিমির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুখে প্রফুল্লতা দেখা গেল। তার পাশের প্রতিবেশী বলল—জিমি তোমার টাই ফেরৎ পাওয়া উচিত।

নিশ্চয়, আমি পাবোই। জিমি উত্তর দিল।

জিমির সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী উন্নত হল সন্দেহ নেই কিন্তু তার কাজ সম্বন্ধে আনুগত্য তেমন বাড়লো না। এবং সেজন্যে ক্যাম্পের শেষে দেখা গেল যে জিমি টাই ফেরৎ পেল না। স্কুলে গিয়ে যখন সে তার পড়াশোনা ও ব্যবহারের সত্যিকার উন্নতি দেখাতে পারলো তখনই তাকে টাই ফেরৎ দেয়া হল।

এলিজাবেথের বয়স বছর চোদ্দ। বাড়ীতেই তার অভ্যাস নষ্ট হয়ে যায়। ক্যাম্পে সে নিজে থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আসে নি। তার বন্ধুরা আসছে সুতরাং সেও এসেছে তাদের সঙ্গে। দুপুরে বিশ্রাম নেয়া এবং রাত দশটায় শুতে যাওয়া তার ভাল লাগে না। ছবি আঁকায় ও রং দেয়ায় তার হাত আছে। অবসর সময়ে সে সমস্তক্ষণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আঁকে। কাজের সময়ে ইউনিটকে সাহায্য করে না। সেজন্যে পায়োনিয়র তার ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা ক্যাম্প সভায় তার সম্পর্কে আলোচনা করা হল। ক্যাম্পজীবনের প্রতি ও পায়োনিয়র সংঘের প্রতি তার কোন আনুগত্য না থাকায় সবাই একমত হল যে তাকে সংঘ থেকে বের করে দেয়া হোক্। রাগে ফেটে পড়ল এলিজাবেথ। বলল—তোমরা এ কথা বলছো কেন? পায়োনিয়র সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট আগ্রহ আছে। আমি তোমাদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমি তোমাদের মতই একজন ভাল পায়োনিয়র।

নিয়ে আলোচনা করা হত। এইপত্রিকায় সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং বিভিন্ন মেয়াদের মার্কের একটা তুলনামূলক তালিকাও দেয়া থাকতো ও খারাপ ছাত্র-ছাত্রীদের কঠোরভাবে সমালোচনা করা হত। এই পত্রিকায় সাময়িক প্রসঙ্গের আলোচনারও একটা বিশেষ মূল্য ছিল। তাছাড়া, কবিতা, গল্প, ব্যঙ্গচিত্র এগুলোর সংখ্যাও নেহাৎ কম থাকতো না।

'দি টিচার্স ভয়েস' স্কুলকর্মীদের ঘরে টাঙানো থাকতো। এই পত্রিকায় দেয়া হত সারা মাসের স্কুলের কাজকর্মের একটা সংক্ষিপ্ত আভাস। আমাদের কর্মীদের মধ্যেও ভাল শিল্পী ছিল। তারা ব্যঙ্গচিত্রের সাহায্যে আমাদের কাজের দুর্বলতার ওপর আঘাত করতো।

আমাদের স্কুলের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত দেয়ালপত্রিকা থেকে আমি কিছু কিছু সারাংশ এখানে তুলে দিলাম। এ থেকে সোভিয়েট স্কুলের দৈনন্দিন জীবনের কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে।

'সর্বদা প্রস্তুত'

৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর ট্রুপের মুখপত্র

৫ই নভেম্বর ১৯৩৭

আমাদের ক্লাশ

এই মেয়াদে চতুর্থ শ্রেণী খুব ভাল ফল দেখিয়েছে। আমরা সংকল্প নিয়েছিলাম যে ভাল শৃঙ্খলা ও ফলাফল দেখাব, আমরা সে সংকল্প রক্ষা করেছি। আমাদের ক্লাশে ববিই একমাত্র ছেলে যে খারাপ মার্ক পেয়েছে। সে মন দিয়ে পড়াশোনা করে না এবং বাড়ী থেকেও পড়া করে আনে না। সে যদি পায়োনিয়র হতে চায় তাহলে তার ভাল মার্ক পাওয়া উচিত।

৭ই নভেম্বর

গত বছর আমি আমেরিকায় ছিলাম। তখন বন-ভোজনে গিয়ে বিপ্লবের বার্ষিক উৎসব পালন করি। কিন্তু এ বছর আমি বাবার কারখানা ও রেড স্কোয়ারের কাছ দিয়ে শোভাযাত্রা করে যাবো। রেড স্কোয়ারে দেখবো স্লোগান আর লাল নিশানের সমারোহ। বাবা আমাকে কাঁধের ওপর তুলে ধরবেন এবং আমি কমরেড স্টালিন ও কমরেড ভরোশিলভ্‌কে দেখতে পাবো। আমি হাত নাড়িয়ে জয়ধ্বনি করবো। ৭ই নভেম্বর আমাদের আনন্দের দিন।

সিমুর (তৃতীয় শ্রেণী, বয়স ১০ বছর)

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা

নীচের ক্লাশগুলির মধ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার ফলাফলগুলি দেয়া গেল।

২য় শ্রেণী—প্রত্যেকে উত্তীর্ণ হয়েছে।

শৃঙ্খলারক্ষা অত্যন্ত সন্তোষজনক।

৩য় শ্রেণী—রাশিয়ান ভাষায় দুজন ছাত্র অকৃতকার্য (জর্জ ও ভেট্‌লানা)।

ইংরেজী ভাষায় একজন অকৃতকার্য (ভিক্টর)।

তিন দিন বাদে শৃঙ্খলারক্ষা খুব সন্তোষজনক।

৪র্থ শ্রেণী—ইংরেজী ভাষায় একজন অকৃতকার্য (ববি)।

রাশিয়ান „ „ „ (ববি)।

শৃঙ্খলারক্ষা অত্যন্ত সন্তোষজনক।

বিচার-পরিষদ দুটো নিশান দেবে স্থির করেছে। দ্বিতীয় শ্রেণী নিঃসন্দেহে একটা লাল নিশান পাবে এবং ৪র্থ শ্রেণী ভাল ফলাফল দেখাতে কঠিন পরিশ্রম করার দরুণ সেই শ্রেণীকেও আমরা একটা নিশান

দেব স্থির করেছি। ববি যাতে পরবর্তী মেয়াদে আরও মন দিয়ে পড়ে সেদিকে নজর দেয়া উচিত।

স্বাক্ষরকারী: সিমূর (তৃতীয় শ্রেণী)
ইভেলিন (দ্বিতীয় শ্রেণী)
ভ্লাডিমির (চতুর্থ শ্রেণী)
স্কুলের অধ্যক্ষ ও তৃতীয়
শ্রেণীর শিক্ষক।

মশাল

সপ্তম শ্রেণীর মুখপত্র

স্কুল-বছরের শেষে বিদায়-অভিনন্দন

গত চার বছর আমি ইঙ্গ-মার্কিন স্কুলে পড়ছি। আমি মনে করি আমার জীবনে এইগুলি হল সেরা বছর। আমি প্রত্যেক বিষয়ে এত শিখতে পেরেছি যে অধ্যক্ষকে এবং স্কুলের শিক্ষকদের কী ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবো তা ভেবে পাচ্ছি না।

আমেরিকায় আমাদের পাঠ্যবিষয় পড়ানো হত ঠিকই কিন্তু সেই পাঠ্য-বিষয় পড়ানোর কারণ সম্পর্কে কিছুই বলা হত না। যেমন আমরা অঙ্ক শিখেছিলাম এবং ভালভাবেই হিসেব করতে পারতাম কিন্তু এই হিসেবের পেছনকার থিয়োরী সম্পর্কে কিছু জানতাম না। আমরা জানতাম না—কেন আমরা অঙ্কশাস্ত্র শিখছি।

এখানে আমরা শুধু পাঠ্যবিষয়ের থিয়োরী ও কারণ শিখি তা-ই নয়, আমাদের সমস্ত জীবনটাই অত্যন্ত কৌতূহলজনক।

শিল্পী-চক্রের সাহায্যে আমি শিল্পী হবার সুযোগ পেয়েছি। যদিও এখন আমি আরও তিন বছরের জন্যে রাশিয়ান স্কুলে পড়তে যাচ্ছি।

আমরা হলাম খুব সুখী সমষ্টি। আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত বন্ধু থাকা সত্ত্বেও আমাদের ক্লাশ প্রকাণ্ড সামগ্রিক একতার পরিচয় দিয়েছে।

আমার মনে হয় না আমাদের মধ্যে কেউ অভিনয়, বনভোজন ও গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণের কথা ভুলে যাবে। ক্লাশ-সভায় প্রবল তর্ক বিতর্কের কথাও আমরা কেউ ভুলবো না। তারই সাহায্যে আমাদের দোষ কাটিয়ে উঠে আমরা নতুন প্রচেষ্টায় উদ্দীপ্ত হয়েছি।

আমি নিজে আমাদের ক্লাশের শিক্ষক কমরেড রজার্সকে গভীর কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা জানাতে চাই। তিনি আমাদের প্রত্যেকের ওপর বিশেষ আগ্রহ নিয়েছেন এবং সারা বছর তাঁর শিক্ষকতার ফলে অনেক বাধা বিঘ্ন সহজভাবে কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। কমরেড রজার্স, আপনাকে ধন্যবাদ!

ডি, হেলেন (বয়স ১৪ বছর)

'শিক্ষকদের বক্তব্য'

সপ্তম সংখ্যা—মার্চ

শেষ মেয়াদে আমাদের কর্তব্য

পরবর্তী মেয়াদই হল টেস্টের আগে শেষ অবসর। আমাদের কাজ এমনভাবে সংগঠিত হওয়া উচিত যাতে আমরা প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে সমস্ত পাঠ্যবিষয়ের সিলেবাস্ সঠিকভাবে বোঝাতে পারি। উপদেষ্টার উচিত প্রত্যেক ক্লাশে গিয়ে টেস্টের প্রস্তুতির জন্যে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা এবং আগে থেকে তাদের তৈরী হতে সাহায্য করা।

শিক্ষকদের উচিত প্রত্যেক পাঠ শুরু করার আগে দশ মিনিটকাল সারা বছরের সিলেবাসের ওপরে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বলা। টেস্টের সারাংশও তাদের এখন থেকে টাইপ করতে আরম্ভ করা উচিত তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা তা বোর্ডে লাগিয়ে দিতে পারবো।

এ সম্বন্ধে স্কুল-কর্মীদের স্বভায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে। এটা শুধু স্মারক হিসাবে দেয়া গেল কারণ এখন থেকে পরবর্তী মেয়াদ সম্বন্ধে চিন্তা করা কিছু অন্যায় হবে না। এর বিস্তৃত পরিকল্পনা আমরা গ্রীষ্মের ছুটির সময়ে করবো।

ডি, এল।

নারী দিবস

গত ৮ই মার্চ আমি আমাদের "নারী দিবস"-এর অনুষ্ঠান অত্যন্ত উপভোগ করেছি।

সোভিয়েট ইউনিয়নে এইই আমার প্রথম বছর। সুতরাং এ থেকে আমি অনেক নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম।

আমি যখন আমার ছোট মেয়ের জন্যে উপহার পেলাম তখন সেই নিদর্শন থেকেই বুঝতে পারলাম যে সোভিয়েট রাষ্ট্র বিবাহিতা শিক্ষয়িত্রী-দের সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করে। আমাদের কর্মীদের মধ্যে প্রত্যেক বিবাহিতা মেয়ে যখন এই রকম উপহার পেল তখন এর তাৎপর্যের কথা মনে করে আমি আনন্দে দিশেহারা হয়ে গেলাম।

সেই দিন সন্ধ্যেবেলা ভোজনের বিরাট আয়োজন ছিল। লম্বা টেবিলের ওপর ভাল ভাল আহার্য ও পানীয়ের সমারোহ। আমাদের ভেতরকার সেরা মেয়েদের নাম করে আমরা সেগুলি খেলাম। কাছাকাছি কারখানা থেকে সান্ধ্য বেশ পরে অতিথিরা এসেছিলেন। 'বুভুক্ষা-পীড়িত রাশিয়া' সম্পর্কে নানান্ দেশে যে সমস্ত বানানো গল্প ছড়ানো হয়—এঁদের দেখলে তা মুহূর্তেই ভেঙে পড়ে।

সত্যি বলছি, যারা রাশিয়ার মেয়েদের অখণ্ড স্বাধীনতার কথা বিশ্বাস করে না, 'নারী দিবস' দেখে তাদের সে ভুল ধারণা ভেঙে যেতে বাধ্য। মা হিসেবে সোভিয়েটের মেয়েরা সমস্ত রকম সম্মান পেয়ে থাকে।

এম, কে।

৪। ছাত্রছাত্রীদের দুর্বলতা লক্ষ্য করা মাত্র তাদের এক সপ্তাহের মধ্যে পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত করাবো।

৫। যত্ন নিয়ে পরিকল্পনা করবো এবং সময় থাকতে সিলেবাস্ শেষ করবো যাতে টেস্টের আগে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা সম্ভব হয়।

স্বাক্ষরকারী : ডি, এল (গণিত)
এল, জি (পদার্থবিদ্যা
ও রসায়নশাস্ত্র)

নাট্য চক্র।

খেলাধুলো বিভাগ।

তাদের দ্রুত উত্তর থেকে বোঝা গেল যে তাদের কি দরকার তারা তা ভালভাবেই জানে।

কমরেড হল্যাণ্ড বললেন—এখন আমি আসি। কাল সকালে আমি আর য়ুরা হাউস কমিটিতে যাবো। দেখি কতদূর কি করা যায়। তুমি রাজী আছো তো য়ুরা।

নিশ্চয়ই। সে সম্মতি জানাল।

কমরেড হল্যাণ্ড একটা কাগজের ওপর ঠিকানা লিখে একটা ছেলের হাতে দিয়ে বললেন—ইতিমধ্যে যদি তোমরা কেউ ছুটির পর আমাদের স্কুলে যেতে চাও তো এই ঠিকানা রইল।

যেতে যেতে আমরা বললাম—আচ্ছা বিদায়। আবার শিগ্‌গিরই দেখা হবে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে যেতে তাদের বিদায় জ্ঞাপনের ধ্বনি প্রতিধ্বনি শুনলাম।

পরের দিন সকালে ছুটি থাকায় (সোভিয়েটের কর্মীরা পর পর পাঁচদিন কাজ করে এবং ষষ্ঠ দিনে বিশ্রাম নেয়) কমরেড হল্যাণ্ড ও য়ুরা হাউস কমিটির সভাপতির সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

এটা কি রকম কথা যে আমাদের এত বড় নতুন বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের জন্যে কোন ক্লাবঘর নেই। কমরেড হল্যাণ্ড বললেন।

ও হ্যাঁ, 'রেড কর্ণার'? ১লা মে-তেই খোলা হবে।

দু মাস অপেক্ষা করবার কী দরকার? এখনই খোলা হোক না কেন? আমাদের এই সব তরুণ বন্ধুরা সিগারেট খেতে ও গোলযোগ করতে শিখছে। আর আপনি ভাবছেন ১লা মে-র কথা! না 'রেড কর্ণার'

তখন দেখলাম য়ুরা তার দুই বন্ধুকে নিয়ে বারান্দা দিয়ে নেমে আসছে। আমরা সকলে বসে একটা ফর্দ তৈরী করলাম—অর্থের প্রথম কিস্তি দিয়ে কী কী কেনা যেতে পারে। স্থির করলাম—একটা লম্বা টেবিল, বারোটা চেয়ার, পরদা, শতরঞ্চের দুটো সেট, ছোট বিলিয়ার্ড সেট (একে সাধারণত চীনা বিলিয়ার্ড বলা হয়), ডমিনো ইত্যাদি কেনা হবে। আমরা আরও স্থির করলাম যে হাউস কমিটিকে বলে উঠোনে ভলি-বল কোর্ট, জাল ও বলের ব্যবস্থা করবো।

মেয়েরা সীবন-চক্রের জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিল। আমি সে চক্র দেখাশোনা করতে সপ্তাহে একদিন আসবো বলে প্রতিশ্রুতি দিলাম। বোরিস বলল—আমাদের কিন্তু দেয়ালপত্রিকা চাই। সকলে যদি একমত হয় তাহলে আমরা লেনা ও মার্ককে তার সম্পাদক হতে বলতে পারি। তারা খুব ভাল ছবি আঁকতে পারে। তাছাড়া লেনা ভাল লিখতেও পারে। 'রেড কর্ণারের' উদ্বোধনের সময়ে একটা পত্রিকা বের করা যাক। আমার বাবা বলেছেন যে আমাদের প্রস্তুতি হয়ে গেলেই তিনি শতরঞ্চ প্রতিযোগিতা আরম্ভ করবেন। আমার বড়দি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন, তিনি বলেছেন যে সপ্তাহে একদিন তিনি আমাদের সাহায্য করবেন। আমার দিদি ভাল অভিনয় করতে পারেন। আমাদের নাট্য-চক্র গড়বার সময়েও তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে।

এই ভাবে বাড়ীর সমস্ত ছেলেমেয়েরা সংঘকে নিজস্ব বলে অনুভব করতে পেরে উৎসাহিত হল। য়ুরা হল সেই সংঘের একজন নামজাদা সদস্য। তার কাজ হল টেবিল-ক্রীড়া পরিচালনা করা এবং সমস্ত ঘরদোর যাতে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে থাকে সেদিকে দৃষ্টি দেয়া। সবচেয়ে অর্থপূর্ণ কথা হল যে মেয়াদের শেষে য়ুরা বাড়ীতে যে রিপোর্ট নিয়ে গেল

শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা গিয়ে সেখানে সহযোগী হিসেবে কাজ করে। স্কুলের উঁচু শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা পুলিশ থানায় গিয়ে এই বিভাগের পরিদর্শককে সাহায্য করা নিজেদের সামাজিক কর্তব্য বলে মনে করে। সুতরাং পরিদর্শককে সাহায্য করার এতগুলি সহযোগী থাকায় তার কাজ অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

শীতের ছুটিতে আমাদের স্কুলকে দু দিন পুলিশ থানায় কাজ করতে বলা হয়েছিল। আমি আমার কাজের অংশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলাম এবং আমার অর্ধেক দিন অত্যন্ত কৌতূহলের মধ্যে দিয়েই কাটল। যে যুবকটিকে শিশু-বিভাগের তত্ত্বাবধানে দেখলাম, তিনি এ বিষয়ে যোগ্য লোক সন্দেহ নেই। তিনি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খুব শান্ত ও বন্ধুচিত অথচ দৃঢ়ভাবে কথা বলছিলেন। তাদের বা তাদের বাপ-মা সম্বন্ধে যে তথ্য দরকার তা তিনি তাদের ভয় না দেখিয়ে এবং গলা না চড়িয়েই সংগ্রহ করছিলেন।

আমাকে বলা হল যে আমি যে কোন ছেলেকে ডেকে তার সঙ্গে কথা বলতে পারি। আমাকে আরও বলা হল যে যতটা সম্ভব ছেলেমেয়েদের বাড়ীর পরিবেশ সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করা উচিত—আর তারা কোন্ স্কুলে পড়ে, স্কুল সম্বন্ধে তাদের মতামত কি ইত্যাদি এবং কি কাজ করার ফলে তাদের এখানে আনা হয়েছে।

ঘরের আসবাবপত্রের মধ্যে একটা ডেস্ক, একটা সোফা ও কয়েকটা চেয়ার। এ সব হল আপিসের কাজকর্মের জন্যে। ছেলেমেয়েদের আনন্দ দেবার জন্যে ছোট ছোট টেবিল চেয়ার, টেবিল-ক্রীড়া, এক সেট চীনা বিলিয়ার্ড ও এক দিকে আলমারি ভর্তি মনোজ্ঞ বইয়ের সমারোহ —এ সবের আয়োজনও আছে।

প্রথমে যে ছেলেটিকে আনা হল তার বয়স বছর দশ। তার সঙ্গে

হাতের কাছে বিশেষ কোন কাজ না থাকায় সিগারেট ধরালেন তিনি।—যখন আমরা আমাদের পরিকল্পনানুযায়ী সমস্ত কিছু তৈরী করতে পারবো, যখন বাপ-মারা পুরোপুরি শিক্ষিত হবে, যখন শিশু-সদন, কিণ্ডারগার্টেন, স্কুল, গ্রন্থাগার, শিশু রঙ্গালয়, সবুজ মাঠ, খেলা করবার উঠোন, সমস্ত কিছু অপরিমিতভাবে পাবো, তখন এই সব সমস্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করুন এবং তার মধ্যে যদি যুদ্ধ না বাধে তাহলে আমরা সমস্ত কিছু গড়ে তুলবো যা একদিন ভাববাদীদের কাছে স্বপ্ন বলে মনে হত। আমরা শিশুদের জন্যে স্বর্গ গড়ে তুলবো এই সোভিয়েট দেশে।

আচ্ছা আপনার কাছে মারাত্মক রকমের কেস বেশী আসে কি? এবং এলে আপনি কী করেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

পাকা চোরের কেস্ ক্বচিৎই আসে। এইসব ছেলেমেয়েরা অবিশ্যি অবস্থার দোষে চুরি করতে শিখেছে। এদের আমরা কমিসেরিয়ট অব হোম এ্যাফেয়ার্স-এর সংস্কার-গৃহে পাঠিয়ে দিই; সেখান থেকে তারা সত্যিকার মানুষ হয়ে ফিরে আসে। কিন্তু এ ধরনের কেস্ ক্রমশ কমে আসছে। মানুষের অবস্থার ক্রমোন্নতি হচ্ছে। বেকার সমস্যা না থাকায় কেউ আর পরের অর্থ চুরি করে নিজের জীবিকানির্বাহ করতে উৎসুক নয়। আমাদের কাছে এ রকম সাধারণ সমস্যা আসে যেমন আজ আপনি দেখলেন—কেউ হয়তো লরির পেছনে ঝুলছিল বা ভাড়া না দিয়ে ট্রামে চড়েছিল কিংবা পুলিশের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করেছিল। এই সব কেসে স্কুল ও বাপ-মাদের সাহায্যে তাদের সরল শিক্ষার মধ্যে দিয়ে সংশোধন করা হয়।

নটার সময়ে আমরা ঘর বন্ধ করে বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। পুলিশ কর্মচারীটি অত্যন্ত সরলভাবে সমস্ত বিষয় আমার কাছে উপস্থিত

চেষ্টা করা হয় না কারণ চিকিৎসক হতে হলে নিজের কাজের প্রতি তার অনুরাগ ও সাহস দুইই দরকার ; শিক্ষকেরা তাদের পেশার আনন্দ ও সমস্যা—দুইই ভালভাবে তাদের সামনে উপস্থিত করেন এবং যারা যন্ত্রবিদ, ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি ও শ্রমিক তারাও তরুণ ছাত্রছাত্রীদের কাছে জীবনের প্রভূত সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। এর পর শিক্ষার্থীরা বেছে নিক্ তাদের নিজেদের মনোমত কাজ।

ছেলেদের ও মেয়েদের দু পক্ষের কাছেই উড়োজাহাজ চালানো বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সোভিয়েট রাষ্ট্রে অন্যতম জনপ্রিয় কাজ। ভূতত্ত্ববিদ্যাও কম লোভনীয় নয়। সোভিয়েট দেশের দূরতম প্রদেশ পর্যন্ত মাটির নীচ থেকে লোহা ও মূল্যবান খনিজপদার্থ আবিষ্কার করার মধ্যে সীমা-হীন সম্ভাবনা রয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিংএর সাহায্যে অখ্যাত ও অজ্ঞাত প্রান্তে নতুন পথঘাট, রেলপথ ও সেতু তৈরী করা এবং স্থাপত্যের সাহায্যে শিল্পপ্রধান দেশ, নতুন শহর ও নগর গড়ে তোলার পেছনেও প্রতিশ্রুতির প্রকাণ্ড বিস্ফার চোখে পড়ে।

এক বা দু-বছর আগে পর্যন্ত চিকিৎসা ও শিক্ষকতার কাজে উপযুক্ত সংখ্যক তরুণ তরুণীকে আকর্ষণ করা সম্ভব হয়নি কারণ অন্যান্য কাজে এর চেয়েও বেশী সুবিধে পাওয়া যেত। কিন্তু এই কাজগুলিতে পারি-শ্রমিক বৃদ্ধি ও অবস্থার উন্নতি হওয়ার ফলে এর জনপ্রিয়তা প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে। এই সব দেখে মনে হয় যে হয়তো কয়েক বছরের মধ্যেই সোভিয়েট দেশে অদক্ষ কর্মীর অভাব দেখা দেবে। কিন্তু এই সমস্যারও সমাধান তারা অনায়াসেই করবে কারণ সোভিয়েট সমাজ-তন্ত্রের কাছে যন্ত্র হল মানুষের সেবক। এই যন্ত্রের সাহায্যে সেখানে মানুষকে যতটা সম্ভব শারীরিক পরিশ্রম থেকে মুক্তি দেয়া হয়।

কয়েক বছরের মধ্যেই দশ বছরের স্কুলশিক্ষা প্রত্যেকের জন্যে

বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করা হবে। বর্তমানে ছেলেমেয়েরা আট বছর বয়স থেকে পনের বছর বয়স পর্যন্ত সাতটি ক্লাশে বাধ্যতামূলক শিক্ষা পেয়ে থাকে। সপ্তম শ্রেণীর পড়া শেষ করার পর শিক্ষার্থীরা ইচ্ছে করলে অষ্টম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়তে পারে বা কোন টেক্‌নিকম্‌এ (technicum) সাধারণ পাঠ ছাড়াও বিশেষ কোন বিষয়ে পারদর্শী হাতে পারে। টেক্‌নিকম্‌এ থাকা কালে ছাত্রেরা মাসিক বৃত্তি পায় এবং হোস্টেলে থাকার সুবিধে পায়। এই শিক্ষার ফলে সম্পাদক, অনুবাদক ও যন্ত্রবিদ হওয়া সম্ভব হয়। তাছাড়া এর চেয়েও উচ্চ প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করাও চলতে পারে।

যদি কোন ছেলে কি মেয়ের সপ্তম শ্রেণীর পর আর পড়বার ইচ্ছা না থাকে তাহলে সে তার মনোমত যে কোন কাজে যোগ দিতে পারে। তবে যে কোন কাজেই যোগ দিক না কেন তাকে সেই প্রতিষ্ঠানে এক বছর শিক্ষানবিসী করতে হয়। আমাদের একজন ছাত্রী ফিনিস্‌ ও ইংরেজী ভাষা জানতো—সে মস্কোর সবচেয়ে বড় বিভাগীয় দোকানে কাজ নিল। সেই প্রতিষ্ঠানের স্কুলেই এক বছর শিক্ষা পেল সে। দোকানে বহু ভাষাভাষি লোকজন আসায় তার ফিনিস্‌ ও ইংরেজী ভাষা জ্ঞান অত্যন্ত মূল্যবান।

যে কোন লোক সান্ধ্য-স্কুলে এসে যে কোন বিষয়ে শিক্ষা নিতে পারে বা তার পেশা বদল করতেও পারে কিংবা নিজের কাজে আরও বেশী পারদর্শিতা লাভ করতে পারে। সোভিয়েট ইউনিয়নের কর্মপ্রতিষ্ঠান-গুলি নিজেদের খরচায় ক্ষমতাবান কর্মীদের উচ্চশিক্ষার জন্যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেয় এবং তার জন্যে তাদের মাসিক মাইনে বন্ধ করে দেয়া হয় না।

যে সব শিক্ষার্থীরা স্কুলে পুরোপুরি দশ বছর পড়তে চায় এবং দশম শ্রেণীর

কাজে তাদের আগ্রহ সে কাজই তারা করছে। সোভিয়েট নাগরিকের সমস্ত অধিকার তারা ভোগ করেছে পুরোমাত্রায়। নতুন সমাজব্যবস্থা তারা গড়ে চলেছে যার অস্তিত্বই হল সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের ভিত্তির ওপর। তারা জানে, যে কোন অঘটনই ঘটুক না কেন—তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মুছে যাবার নয়।

শিক্ষক প্রভৃতি সবাই তার সভ্য ছিল এবং স্থানীয় কমিটিতে নির্বাচিত হওয়ার উপযুক্ত ছিল। অবিশ্যি স্কুলপরিচালনায় যারা আছে তারা ট্রেড ইউনিয়ন আপিসের কর্মচারী হিসেবে নির্বাচিত হতে পারে না।

আমাদের স্কুলটি ছোট হওয়ায় আমাদের কমিটির মধ্যে তিনজন ছিলেন—সভাপতি, সাংস্কৃতিক কর্মী ও সম্পাদক। সম্পাদক সমষ্টির কাজকর্ম পরীক্ষার কাজেরও ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। এই তিনজন সভ্য কমিটির সম্মিলিত মত অনুসারে অন্যান্য সভ্যদের সংঘের কিছু কিছু কাজ করতে বলতে পারেন। এও এক রকম সামাজিক কাজ। আমি সভানেত্রী থাকা কালে দুজন সহকর্মী নিয়েছিলাম—একজন রাশিয়ান শিক্ষক—তার কাজ হল সাংস্কৃতিক কাজকর্মের দায়িত্বে থাকা এবং একজন পরিষ্কারক—তার কাজ হল সমাজতান্ত্রিক চুক্তি ও অঙ্গীকার-পত্রের ফলাফল বিচার করা।

সাংস্কৃতিক কর্মীর কর্মক্ষেত্র অবিশ্যি অত্যন্ত ব্যাপক। তার প্রথম ও প্রধান কাজ হল—যে যা শিখতে ও জানতে চায় তার ব্যবস্থা ও সুবিধে করে দেয়া। আমাদের নিজেদের কয়েকটি ক্লাশ ছিল যেমন ইংরেজ ও আমেরিকান শিক্ষকদের জন্যে রুশ-শিক্ষা ক্লাশ; রাশিয়ান শিক্ষকদের জন্যে ইংরেজী ক্লাশ; সমষ্টির অর্ধশিক্ষিত সভ্যদের জন্যে রাশিয়ান, গণিত ও অন্যান্য বিষয়ে পাঠের ব্যবস্থা; প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যাজের জন্যে শিক্ষা ও পরীক্ষার আয়োজন এবং এখানকার খেলোয়াড়দের জেলায় যোগদানের জন্যে প্রস্তুতি ও পরীক্ষার ক্লাশ। তার দ্বিতীয় জরুরী কাজ হল আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা। সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যান্য নাগরিকদের মত আমাদের সভ্যদেরও নাটক দেখার ব্যাপারে উৎসাহের অন্ত ছিল না এবং সে কারণে অত্যধিক দর্শকদের চাপে টিকিট পাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হত। সুতরাং সাংস্কৃতিক কর্মীর কাজ হল আমাদের

টিকিট সংগ্রহ করে দেয়া। ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সাহায্যে তার সঙ্গে 'বিশেষ বুকিং আপিসের' যোগাযোগ থাকতো—ফলে চাহিদা অনুসারে টিকিট পাওয়া অসম্ভব হত না। মাঝে মাঝে দলবেঁধে যাদুঘর, সিনেমা ও রঙ্গালয়ে যাওয়ার সমস্ত আয়োজনের ভারও থাকতো তার ওপর। 'রোমিও জুলিয়েট' 'ইণ্টারভেন্‌সন,' 'ইন্সপেক্‌টার জেনারাল,' 'চেরি অচার্ড'এর মত নাটক স্কুলের সমস্ত কর্মীরা একসঙ্গে দেখতে যেতাম। তা ছাড়া কেউ ব্যক্তিগতভাবে বা সবান্ধবে নাটক দেখতে যেতে চাইলে তার টিকিট কেনার ভারও সাংস্কৃতিক কর্মীর ওপর থাকতো।

প্রত্যেকে যাতে দৈনিক সংবাদপত্র নিয়মিতভাবে পড়ে এবং দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে অবগত থাকতে পারে ও স্কুল গ্রন্থাগার বা সাধারণ গ্রন্থাগার থেকে প্রচুর পরিমাণে পছন্দমত বই পেতে পারে তার প্রতি নজর রাখা হল সাংস্কৃতিক কর্মীর আরেকটি কাজ। সংক্ষেপে কোন স্কুল- কর্মী যাতে সংস্কৃতিগত উন্নতির সুযোগ সুবিধে থেকে বঞ্চিত না হয় তার প্রতি সজাগ ও সচেষ্ট থাকাই হল তার কর্তব্য। তার নীচে দুজন সহকর্মী থাকে যারা তাকে টিকিট কেনা ও বই বিলি করার ব্যাপারে সাহায্য করে। স্কুল বছরের শেষে আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মী সর্বসম্মতি-ক্রমে 'শক-ওয়ার্কার' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সমাজসেবী বলে প্রশংসিত হল।

ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সভ্যেরা নিয়মিতভাবে মাসে দুবার করে মিলিত হত। কেউ আমাদের আলোচনায় যোগদান করতে চাইলে আমরা তাকে আমন্ত্রণ জানাতাম এবং তার কোন বক্তব্য থাকলে তা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। আমরা এই সভায় আয়-ব্যয় (স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিকে প্রতিষ্ঠানের আয় থেকে শতকরা একভাগ খরচের জন্যে দেয়া হয়), সাংস্কৃতিক কাজকর্মের খস্‌ড়া, ছুটির সময়ে উৎসবের ব্যবস্থা, কোন্ কোন্ সভ্যকে বৃত্তি দেয়া হবে ও কারা কারা তাদের

শিক্ষকদের ছুটি

সোভিয়েটের প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী গ্রীষ্মকালে দু মাস মাইনে সমেত ছুটি পেয়ে থাকে। এই ছুটি যাতে ভালভাবে ব্যয়িত হতে পারে সেজন্যে ট্রেড ইউনিয়ন সব সময়ে তাদের নানান্‌ভাবে সাহায্য করে। সোভিয়েটের কর্মীরা ছুটির সময়ে বাড়ীতে বসে থাকাকে সত্যিকার ছুটি বলে মনে করে না। তারা বাইরে হাওয়া বদলে যায়, হয় স্যানাটোরিয়ায় (সোভিয়েট ইউনিয়নে স্যানাটোরিয়ম কেবলমাত্র টি·বি রোগীদেরই একচেটে নয়—সমস্ত রকম রোগীদের জন্যেই স্যানাটোনিয়ম আছে) কি রেস্ট হোমে কিংবা গ্রামাঞ্চলে কি সমুদ্রতীরে।

১৯৩৫ সালের গ্রীষ্মকালে আমি ও আর একটি শিক্ষয়িত্রী একসঙ্গে ছুটি কাটাবো স্থির করলাম। ভাবলাম দক্ষিণাঞ্চলে যাবো—সেখানকার উষ্ণতা ও ককেশাসের সৌন্দর্যের গল্প অনেক শুনেছি। ইচ্ছে ছিল যতটা পারা যায় সোভিয়েটের নানান্‌ দেশ ঘুরতে চেষ্টা করবো; তবে ছুটিটা ভালভাবে কাটানোর প্রতিই আমার বিশেষ আগ্রহ।

আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সভাপতির সঙ্গে এ বিষয়ে আমরা কথা বললাম। আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশ করায় তিনি আমাদের প্রোলিটেরিয়ান টুর্‌স্‌ সোসাইটির আপিসে গিয়ে সেখানকার কোন এক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলতে বললেন। সেখানকার বিশেষজ্ঞদের কাজই হল এ বিষয়ে সাহায্য করা। তিনি টেলিফোনে সেই আপিস থেকে মন্ত্রণার সময় জেনে নিলেন। তার পর আমরা গেলাম। প্রোলিটেরিয়ান টুর্‌স্‌ সোসাইটির আপিস প্রাচীরপত্র, মানচিত্র ও

ভ্রমণের নানান্ রকম তথ্যপূর্ণ নক্সা দিয়ে সাজানো। স্টিমার যোগে উদীচ্যবৃত্তে বেড়াতে যাওয়া থেকে নিয়ে ককেশাসের ভয়াবহ পর্বতদেশে (ভূমির উচ্চতার কারণে সেখানকার আবহাওয়া ঠাণ্ডা) ভ্রমণের সমস্ত খবরাখবর নক্সায় লিপিবদ্ধ করা আছে। একটা বিরাট টেবিলে বই ও কাগজপত্র গোছানো—সেখানে দেখলাম, কয়েকজন বসে বসে নোট নিচ্ছে। একদিকে বিশেষজ্ঞ একদল ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন। মনে হল তারা কামা নদীতে নৌ-যাত্রা ও জর্জিয়ান সামরিক রাজপথ দিয়ে পদব্রজে বেড়াতে যাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করছে।

তাদের কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা ঘরেতে ঘুরে বেড়ালাম এবং আমাদের পালা আসায় চেয়ারে গিয়ে বসলাম। বললাম, সোভিয়েট ইউনিয়নে এইটাই আমাদের প্রথম ছুটি সুতরাং আমরা যতটা সম্ভব বেশী ভ্রমণ করতে চাই।

একখানি মানচিত্র বের করে বিশেষজ্ঞ বললেন—আমি আপনাদের স্টিমার করে ভল্‌গায় বেড়াতে যেতে পরামর্শ দেবো। তারপর আপনারা গোর্কী থেকে স্টালিনগ্রাদে যেতে পারেন—এবং সেখান থেকে ট্রেন যোগে সোচিতে গিয়ে যতদিন ইচ্ছে আমাদের হোস্টেলে গিয়ে থাকতে পারেন। তবে রওনা হওয়ার আগে এখান থেকে দশ দিনের জন্যে একটা পাশ নিয়ে যাবেন। কিন্তু ইচ্ছে করলে আপনারা তার বেশীও থাকতে পারেন। কিংবা আপনারা নিপার নদীতে নৌ-যাত্রায় বেরুতে পারেন—থামবেন গিয়ে ক্রাইমিয়ায়। সে জায়গাটিও খুব সুন্দর।

আমরা ভল্‌গায় বেড়াতে বেরুবো স্থির করলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে দুটো টিকিট ও সোচির হোস্টেলের জন্যে দুটো পাশ নিলাম। দক্ষিণাঞ্চলে বেড়াতে যাচ্ছি—আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম আমরা। সোভিয়েট

হোটেল কর্মাধ্যক্ষের বন্ধুতা ও ভদ্রতা (এই সাহচর্যের জন্যে তিনি এক পয়সাও পারিশ্রমিক নিতে প্রস্তুত নন) সত্যিই অতুলনীয়। আমাদের ছুটির আগাগোড়া আমরা এই রকম ব্যবহার পেয়ে এসেছি। আমরা যেখানে যেতে চেয়েছি এবং যা দেখতে চেয়েছি, আমাদের তার সমস্ত সুযোগই দেয়া হয়েছে।

আমরা সন্ধ্যে ছটায় গিয়ে স্টিমারে উঠলাম। আমাদের যে কেবিনটি দেয়া হল—তা দুজনের উপযোগী এবং ডেকের ধারে। কেবিনটি ছোট হওয়া সত্ত্বেও খুব আরামদায়ক। স্টিমার নোঙর তোলার সঙ্গে সঙ্গে জানলার সামনে ভেসে উঠল নদীর দক্ষিণস্থ তটরেখা—আকাশের নীচে তা যেন তীক্ষ্ণ নক্সা কেটে রেখেছে। বাঁ দিকের তীর এত নীচু ও সমতল যে সেখানকার গাছগুলি দেখলে মনে হয় যে তারা জল থেকে ফুঁড়ে বেরিয়েছে।

এর আগে এত চওড়া নদী আমি কখনও দেখিনি। যখন শুনলাম আমরা নদীর মোহানা থেকে তিন হাজার কিলোমিটার দূরে রইছি তখন ভাবলাম না জানি নদী আরও কতদূর ছড়িয়ে আছে।

সন্ধ্যের দিকে আমরা ডেকের ওপর বেড়াতে বেড়াতে আমাদের সঙ্গীদের লক্ষ্য করতে লাগলাম। চারজন যন্ত্র-বাজিয়ের সঙ্গে আমাদের আলাপ হল। তারা বলল তারা লেনিনগ্রাদ সংগীতভবনের সভ্য এবং তারা বাকুতে তাদের অর্কেস্ট্রা দলের সঙ্গে মিলিত হতে চলেছে। সেখানে এই গ্রীষ্মকালে তারা কন্‌সার্ট শোনাবার কাজে ব্যস্ত থাকবে। তারা জলপথে ভল্‌গা দিয়ে আস্ট্রাখানে যাচ্ছে এবং সেখানে থেকে তারা জাহাজে করে কাস্‌পিয়ান সমুদ্র পার হবে। সাধারণ সংগীত ও সোভিয়েট সংগীত সম্বন্ধে জাহাজে তাদের সঙ্গে পাঁচদিন ধরে দীর্ঘ আলোচনা হল। বিদায় নেবার সময়ে তারা আমাদের লেনিন-

নতুন আলাপীদের সঙ্গে গল্প করতাম। চোখের সামনে ভেসে উঠতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিগন্তবিস্তৃত বিস্ফার। রান্নাবান্নাও অত্যন্ত সুস্বাদু হত। রাঁধুনী ভল্‌গার প্রথানুযায়ী নানান্ রকম সামুদ্রিক মাছের তরকারী ও মিষ্টি খাবার পরিবেশন করত। এই রাঁধুনীর সমকক্ষা একমাত্র লেনিনগ্রাদ থেকে লণ্ডন ফেরার পথে শিবির-এ পেয়েছিলাম।

আমাদের গোর্কী থেকে স্টালিনগ্রাদ পৌঁছনোর কথা ভোর পাঁচটায়। চারটের সময়ে উঠে মালপত্র বেঁধে ডেকে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমাদের গন্তব্যস্থানের মুখে ক্রমশই আমরা এগিয়ে চলেছি। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলেছে ছোট ছোট ঢেউএর সারি। দক্ষিণ দিকের নদীতীর জল থেকে অনেক ওপরে উঠে আছে: তার ধারে দেবদারু গাছে-ঢাকা পাহাড়। বাঁ দিকের তটরেখা বহু দূরে পড়ে আছে। এতদূরে যে, আমরা নদীতে আছি তা বিশ্বাস হয় না—মনে হয় এটা একটা বিশাল তটহীন হ্রদ।

বাঁ দিক ঘেঁষে যেতে যেতে শহর ক্রমশ কাছে এগিয়ে এল। দৃশ্যমান হয়ে উঠল দীর্ঘ জেটি। গোর্কী থেকে আমরা প্রায় দু হাজার কিলো-মিটার পথ এসেছি অর্থাৎ আমাদের ভ্রমণের প্রথম অধ্যায় শেষ হয়েছে। সহযাত্রীদের বিদায় জানিয়ে আমরা জেটি পার হলাম এবং দীর্ঘ চড়াই ভেঙে স্টেশনে গিয়ে আমাদের মালপত্র জমা দিলাম। বাইরে বেরিয়ে দেখি ট্রাক্টর কারখানার দিকে ট্রামগাড়ী চলেছে। তাড়াতাড়ি তাতে উঠে বসলাম।

মিনিট কুড়ি পরে আমরা কারখানায় গিয়ে পৌঁছলাম। কারখানা চারদিক থেকে পথঘাট দিয়ে বেড়া দেয়া। রাস্তায় ছোট ছোট শাদা রঙের বাড়ী। বাড়ীর সামনের বাগানে ফুলগাছ আর সব্জীর প্রাচুর্য। কারখানার আশেপাশেও লন্ আর ফুলগাছের কেয়ারি। সমস্ত মিলে

রেলওয়ে টিকিট বিনামূল্যে পেয়েছে এবং পথের যাতায়াতের দিনগুলি তাদের ছুটির মধ্যে ধরা হবে না। প্রত্যেকের কাছ থেকেই আমরা তাদের যৌবনের কাহিনী ও রাষ্ট্র তাদের জন্যে কি করেছে তার গল্প শুনলাম।

বিপ্লবের আগে তাদের দুজন মাঠের চাষী ছিল—সারা জীবন হাড়ভাঙা খাটুনি আর নিরক্ষরতা—এই ছিল তাদের ভাগ্য। তৃতীয় সৈন্যটি ছিল রাস্তার ঝাড়ুদার—সমস্তদিন অর্ধাহারে কাটাতো। কিন্তু এখন তারা যা কাজ ইচ্ছে তাই করতে পারে। তারা সৈন্যবিভাগে থেকেও পড়াশোনা সাধারণভাবেই করে যাচ্ছে এবং এই বিভাগে তাদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দেয়া হবে। ইচ্ছে করলে সৈন্যবিভাগে তারা স্থায়ীভাবেও থাকতে পারে।

এই সব বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে আমাদের সময় আনন্দের মধ্যে দিয়ে কেটে যাচ্ছিল। পরের দিন সকালে ট্রেনের প্রধান গার্ড আমাদের কামরায় এলেন। তিনি শুনেছিলেন ট্রেনে কয়েকজন বিদেশিনী ভ্রমণ করছেন। সুতরাং তিনি আমাদের সঙ্গে গল্প করতে এলেন। তিনি গর্বের সঙ্গে আমাদের তাঁর 'শকওয়ার্কার' কার্ড দেখালেন। তিনি একজন শকওয়ার্কার। তাঁর ট্রেন যথাসময়ে যাচ্ছে এবং আরোহীদের তিনি যথাসম্ভব সুবিধে দেয়ার দিকে সচেষ্ট। 'মা-দের' জন্যে যে কামরা সংরক্ষিত তিনি আমাদের সেখানে নিয়ে গেলেন। সে কামরার জানলায় ঝকঝকে পরদা লাগানো—ছোট ছোট টেবিলের ওপর নানান্ ধরনের মনোহারী খেলনা। কামরাকে দেখে ছোটদের নার্সারি বলে মনে হয়। আমরা প্রত্যেক কামরায় একটা করে গার্ডের ঘর দেখলাম। এই ঘরে গার্ডেরা থাকেন এবং আরোহীদের জন্যে চা তৈরী করে দেন।

আমাদের চোখের সামনে দিয়ে মাইলের পর মাইল যোজনব্যাপী প্রান্তর বেরিয়ে চলল। মনে হল এর যেন শেষ নেই! যতদুর দু চোখ যায় বাদামী সমতলভূমির ওপর ক্বচিৎই মাটির ঢিবি বা গর্ত দেখা যায়। কেবল এখানে সেখানে ছোট ছোট গ্রাম আর সঞ্চরণশীল গরুবাছুর ও উঠ চোখে পড়ে। দৃশ্য দেখে মনে হয় কী সুবিশাল এই সোভিয়েট দেশ!

দ্বিতীয় দিনের অপরাহ্ন থেকে দৃশ্য বদলে গেল। সমভূমি মুছে গিয়ে দেখা দিল গাছপালা। তার পরদিন সকালে আমরা ঘুম থেকে উঠে দেখলাম—দেবদারু গাছে ঢাকা পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে আমরা ছুটে চলেছি। কয়েক ঘণ্টা সরু উপত্যকার মধ্যে দিয়ে পাক খেয়ে যেতে যেতে সমুদ্র চোখে পড়ল। টুয়াপ সি—শহরটা কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে তেলের পাইপ আর ট্যাঙ্কের প্রকাণ্ড সমারোহের মধ্যে জেগে আছে। সমুদ্রটি অন্যান্য সমুদ্রের তুলনায় মোটেই বেশী কালো নয় বরং ভূমধ্য সাগরের মত নীল।

টুয়াপ্‌সি থেকে ট্রেন অগ্রসর হল। তার একদিকে সমুদ্রতীর অন্য দিকে জঙ্গলে ঢাকা উঁচু পাহাড়। ট্রেন ছোট স্টেশনে থামতে থামতে যাচ্ছিল। স্টেশনগুলির পেছনে বিশ্রামঘর ও স্যানাটোরিয়ার বাড়ীগুলো চোখে পড়ে। সোভিয়েট শ্রমিকদের রঙ্গভূমির সীমানার মধ্যে এসে পড়েছি আমরা!

বিকেলবেলা এসে পৌঁছলাম সোচিতে। সেখান থেকে খাড়া পথ বেয়ে উঁচু পাহাড়ের মাঝখানে হোস্টেলের দোতলা কাঠের বাড়ী। বাড়ীর পেছনের বাগান পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নেমে গিয়েছে—তার মাঝে মাঝে কয়েকটা তাঁবু। প্রখর রোদের কী শানিত তেজ! আমরা বাড়ীর পেছনকার চওড়া বারান্দার ছায়ায় এসে দাঁড়ালাম।

সাগরের সমস্ত উপকূল জুড়ে এই রকম জায়গা ছড়িয়ে রয়েছে। এক থেকে অন্যটি আরও মনোরম।

সোচিতে আমাদের ছুটি কেটেছে আনন্দের মধ্যে দিয়ে। আমরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী রুটিন তৈরী করেছিলাম। সোচিতে আমরা যখন ইচ্ছে আহার করতে পারতাম। প্রাতরাশ পাওয়া যেতো সকাল সাতটা থেকে নটা ; দুপুরের খাবার একটা থেকে তিনটে ; রাতের খাবার সন্ধ্যে সাতটা থেকে নটা। আমরা ভোরবেলা উঠতাম। প্রাতর্ভোজন করতাম সকাল সাতটায়। তার পর ফলের বাজার হয়ে সমুদ্রতীরে যেতাম। এক গাদা চেরি, পীচ ও আরও অন্যান্য ফল আমাদের সঙ্গে থাকতো। আমরা রোদ পোয়াতাম এবং দুপুর প্রখর না হওয়া পর্যন্ত স্বচ্ছ জলে সাতার দিতাম। সাঁতার শেষ করে পার্কের মধ্য দিয়ে হোস্টেলে ফিরে যেতাম। যেতে যেতে ডেয়ারী থেকে আইসক্রীম কিনতাম। তারপর এক বা দু ঘণ্টা বিশ্রাম নিতাম তাঁবুতে গিয়ে। দুপুরের খাওয়া শেষ করে আবার যেতাম সমুদ্রতীরে। আরও অনেক আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও আমরা এইখানেই বেশীর ভাগ সময় কাটাতাম।

ছুটা বাজলে আমরা শহরে বেড়াতে যেতাম কিংবা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতাম বা ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে বই পড়তাম। দূরে বরফ ঢাকা পাহাড়ের দৃশ্য ঝলমল করে উঠতো দ্যুতিতে।

সন্ধ্যেবেলা বাড়ীতে থাকতাম। আমাদের সহভ্রমণকারীদের সঙ্গে নাচতাম, গাইতাম। কিংবা দল বেঁধে কোন পার্কে ব্যাণ্ড বা কনসার্ট শুনতে যেতাম।

একদিন লালফৌজের সৈনিকরা জর্জিয়া থেকে আমাদের হোস্টেলে এসে উঠল। সন্ধ্যেটা কাটল আমোদ করে। তারা আমাদের জাতীয় সংগীত শুনিয়ে ও নাচ দেখিয়ে আপ্যায়িত করল। শেষের

কাপড়চোপড় ছিল যে তারা দিনে দু-তিনবার করে বেশ পরিবর্তন করতেন। আর একজন সুন্দরী মহিলা ছিলেন—ছোট ছোট কালো চুল। তিনি বললেন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর, যদিও তাঁকে পয়ত্রিশ বছরের বেশী বলে মনে হয় না একদিন তিনি আমাকে রৌদ্রস্নান করতে করতে তাঁর জীবনের ইতিহাস বললেন। তাঁর যখন দশ বছর বয়স তখন থেকে তিনি কাপড়ের কলে কাজ করছেন। যখন বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ল তখনও তিনি সম্পূর্ণ অশিক্ষিতা এবং সেই পুরোনো কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু এখন চেয়ে দেখুন আমার দিকে। গর্বের সঙ্গে মহিলাটি বললেন।—এখন আমি শুধুমাত্র লিখতে পড়তেই জানি না, শ্রমিকদের স্কুলের সমস্ত পাঠ আমি শেষ করেছি। এখন আমি কেনাকাটার কাজ করি। আমাদের কাপড়ের কল থেকে আমাকে কলের দরকারী জিনিস-পত্র কিনতে পাঠানো হয়। আমি নানান্ জায়গায় ঘুরে বেড়াই। আমার সঙ্গে অনেক টাকা পয়সা থাকে। আমার একটা ফ্ল্যাট আছে। সেখানে আমার মা আর দুই ছেলেমেয়ে থাকে। অনেক বছর হল আমার স্বামী মারা গেছেন। আমার যখন ত্রিশ বছর বয়স তখন আমি ছটি ছেলে-মেয়ের মা। কিন্তু তখন আমরা যে অবস্থার মধ্যে থাকতাম তাতে অধিকাংশ ছেলেমেয়েই মারা যেত। সে সময়ে মাদের ওপর কোন যত্ন নেয়া হত না—সেজন্যে আমাদের ওদিকে মশা মাছির মত ছেলেমেয়ে মারা যেত। যাক্, সে সব দিন চিরদিনের মত শেষ হয়ে গেছে—সুতরাং তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। মহিলাটি আমাদের আইভা-নোভাতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে থাকার জন্যে অনুরোধ জানালেন।

আমাদের তাঁবুর অন্যান্য সঙ্গীরা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের ছাত্রী। তাঁরা তাঁদের ছাত্র-বন্ধুদের সঙ্গে একযোগে আমোদ করছিলেন। ছাত্র-বন্ধুরা থাকতেন আমাদের তাঁবু থেকে কিছু দূরে

আরেকটি তাঁবুতে। তাঁরা সবাই স্বাস্থ্যবতী তরুণী। সাঁতার কাটা ও পাহাড়ে ওঠার প্রতি তাঁদের ভয়ানক শখ। শুধু তাইই নয় তাঁরা নাচতে ভালবাসতেন। আমাদের তাঁরা ইংরেজী কায়দায় 'ফক্স্ ট্রট' নাচ শেখাবার জন্যে অনুরোধ জানালেন।

অবসর যাপনের সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা ও বন্দোবস্ত দেখে আমরা সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কোন কিছু নিয়ে কাউকে মাথা ঘামাবার বা চিন্তা করবার প্রয়োজন হত না। বিশ্রামঘর ও স্যানাটোরিয়ায় নাপিত, ঝাড়ুদার, ধোপা, মুচি ও ম্যানিকিউরিস্ট সবেরই বন্দোবস্ত আছে। অত্যন্ত মনোরম এক খাবারঘরে খাদ্য পরিবেশন করা হয়। বাগানে আরামপ্রদ বেঞ্চির ব্যবস্থা আছে যেখান থেকে সব চেয়ে ভাল দৃশ্য চোখে পড়ে। ডাক্তারেরা সারাদিন উপস্থিত থাকেন। একজন স্থায়ীভাবে সেই বাড়ীতেই থাকেন এবং স্যানাটোরিয়ায় সব রকম রোগের চিকিৎসা করা হয়।

কিছু আশ্চর্যের কথা নয় যে এখানে অবসর যাপনের পর লোকেরা সুস্থ ও সবল হয়ে বাড়ী ফিরে যায়। এখানে তাদের কাজ হল আরাম করা আর উপভোগ করা ; ভাল ভাল জিনিস খাওয়া আর সময়-তালিকা মেনে চলা। এ ছাড়া অন্য যা কিছু তার ব্যবস্থা করেন কর্তৃপক্ষ।

আমরা উজ্জ্বল স্বাস্থ্য ও নতুন উদ্যম নিয়ে ফিরে গেলাম মস্কোয়। যদিও আমি বিশ্রামগৃহে আরও কয়েকবার অবসর যাপন করেছি তবু দক্ষিণ প্রান্তে আমার এই প্রথম ভ্রমণ ও প্রত্যেকের অন্তরঙ্গ বন্ধুতা কখনও ভুলে যাবার নয়। এ অভিজ্ঞতাও ভুলে যাবার নয়—যে একমাত্র সোভিয়েট রাষ্ট্রেই এই রকমের ছুটি কাটানো সম্ভব এবং একমাত্র সোভিয়েট রাষ্ট্রই তার কোটি কোটি কর্মীদের আমোদ ও বিশ্রামের জন্যে এত প্রভূত অর্থ ব্যয় করতে পারে।

আট থেকে পনের বছর পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক। প্রত্যেক ছাত্রকেই স্কুল ছাড়ার আগে প্রথম থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়তেই হবে। সাত বছর স্কুল-শিক্ষার নিদর্শন-পত্র না দেখাতে পারলে কোন যুবকের পক্ষে কাজ সংগ্রহ করা একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আগামী দু-এক বছরের মধ্যেই উপযুক্ত সংখ্যক স্কুল-বাড়ী ও শিক্ষক পাওয়ামাত্র আঠারো বছর পর্যন্ত স্কুল-শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। এমন কি এখনও কোন ছাত্র ইচ্ছে করলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়তে পারে কারণ ইতিমধ্যে অনেক স্কুলকেই দশ-বছর শিক্ষা দেয়ার উপযুক্ত করে গড়ে তোলা হয়েছে।

গত কয়েক বছরের মধ্যে একমাত্র মস্কোতেই পাঁচ-শো নতুন স্কুল-বাড়ী নির্মাণ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বাড়ীই এক হাজার ছাত্রকে শিক্ষা দেয়ার মত প্রশস্ত। এই বাড়ীগুলি প্রত্যেক পাঠ্যবিষয়ের উপযোগী সমস্ত রকম সাজসরঞ্জামে সাজানো। সিনেমা-যন্ত্র, ম্যাজিক লণ্ঠন, প্রচুর স্লাইড, সমস্তই স্কুলগুলিতে মজুত আছে। স্থানীয় শিক্ষা বোর্ড প্রত্যেকটি জেলায় বিশেষ রকমের ফিল্‌ম্ লাইব্রেরী পরিচালনা করে এবং এখানকার ফিল্‌ম্‌গুলি পাঠ্যবিষয়ের প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে তোলা হয়। শিক্ষক তার বিষয় অনুসারে যেমন ইতিহাস, ভূগোল বা যে কোন রকম বিজ্ঞান সম্পর্কীয় ফিল্‌মের সাহায্যে তার বক্তব্যকে চিত্রিত করতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য জায়গা থেকে যে সমস্ত শিক্ষক সোভিয়েট দেশে এসেছেন তাঁরা এই দেশের স্কুলগুলির সাজসরঞ্জাম প্রভৃতির শ্রেষ্ঠত্ব অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেছেন কারণ পৃথিবীর অন্যান্য যে যে কোন দেশের চেয়ে সেগুলি শ্রেষ্ঠ।

প্রত্যেক স্কুলের একটি করে লাইব্রেরী আছে এবং গত কয়েক বছরে লাইব্রেরীগুলিকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্যে বিশেষ অর্থ সাহায্য করা

হয়েছে ; পড়বার ঘরে দেয়া হয়েছে সমস্ত রকম শিল্প ও শিক্ষা সংক্রান্ত পত্রিকা এবং দৈনিকপত্র। স্কুল-গ্রন্থাগারিকের কাজ হল ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষকদের সাহায্য নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্য ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কাজকর্মে আগ্রহশীল করে তোলা।

সোভিয়েট স্কুলগুলির আরেকটি বিশেষত্ব হল পশুশালা। পোষা জন্তুদের রাখার জন্যেই এই পশুশালা পরিচালনা করা হয় না। আসল উদ্দেশ্য হল এর মারফৎ প্রাণীতত্ত্বের শিক্ষাকে আরও জীবন্ত করে তোলা। জন্তু জানোয়ার, পাখী, মাছ এবং গাছ-গাছড়া—এ সবের সাহায্যে পঠিত বিষয় অনেক প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, ছাত্র-ছাত্রীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী জন্মায়, তারা জন্ম ও ক্রমবৃদ্ধির ধারা বুঝতে শেখে এবং উৎপাদন-ক্রিয়া ও সাংকর্যের (crossing) ধিয়োরী কার্যে পরিণত হতে দেখে।

নীচের ক্লাশগুলিতে ছাত্রের সংখ্যা হল বিয়াল্লিশজন এবং অষ্টম, নবম এবং দশম ক্লাশে ছাত্র-সংখ্যা ত্রিশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। কোথাও কোথাও যেখানে স্কুল-বাড়ী ও শিক্ষকের সংখ্যা অল্প, সেখানে এক শ্রেণীতে ৪৬।৪৭ জন ছাত্র নেয়া হয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক অতিরিক্ত ছাত্র পিছু শিক্ষকদের বেশী পারিশ্রমিক দেয়া হয়। একটা কথা, বাড়ী এবং শিক্ষকদের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাশ পিছু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও কমিয়ে দেয়া হবে।

প্রথম চারটি শ্রেণীতে একই শিক্ষকের সমস্ত বিষয়ের ওপর একশো ঘণ্টা শিক্ষকতা করার ভিত্তিতে বেতন দেয়া হয় এবং উঁচু ক্লাশে যেখানে একেকটি বিষয় একেকজন বিশেষজ্ঞ পড়ান সেখানে বেতনের ভিত্তি পঁচাত্তর ঘণ্টা। তাছাড়া ভাষা ও গণিত শিক্ষকরা, যেখানে তাদের খাতা পরীক্ষা করে মার্ক দিতে হয়, প্রতি মাসে চল্লিশ রুবল অতিরিক্ত পেয়ে থাকেন। বাঁধা সময়ের বেশী পড়ালেই শিক্ষকদের

অতিরিক্ত বেতন দেয়া হয়। ফলে যে কোন বিষয়ের বিশেষজ্ঞের পক্ষে বেশ ভাল রকম অর্থ উপার্জন করা অসম্ভব নয়। ১৯৩৬ সালে শিক্ষকদের শতকরা একশো ভাগ মাইনে বৃদ্ধি হওয়ার পর বর্তমানে শিক্ষকরা মাসিক চারশো থেকে হাজার রুবল পর্যন্ত অর্থোপার্জন করে থাকে।

সোভিয়েট শিক্ষার লক্ষ্য হল সম্পূর্ণ সংস্কৃতিবান স্ত্রী-পুরুষ গড়ে তোলা। এখানে 'সংস্কৃতি' কথার ব্যাপক অর্থ হল উৎকর্ষ, যুগ থেকে যুগে শিল্প-কলার যে ধারা বয়ে আসছে তার গুণগ্রহণ এবং মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণের ক্রমবিকাশ। সোভিয়েট শিল্প ও কৃষির দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রকমের সুদক্ষ কর্মীর চাহিদা বেড়েই চলেছে। তাছাড়া, এই অগ্রগতির মূল লক্ষ্য হল যন্ত্রকে মানুষের দাসে পরিণত করা যাতে মানুষ আরও অনেক অবসর পায়। সুতরাং এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হল অবসর এবং মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি।

স্কুলের পাঠ্যবিষয়কে সমাজের প্রয়োজন মেটাতে হবে, দেখতে হবে যে ছাত্র-ছাত্রীরা বনিয়াদী শিক্ষা পেয়ে অত্যন্ত কর্মকুশলী হয়ে ওঠে এবং শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির অধিকারী হয়ে অবসর সময় সংস্কৃতি চর্চায় নিয়োজিত করতে পারে। মার্কসীয় দর্শনের নীতি অনুযায়ী দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর গড়ে উঠবে এই শিক্ষা।

প্রাকৃতিক ঘটনাপ্রবাহকে বুঝতে হলে বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করতে হবে। ইতিহাস-জ্ঞান না থাকলে যেমনি পৃথিবীব্যাপী যে সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তা বুঝতে পারা সম্ভব নয় তেমনি সম্ভব নয় বর্তমান সামাজিক কাঠামো কি ভাবে গড়ে উঠল তা বুঝতে পারা। ভূগোল থেকে ভূপৃষ্ঠের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা চলে কিন্তু রাজনীতি কি ভাবে এই পৃথিবীকে প্রভাবান্বিত করে বর্তমান রূপান্তর ঘটালো তা জানতে হলে ইতিহাস অধ্যয়ন করতেই হবে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং উদ্ভিদ-

শিক্ষার কথা ভেবেছি। সে একটা সম্রাট সম্রাজ্ঞী, যুদ্ধ বিগ্রহ ও সন-তারিখের অত্যাশ্চর্য জগাখিচুড়ি ; তার পেছনকার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি কোন শিক্ষাই পাই নি। অন্যান্য পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধেও আমার এই একই কথা।

সমস্ত স্কুলগুলির কারিকলাম প্রায় একই ; গ্রাম এবং শহর স্কুলগুলির মধ্যে অত্যন্ত সামান্য পার্থক্য আছে। কোন একজন অধ্যক্ষের তা পরিবর্তন করার অধিকার নেই। কোন্ পাঠ্যবিষয়ের ওপর কতটা সময় পড়ানো হবে তা বেঁধে দেয়া আছে—এই অনুসারে প্রত্যেকটি স্কুল তার নিজস্ব সময়-তালিকা তৈরী করে ; হাল্কা পাঠ্যবিষয়গুলি সকালের শেষ দিকে দেয়।

ছাত্রদের স্বার্থের বিরোধী না হলে সময় সম্পর্কে শিক্ষকদের সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা করে দেখা হয়। অবিশ্যি কারিকলাম সম্বন্ধে যদি কোন অধ্যক্ষ বা শিক্ষকের কোন নতুন প্রস্তাব থাকে তাহলে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত সভা বা সম্মেলন হয়ে থাকে তাতে তা আলোচনা করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সেই প্রস্তাব যদি জনসাধারণ সমর্থন করে তাহলে তা কমিসেরিয়ট অব এডুকেশনের গেছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত করার জন্যে একটি বিশেষ কমিটি আছে। এই কমিটির অধিকার আছে যে কোন সিদ্ধান্ত আগামী বছরের সিলাবাসের মধ্যে অঙ্গীভূত করার।

এই রকম পরিবর্তন হতে আমি নিজের চোখে দেখেছি। সত্যি কথা বলতে কি, সোভিয়েট দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ঠিক এই ভাবেই উত্তরোত্তর উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত এবং একত্রিভূত পদ্ধতি হওয়ার ফলে, যারা যারা এই পদ্ধতিকে কার্যকরী করছে তারাও অত্যন্ত সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে তাকে সমৃদ্ধ করতে।

পরিশিষ্ট—২

বাৎসরিক টেস্ট থেকে কয়েকটি মৌখিক প্রশ্ন

১(ক)। গমের চরিত্র নির্দেশক গুণ কী কী? কোথায় জন্মায়, কী কী কাজে লাগে এবং কত দিনকার পুরনো? রাই-এর উৎপত্তি কি থেকে? কোথায় জন্মায়, কী কাজে লাগে? যই এবং যব—কোথায় ফলে এবং কী কাজে লাগে?

(খ) উদ্ভিদবিদ্যায় লিনেইয়াস (তাঁর প্রধান প্রধান দোষগুলি দেখাও), ডারুইন ও মিচুরিনের দান কী কী? কোথায় এবং কোন্ সময়ে তাঁরা বাস করতেন।

(ষষ্ঠ ক্লাশ, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, গ্রীষ্মকাল, ১৯৩৭)

২(ক)। গাছ-শেওলার প্রকৃতি-নির্দেশক বিশেষত্ব কী কী? অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কয়েকটির বর্ণনা দাও। পরীক্ষার সাহায্যে তার ধর্ম বিশ্লেষণ করো। কোথায় পাওয়া যায় এবং কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

(খ) নাগ-সাপ কী ভাবে প্রসব করে?

৩(ক)। লেভেনবক কে ছিলেন? তিনি কী আবিষ্কার করেন এবং তাঁর খ্যাতির কারণ কী?

(খ) চুন ও খড়িমাটির উৎপত্তি কী থেকে?

(ষষ্ঠ ক্লাশ, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, গ্রীষ্মকাল, ১৯৩৭)

৪(ক)। কেঁচোর স্বাভাবিক অভ্যাস, পরিপাক ক্রিয়া, রক্ত, স্নায়ুমণ্ডলী, নিঃসারণ ও প্রসব পদ্ধতি কী কী?

(খ) রবারের ব্যবহার কত প্রকার? কী ভাবে পাওয়া যায়?

(ষষ্ঠ ক্লাশ, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, গ্রীষ্মকাল, ১৯৩৭)

(খ) কৃত্রিম নির্বাচন। কী কী গুণ বংশানুক্রমে আয়ত্তাধীন? অতীতের অবস্থা সম্পর্কে বলো।

(গ) বন্য জন্তু ও বৃক্ষের মধ্যে পার্থক্য কী কী? উদাহরণ দাও।

(সপ্তম ক্লাশ—প্রাণিতত্ত্ব)

১০(ক)। মাছের জন্ম, ডিম ছাড়া ও শিশু-মাছগুলির প্রতি যত্নের কথা বলো।

(খ) মূল্যবান মাছগুলির নাম করো? তারা কোথায় বাস করে? স্টার্জিয়ন, হেরিং, কড ও স্যামন সম্বন্ধে কী জানো?

(গ) মাছের জননক্রিয়া সম্পর্কে বলো।

(সপ্তম ক্লাশ—প্রাণিতত্ত্ব)

১১(ক)। পোকার আভ্যন্তরিক গঠন কী রকম? তার পরিপাক-পদ্ধতি, রক্তচলাচল, নিশ্বাস-প্রশ্বাস, স্নায়ু-মণ্ডলী, জ্ঞানেন্দ্রিয়, জননেন্দ্রিয় ও মাংসপেশী বর্ণনা করো।

(খ) পোকামাকড়ের জন্ম ও ক্রমবৃদ্ধি, সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ আকার পরিবর্তন, শিশু কীটদের যত্ন, শিশু-কীটদের আকারের ভিন্নতা ও বিভিন্নতা সম্পর্কে বলো।

(সপ্তম ক্লাশ—প্রাণিতত্ত্ব)

১২(ক)। জীবজন্তু ও তার সমজাতীয় প্রাণীদের জীবন-সংগ্রাম সম্বন্ধে কী জানো?

(খ) উপযোগীকরণের উদাহরণ দাও। বিবর্তনবাদের পাঁচটি বিধানের নাম করো।

(গ) গাছপালা ও জীবজন্তু সাংকর্যের কাজে সোভিয়েট দেশের নির্বাচন-পদ্ধতি বর্ণনা করো। বর্ণসংকর কাকে বলে?

মানুষের প্রয়োজনে তাদের ব্যবহার ও তাদের খাটাল সম্পর্কে বলো।

(গ) সোভিয়েট ইউনিয়নের খনিজ সম্পদ, তুলনামূলক বিচারে সোভিয়েট দেশের খনিজ সম্পদের সঙ্গে অন্যান্য দেশের পরিমাণগত পার্থক্য এবং এ দেশের উচ্চাবচতা অনুসারে খনিজ সংস্থান কতখানি বর্ণনা করো। প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের খনিগুলি কোথায়? খনিজ সম্পদ উদ্ধার সম্পর্কে কী জানো? সম্প্রতি কোন্ কোন্ প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের খনি চালু করা হয়েছে?

(ঘ) সোভিয়েট ইউনিয়নের ইউরোপীয় অংশের উত্তরভাগ—তার স্থান-নির্দেশ, সীমানা ও রাজনৈতিক বিভাগগুলি কী কী? বহির্ভাগ, নদ-নদী, মাটি, সব্জি-চাষ, আবহাওয়া, সংস্থান, অর্থনীতি, প্রধান প্রধান শহর ও সেখানকার জনসাধারণের বিবরণ দাও।

২০(ক)। মিশর—প্রাচীন মিশর, মেনেস-এর নেতৃত্বে মিশরের একত্রীকরণ, ফ্যারাও, রাজপুত্র, ধর্মযাজক, কৃষকদের অবস্থা, পিরামিড নির্মাণ, কৃষক-বিদ্রোহ ও মিশর-বিভাগ, হিকশস বিজয়, হিকশসদের পতন ও মিশরের সমৃদ্ধি, মিশরীয় ধর্ম, এ্যামন-এর মন্দির, চতুর্থ এমেনোফিসের ধর্ম সংক্রান্ত সংস্কার, মিশরের পরবর্তী যুগ, এসিরিয়া ও পারসিয়া কর্তৃক মিশর অধিকার, গ্রীক ও আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের রাজত্বে মিশরের অবস্থা বর্ণনা করো।

(খ) প্যালেস্টাইন—(ইসরায়েলবাদী—সিরিয়াবাসী ও কানানবাসী) প্যালেস্টাইনের স্থান নির্দেশ করো। আরবে ইসরায়েলবাদী-

কার্যকলাপ, মোজেজের উপাখ্যান, ইসরায়েলবাদীদের পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ, কানান ও সিরিয়ার প্রাচীন অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ, মিশর ভ্রমণ, জর্ডন নদীর চারদিকের দেশগুলি অধিকার, রাজা সল ও ডেভিড, ইসরায়েলবাদী উপজাতিদের একত্রীকরণ, জুডিয়া রাজত্ব গঠন, রাজা সলোমন এবং জেরুসেলাম শহর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দাও।

(গ) চীন—কী ভাবে আমরা চীনের ইতিহাসকে উপলব্ধি করি? প্রথম চীন সভ্যতার সময় নির্দেশ করো। ইয়াংসী নদীর ধারের মানুষদের আগেকার জীবন সম্পর্কে বলো। কিয়াং ও হোয়াং-হো, শাং বংশ, স্বর্গের দূত সম্রাট, রাজকুমার, ধনুর্ধর, চীনা ধর্ম, বুদ্ধি-বিভ্রান্তির যুগ, সিং, চাওদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সূচনা, হাং বংশের শ্রেণী নির্দেশ, হাং সম্রাটদের সংস্কার সাধন, 'লাল ভুরুওয়ালা' এবং 'হলদে পাগড়ীধারী'দের বিদ্রোহ, মোঙ্গোলদের চীন আক্রমণ, কনফুশিয়াস ও তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে বলো।

(ঘ) গ্রীস—প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা, চিত্রকলা ও স্থাপত্যের উন্নতি, যোদ্ধা ও তাদের সাজসরঞ্জাম, অলিম্পিক ও দেলফিক ক্রীড়া সম্পর্কে কী জানো?

(ঙ) স্পার্টা*—স্থান নির্দেশ করো। তার রাজনৈতিক কাঠামো, লিথারগাসের উপাখ্যান, জমির যৌথ মালিকানা, যৌথ ভোজন, স্পার্টার স্কুল ও সৈন্যবাহিনী, ক্রীতদাস এবং পেলোপনেসিয়ান লীগ-এর বিবরণ দাও।

(চ) গ্রীক সভ্যতা,* রঙ্গমঞ্চ, দাস-সভ্যতা, ছুটির দিন, ডিয়নিশাসের

এই প্রশ্ন দুটি গ্রীস-এর অংশের অন্তর্ভুক্ত।

পরিশিষ্ট—৩

পাঠ্য পুস্তকের সারাংশ

মজুর

সমস্ত পথ ঘাট ঢেকে গিয়েছে বরফে।
কিন্তু দেখ, মজুররা ঝাঁট দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে বরফগুলো।
আমাদের হামাগুড়ি দিতে হবে না।
পায়ে ঠাণ্ডা লাগবে না আমাদের।
জয় হোক মজুরদের!

(প্রথম রিডার—মস্কো, ১৯৩৭)

উৎপন্ন ফসল ও শরৎকালের কাজ

১। ক্ষেতে গিয়ে শরৎকালের ফসলে হাত লাগাও। কত রকমের কপি আর সবজি হয়েছে পরীক্ষা করে দেখ।

২। নানা রকম উৎপন্ন শস্য একসঙ্গে সংগ্রহ করো।

৩। সরকারী বা যৌথ খামার থেকে তোমার জেলার নতুন আবাদের নমুনা এবং সদ্য উন্নত গাছের চারা সংগ্রহ করো।

(প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পরিশিষ্ট—মস্কো—১৯৩৭)

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পাঠের সারাংশ

১। উদ্ভিদের বিস্তার

গ্রীষ্ম শেষ হয়েছে। মাঠে মাঠে কাটা ধানের আঁটি তোলা হয়ে গেছে; ধান পাকার সঙ্গে সঙ্গে ফসল কাটার কাজ শেষ হয়েছে। প্রায়

প্রত্যেকটি গাছপালা, ঝোপ ঝাড় আর সব্জি রঙিন হয়ে উঠেছে ফুলে, পুরুষ্টু হয়ে উঠেছে বিচিগুলো। আগামী বছর নতুন চারা জন্মাবে এই বিচি থেকে।

ফলের মধ্যে বিচিগুলো বড় হয়। আর এই ফল জন্মায় ফুলের কেশর থেকে।

একমাত্র সোঁদা ভিজে মাটিতেই বিচি পুতলে চারা জন্মায়।

আমরা সবাই জানি আপেল গাছ থেকে পাকা আপেল ফল কত সহজে মাটিতে পড়ে। একটু নাড়া দিলেই বৃষ্টির মত আপেল ফল ঝরে পড়তে থাকে। কয়েকদিন পরে এই ফলগুলি ঝোড়ো হাওয়ায় আপনা থেকেই ঝরে পড়ত। জঙ্গলে যে সব আপেল ফলে সেগুলি এমনি ভাবেই ঝরে পড়ে। শরৎকালে জংলী আপেল গাছের নীচে কত ছোট ছোট আপেল ফল পড়ে থাকে। ঠিক এমনিভাবেই এবং এমনি সহজে জাম ও অন্যান্য রসালো ফলও পাকামাত্র মাটিতে ঝরে পড়ে।

এই রসালো ফলগুলি মাটিতে ঝরে পড়ার পর নরম অংশ পচে যেতে আরম্ভ করে এবং বিচিগুলি মাটিতে পড়ে আপনাআপনি চারা জন্মায়।

যাই হোক এমনি রসালো ফলের গাছের সংখ্যা খুব অল্প। এমন অনেক ফল আছে যা পাকার সঙ্গে সঙ্গে শুকনো ও কড়া হয়ে ওঠে। যেমন সীম, কড়াইশুটি, হলদে একাশিয়া এবং পপি। এর কথা আমাদের কারো অজানা নয়। এই সব ফল বিচিশুদ্ধ জমিতে ঝরে পড়ে না। তারা ফেটে পড়ে, বিচিগুলি ফল থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। তারপর বিচিগুলি পড়ে মাটিতে।

বিচির জন্যেই গাছগুলো এমনি ব্যাপকভাবে মাটিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। পাইন এবং বার্চ গাছ মস্কো, পশ্চিম ইউরোপ ও সাইবেরিয়ায় জন্মায়। যদি বিচিগুলো তার গাছের কাছাকাছিই পড়ত তাহলে

এ একটা মস্ত বড় কৃতিত্ব ! কৃত্রিম রবার তৈরীর জন্যে কারখানা বসানো হয়ে গেছে। এখন আমরা নিজস্ব সোভিয়েট রবার হাতের কাছে পেয়েছি।

আই, ভি, মিচুরিনের কীর্তি

বিখ্যাত আইভ্যান ভ্লাডিমির মিচুরিনের নাম সারা পৃথিবীময় পরিচিত। তাঁর কীর্তি থেকে একটা কথা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ অধ্যবসায় ও দক্ষতা থাকলে প্রকৃতিকে জয় করতে পারে।

মিচুরিন সারা জীবন তাঁর একটি প্রিয় উদ্দেশ্যের পেছনে ব্যয় করেছেন। ষাট বছর ধরে তিনি নতুন ও উন্নত ধরনের ফল গাছ ও ফলের ঝাড় সৃষ্টি করার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনি দক্ষিণাঞ্চলের গাছ উত্তরাঞ্চলের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন এবং সেখান থেকেও আরও উত্তরে যেখানে আগে সে সব গাছ জন্মানো কিছুমাত্র সম্ভব ছিল না।

অক্টোবরের সাম্যবাদী বিপ্লবের বহু আগে থেকে মিচুরিন একাই নিজের কাজ করে যাচ্ছিলেন। হাতে তাঁর অত্যন্ত সামান্য পয়সা ছিল এবং তার ওপর বাইরে থেকে কোন রকম সাহায্যও পেতেন না। কস্‌লভের উপকণ্ঠে তাঁর একটা ছোট্ট ফলের বাগান ছিল, মধ্য কালো-মাটি অঞ্চলের এক শান্ত প্রাদেশিক শহর—এইখানেই তিনি বছরের পর বছর তাঁর পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এইভাবে তিনি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কৌতূহলপ্রদ শতাধিক নতুন গাছের জন্ম দিলেন।

মিচুরিনের বাগানে কতকগুলি বিভিন্ন রকমের খাঁটি আঙুর গাছ আছে—সেই গাছগুলিতে আঙুর ফল বড় হয় এবং পাকে। আমরা সকলেই জানি—একমাত্র আমাদের দক্ষিণাঞ্চল ককেশাস, ক্রিমিয়া ও

মধ্য এশিয়াতেই আঙুর ফলানোর জন্যে মিচুরিনকে আমেরিকার আঙুর গাছের সঙ্গে সুদূর প্রাচ্য অঞ্চলের জংলী আঙুরের কলম বাঁধতে হয়েছে। উৎকৃষ্ট ক্রিমিয়ান আপেল ফলানোর জন্যে মিচুরিনকে দক্ষিণদেশীয় 'ক্যানডিল' আপেলের সঙ্গে সাইবেরিয়ান 'কিতাইকি' আপেলের কলম বাঁধতে হয়েছে এবং ফলে সৃষ্টি হয়েছে নতুন জাতের 'ক্যানডিল-কিতাইকি' আপেল যার স্বাদ, গন্ধ ও রসালতা 'ক্যানডিল'-এর মত এবং ঠাণ্ডা প্রতিরোধের শক্তি 'কিতাইকি'র মত। ঠিক এমনিভাবেই উৎকৃষ্ট পিয়ার, পীচ, এপ্রিকট ও ওয়াল্‌নাট গাছ আরও উত্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এই সমস্ত ফল মিচুরিনের বাগানে জন্মায় এবং সেখান থেকে অন্যান্য বাগানে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর সোভিয়েট দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করে দেয়া হয়।

মিচুরিন উন্নত জাতের মিষ্টি ও সুগন্ধওয়ালা জামফল (অ্যাকটিনিদিয়া) জন্মাতে সফল হন। এই জামের জংলী জাত পূর্ব এশিয়ার জঙ্গলে পাওয়া যায়।

কলম-বাঁধার পদ্ধতির সাহায্যে মিচুরিন চেরীর সঙ্গে বার্ড-চেরীর কলম বাঁধেন। এই গাছের ফল বার্ড-চেরীর মত ঘন ও প্রচুর এবং স্বাদ সাধারণ চেরীর মত।

মিচুরিনের বাগানে যা যা ঘটেছে এখানে তা বলার মত জায়গা আমাদের নেই।

সোভিয়েট সরকার আই, ভি, মিচুরিনের কাজ ও কৃতিত্বকে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রশংসা করেছে। তাঁর বাগান বর্তমানে পরীক্ষাগার, সেখানে তাঁর কাজ আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ও উন্নত করা হচ্ছে। সেখানে মিচুরিনের সহকারী ও ছাত্ররা তাঁর সঙ্গে একযোগে কাজ করে।

সরকার তাঁকে 'অর্ডার অব দি রেড ব্যানার অব লেবার' উপাধি উপহার

প্রথমে স্ত্রী-মৎস্য ধরে তোয়ালে দিয়ে মুছে শুকনো করে নেয়া হয় এবং তারপর একটা এনামেলের বাসনে সযত্নে তার ডিমগুলো বের করে রাখা হয়। তারপর পুরুষ মৎস্য ধরে ঠিক সেই ভাবেই তার পুমিন্দ্রিয় বের করে আলাদা জায়গায় ধরে রাখা হয়। এর পর ডিম এবং পুমিন্দ্রিয় একসঙ্গে মিলিয়ে পালক বা হাত দিয়ে নেড়ে দেয়া হয়। পুরুষ-মৎস্যের তরল পুমিন্দ্রিয়ের সঙ্গে মিশে ডিমগুলো ফলবতী হয়ে ওঠে।

তারপর ডিমগুলোকে ধুয়ে ফেলে ডিম ফোটাবার বিশেষ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে দেয়া হয়। এই যন্ত্রে প্রচুর জলের ব্যবস্থা আছে এবং এর মধ্যেই ডিমগুলো ধীরে ধীরে পোনায় রূপান্তরিত হয়ে ওঠে

৪। মুরগীর ছানার উৎপত্তি

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ভারতবর্ষ, সিংহল ও সান্‌ডে দ্বীপপুঞ্জের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঘন ঝোপের মধ্যে এখনও জংলী ব্যান্‌ট্যাম মুরগী দেখতে পাওয়া যায় যাদের মধ্যে গৃহপালিত মুরগীর নিকট আত্মীয়তার পরিচয় মেলে। এই জংলী মুরগীদের পাখাগুলো অত্যন্ত রংচঙে যেমন আমরা গ্রামের সাধারণ মোরগদের মধ্যে দেখতে পাই—সোনালী গলা, লালচে পিঠ, পাখা দুটো ঘন কালো এবং কাস্তে-আকৃতির ল্যাজের রং চকচকে ধাতুর মত।

আমাদের বিল-মোরগ, তিতির এবং বটের পাখীর মতই এই জংলী মুরগীদের দাগওয়ালা বিচিত্র পালক। আমাদের গৃহপালিত মুরগীর পালক তিতির পাখীর মত। জংলী কুক্কুটদের মধ্যে একমাত্র ব্যান্‌ট্যাম মোরগই 'কিকিরিকি' বলে ডাকে এবং গৃহপালিত মুরগীর উৎপত্তি যে এই ব্যান্‌ট্যাম বংশ থেকে এ হল তার দ্বিতীয় প্রমাণ।

মুরগী কি করে গৃহপালিত পাখী হল? মুরগীর জংলী পূর্বপুরুষদের মধ্যে

মুরগীরা কেবলমাত্র বড় ডিম পাড়ে তাই নয়, এক ডজন কিংবা তারও বেশী ডিম পাড়ে অর্থাৎ এক কালীন যতগুলি ডিম রাখা সম্ভব। এই সব পাখীর পক্ষে এত ডিম পাড়া সম্ভব কারণ মাকে তার শাবকদের লালন পালন করতে হয় না। শাবকদের স্বাধীন গতিবিধি মার পক্ষে বেশী ডিম পাড়ার সহায়ক। মুরগীর বাচ্চা করার সময়ে মানুষের পক্ষেও মুরগীর এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে সুবিধাজনক।

যদি মানুষ মুরগীদের দৈনন্দিন জীবনে হস্তক্ষেপ না করত তাহলে তারা দশ থেকে পনেরটি ডিম পেড়ে তার ওপর তা দিতে বসত যেমন তাদের জংলী আত্মীয়রা করে থাকে। সুতরাং ডিমগুলো সরিয়ে রেখে মানুষ মুরগীদের বেশী ডিম পাড়তে বাধ্য করে। এইভাবে মানুষ ডিমের সংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করেছে (মুরগীরা বছরে ১০০ থেকে ১৫০টি এবং তারও বেশী ডিম পাড়ে)।

নানান জাতের মুরগী

কুক্কুটকে পোষ মানানোর পর মানুষ কৃত্রিম নির্বাচনের সাহায্যে নানান জাতের মুরগী সৃষ্টি করেছে—যারা পাখা, মাথার ঝুঁটি, আকৃতি ও অন্যান্য দিক থেকে অপর থেকে ভিন্ন।

সেই সব জাতের মুরগী আমাদের কাছে বিশেষ প্রয়োজনীয় যারা বেশী এবং বড় ডিম পাড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দৃঢ়কায়—কদাচিৎ ঠাণ্ডা লেগে বা জলে ভিজে অসুখে ভোগে। লেগহর্ন, প্লিমথ রকস্ ও রোড দ্বীপের মুরগীদের মধ্যে আমরা এই গুণ পাই। সাধারণ গ্রামের মুরগীর চেয়ে আমরা এই জাতের মুরগী বেশী সংখ্যায় জন্মাতে চেষ্টা করছি।

৫। হাড় কী দিয়ে তৈরী হয় ?

হাড়ের মধ্যে যে সব জিনিস থাকে তা শুধু হাড়ের গঠন-বিন্যাসের ওপরই নির্ভর করে না, সেগুলি কি মাল মশলা দিয়ে তৈরী তার ওপরও

৬। স্বচ্ছ ও টাটকা বাতাসের জন্যে সংগ্রাম

বাতাস আমাদের সকলের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। প্রতিদিন আমরা প্রায় ৬০০ লিটার অক্সিজেন আশেপাশের বাতাস থেকে সংগ্রহ করি। এর ফলে বাতাসের গুণাগুণ বদলায়। এ আমরা নিজেরাও অনুভব করতে পারি। একটা ঘরের মধ্যে আমরা অনেকগুলো লোক যদি দীর্ঘ সময় থাকি এবং সেখানে যদি বাতাস যাতায়াতের জায়গা না থাকে তাহলে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, মাথা ধরতে শুরু করে, আমরা কাজ করতে পারি না। বাইরে টাটকা হাওয়ার মধ্যে গেলে আবার কিন্তু আমরা সুস্থ বোধ করি। এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে বাসি হাওয়া আমাদের শরীরের পক্ষে কত অস্বাস্থ্যকর এবং টাটকা হাওয়া কত উপকারী! সুতরাং আমরা যে ঘরে বাস করি ও কাজ করি সেখানে টাটকা হাওয়া যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। বাড়ীতে এবং স্কুলে জানলা বেশীর ভাগ সময় খুলে রাখা উচিত। তাছাড়া আমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব টাটকা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ানো উচিত।

শরীরের পক্ষে ধুলোটে বাতাসও অত্যন্ত অপকারী। বাতাসে ধুলো উড়ে আসে এবং সেই ধুলো শুদ্ধ বাতাস আমরা নিশ্বাস নিই। তারপর সেই বাতাস ফুসফুসে গিয়ে অন্তর্দাহ সৃষ্টি করে। কতকগুলি শ্রমশিল্পে কারখানার ধুলো, কয়লা, সিমেণ্ট, ধাতু ও তামাকের ধুলো সৃষ্টি হয়। নিশ্বাস নেয়ার সময়ে এই ধারালো ধুলো গিয়ে ফুসফুসে বেঁধে। এই ধুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের সমস্ত কারখানায় কারখানায় ও কর্ম-সংস্থানে ঘর ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ধুলো উড়িয়ে দেবার জন্যে বিশেষ পাখা লাগানো হয়েছে। এ ছাড়া প্রচুর হাওয়া যাতায়াতের ব্যবস্থা তো আছেই।

ধুলোর মধ্যে হাজার হাজার বীজাণু থাকে এবং সেই বীজাণুদের মধ্যে

পরীক্ষা করা অনেক সহজ। স্নায়ু-মণ্ডলীর সঙ্গে সঙ্গেই এই সূক্ষ্ম নল ছুটি তলপেটের গর্ত পর্যন্ত প্রসারিত।

১০। প্রকৃতির উপযোগিতা

কীটের সংখ্যা একাধিক ও জাতি বিভিন্ন। কীটদের বাহ্যিক আকৃতি, জীবনের ধারা ও স্বভাব-সিদ্ধ গুণ নানা রকম। তাদের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল তাদের উপযোগীকরণের ক্ষমতা।

প্রাণী-যন্ত্রের গঠন-রীতি ও ক্রিয়াকলাপের উপযোগিতার দোহাই দিয়ে ধর্ম এতদিন ভগবানের অস্তিত্বের প্রমাণ খাড়া করেছে। ধর্ম বলেছে 'এই দেখ, সমস্ত জিনিস কেমন সাজানো গোছানো; কোন অলৌকিক শক্তি, শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা বা ভগবান ছাড়া আর কে এমনি পিঁপড়ে বা মৌমাছি সৃষ্টি করবে।' ফুলের মধ্যে যে মধু লুকিয়ে থাকে সেই মধু খেয়ে বেঁচে থাকে মৌমাছি; সুতরাং ফুল থেকে মধু আহরণ করার জন্যে মুখে একটা শুঁড় আছে তাদের। গোবরে পোকা মাটিতে গর্ত করে এবং তাদের সামনের পা ছুটো কোদালের কাজ করে। মধু সংগ্রহ করার জন্যে মৌমাছিদের পায়ে বিশেষ হাতিয়ার দেয়া আছে। প্রকৃতির মধ্যে আমরা যা কিছু দেখি সমস্তই অত্যন্ত সুসংবদ্ধ। কোন বিশেষ শ্রেষ্ঠ শক্তি বা সর্বজ্ঞ ভগবান ছাড়া আর কে এ কাজ পারবে?

কিন্তু বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে এ সবের সঙ্গে কোন রকম ভগবানের সম্পর্ক নেই। কোন লোক এই সব জিনিসের ব্যবস্থা করেনি বা যত্ন নেয়নি।

যে জিনিস নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়—এ হল প্রকৃতির নিয়ম। একমাত্র যারা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে তারাই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হয়। প্রতিটি সামান্য জিনিস—শুঁয়োর

বাড়তি অঙ্গ বা শরীরের লোমও এই সংগ্রামের পক্ষে জরুরী। গাছের ছালের মত প্রজাপতির রং হলে সে তার শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু যদি তার রং বা নক্সা কিছুটা অন্য রকম হয় তাহলে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। হাজার হাজার প্রজাপতির মধ্যে কেবলমাত্র সেই সব প্রজাপতিই বেঁচেছে যারা ক্রমাগত রং পরিবর্তন করে (যে কোন দুটো প্রজাপতিকে পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে) গাছের ছালের রঙের কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছে। তাদের পরের বংশেও তারা এই গুণটি দিয়ে যায়। বংশানুক্রমে নির্বাচন চলে আসছে; যাদের রঙের চাকচিক্য অত্যন্ত বেশী তারা টিঁকে থেকেছে এবং যারা রঙের দিক থেকে অসার্থক তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ একটা প্রজাপতিকে গাছের ছাল থেকে ভিন্ন করে চেনা যাবে না। কিন্তু সেই রঙের ঝলক তখনই কার্যকরী যখন প্রজাপতি বিশেষ গাছের ছালের ওপর গিয়ে বসে। অর্থাৎ তা বিশেষ শর্তে এবং অপেক্ষাকৃতভাবে কার্যকরী। কিন্তু প্রজাপতি যদি অন্য কোন গাছে গিয়ে বসে তাহলে তা অনেক দূর থেকে চেনা যাবে। উপযোগীকরণের প্রত্যেকটি উপায়ই নির্দিষ্ট অবস্থায় কার্যকরী। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে এমন কি সামান্যতম পরিবর্তন ঘটলেও, চমকপ্রদ উপায়ও একেবারে ব্যর্থ হতে বাধ্য।

১১। পরিবর্তনশীলতা ও যোগ্যতমের উদ্বর্তন মারফৎ নৈসর্গিক নির্বাচন

যে সব জীব পরিবর্তনশীলতার মারফৎ অন্যান্য জীবের ওপর সামান্যতম সুবিধা আদায় করতে পারে, জীবন-সংগ্রামে তাদের টিঁকে থাকার এবং উৎপাদন করার সম্ভাবনা আছে। একটা জিনিস অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, যে সব জীব পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিকৃষ্ট অবস্থায় গিয়ে পৌঁছয় তাদের

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ব্যক্তিগত ফলপ্রসূ পরিবর্তনকে জিইয়ে রেখে ক্ষতিকর পরিবর্তনকে বাদ দেয়ার নাম হল নৈসর্গিক নির্বাচন বা যোগ্যতমের উদ্বর্তন। পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে এসে (যার পরিচয় আমরা পাই উদ্ভিদবিদ্যা ও জীববিদ্যায়) গাছপালা এবং জীবজন্তুর (কিংবা তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের) নানা রকম নিজের সুবিধে অনুযায়ী পরিবর্তন-ক্ষমতার উৎপত্তির ভিত্তি হল পরিবর্তনশীলতা, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া দোষ-গুণ ও নৈসর্গিক নির্বাচন। আত্মরক্ষামূলক রং ও জীবজন্তুর আকার—অনুকরণ ভঙ্গী, কীটপতঙ্গের মারফৎ ফুলের রেণু বিনিময়, কতকগুলি জন্তুর শীতকালীন নিদ্রা, শরীরের হৃত অংশ প্রত্যানয়ন, সেই সব জীবের অধিক সংখ্যক ডিম উৎপাদন যে সব জীবের ডিম সাধারণত অত্যন্ত ব্যাপকভাবে নষ্ট হয়ে থাকে—জীবজন্তুর এই সমস্ত ও আরও অন্যান্য নিজেদের সুবিধে অনুযায়ী পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ক্ষমতা এইভাবে সম্পূর্ণ নৈসর্গিক ধারা অর্জন করে।

প্রাকৃতিক নিয়ম থেকেই বিভিন্ন জীবের গঠনপদ্ধতির স্বার্থ-সাধনের ক্ষমতার উৎপত্তি এবং এই প্রাকৃতিক নিয়ম অত্যন্ত নিয়মিত ও নিশ্চিত-ভাবে গতিশীল। প্রকৃতি সম্পর্কে বিবর্তনবাদের সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা গির্জাকে তার এক মস্ত বড় হাতিয়ার থেকে বঞ্চিত করেছে, যে হাতিয়ার দিয়ে সে বুদ্ধিকে আড়াল করে ভগবান ও তার শক্তি এবং জ্ঞান সম্পর্কে রূপকথা সৃষ্টি করে আসছিল। 'সর্বশক্তিমানের জ্ঞান যা এই প্রকৃতিকে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলেছে' সম্পর্কে অর্থহীন বিস্ময়ের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান অত্যন্ত স্পষ্ট ও ধারালো বৈজ্ঞানিক যুক্তি খাড়া করেছে। নৈসর্গিক নির্বাচনের ফলে শাক-সবজি ও জীবজন্তু প্রতিনিয়ত বদলায় জীবনের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে নিজেদের আরও বেশী উপযুক্ত করে তোলবার জন্যে। জীববিদ্যার শ্রেণী বিভাগে মৌলিক জীব যে স্থির

অনাবৃষ্টি ও তুষার-প্রতিরোধক শস্য ও অন্যান্য গাছের চাষ সেই সমস্ত অঞ্চলে চালু করা হয়েছে যেখানে আগে আবহাওয়া ও জমির অবস্থার দরুণ কোন রকম কৃষিকাজই সম্ভব ছিল না। এই সমস্ত গাছপালা নতুন শীত বা গ্রীষ্মপ্রধান শিল্পাঞ্চলগুলির পক্ষে অত্যন্ত জরুরী (খিবাইনস্, উরাল, কুজনেৎস্ বেসিন, স্টালিনগ্রাদ ইত্যাদি)।

নতুন বিচি ধীরে ধীরে পুরোনো বিচির জায়গায় ব্যবহার করা হচ্ছে। স্থির করা হয়েছে যে আগামী কয়েক বছরে পুরোনো সূর্যমুখীর বিচি, শীত ও গ্রীষ্মকালীন গম, যই, ধান এবং অন্তত পঞ্চাশ ভাগ রাই ও বার্লির বিচি হটিয়ে দিয়ে একেবারে নতুন নির্বাচিত বিচি সে জায়গায় দেয়া হবে। তিসির ক্ষেত্রেও এই নীতি অনুসরণ করা হবে। আলু সম্পর্কে অবিশ্যি ইতিমধ্যেই অনেক কিছু করা হয়েছে—যে সব আলুতে বেশী শ্বেতসার আছে এবং যে সব আলু বেশী জন্মায় সেই সব নির্বাচিত আলুর বিচি বিলি করার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

উন্নত ধরনের ফল গাছ চাষের কাজে মিচুরিনের নির্বাচন-পদ্ধতি অত্যাশ্চর্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। মধ্য অঞ্চলের আবহাওয়াকে প্রতিরোধ করে তিনি দুশো রকম উৎকৃষ্ট ফল গাছ, সব্জি এবং বাহারি গাছের চাষ করেছিলেন। তিনি এক রকম আঙুর লতা লাগিয়েছিলেন যা বরফেও কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তাছাড়া তরমুজ, নতুন জাতের রাস্পবেরি, চেরি ও কুল গাছ লাগিয়েছিলেন যে গাছগুলি থেকে তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়। মিচুরিনের ছোট্ট চাষের বাগান (মধ্য কালো-মাটি অঞ্চলে মিচুরিনস্ক্-এর কাছে) বর্তমানে এক বিরাট বৈজ্ঞানিক নির্বাচনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সেখানে যে সব কৃষিকাজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তা ধীরে ধীরে সরকারী ও যৌথ খামারে ছড়িয়ে পড়ছে।

আমরা গার্হস্থ্য পশু উৎপাদনের ক্ষেত্রেও কম উন্নতি করিনি। আগে পশু-প্রজননের এই অর্থনৈতিক দিকে আমরা অত্যন্ত পিছিয়ে ছিলাম কিন্তু এখন এদিকেও প্রচুর অগ্রগতি হচ্ছে। পশু উৎপাদনের সব চেয়ে বড় সমস্যা হল আমাদের বর্তমান গরু বাছুর ও মুরগীকে সরিয়ে তাদের জায়গায় আরও বেশী উৎপাদনশীল জীব জন্মানো অর্থাৎ যে সব গরু বাছুর বা মুরগী বেশী মাংস, দুধ, ডিম ও পশম দিতে পারবে। গত কয়েক বছরে সোভিয়েট পশুশালার ভাল ভাল জন্তুগুলির সমস্তই তেজী ষাঁড় ও সাধারণ গরুর সাংকর্যের ফলে সৃষ্ট। এই সব গরুর থেকে চার গুণ বেশী মাংস পাওয়া যায় এবং শুয়োরগুলি সাধারণ শুয়োরের তুলনায় তিন গুণ বড়। গরুরা বছরে ৬,০০০ ট্যাঙ্কার্ড দুধ দেয় এবং কতক ক্ষেত্রে তারও বেশী। এই সব জন্তুগুলি অনেক বেশী ফলবতী এবং অসুখ-বিসুখ ও আবহাওয়ার পরিবর্তন প্রতিরোধ করার ক্ষমতায় বলীয়ান।

তাছাড়া, বিভিন্ন জাতের জীবের মধ্যে যে সব জীব ভিন্ন জাতের হলেও সমগোত্রীয়, তাদের মধ্যে সাংকর্যের ফলে আমরা সম্পূর্ণ নতুন রকমের গার্হস্থ্য জীব উৎপাদনে সমর্থ হয়েছি। উদাহরণ স্বরূপ—মধ্য এশিয়ার স্থানীয় ষাঁড়ের সঙ্গে গরুর সঙ্গম ঘটানো হয়েছে। এর ফলে যথার্থ নির্বাচন সংঘটিত হবার পর কয়েক পুরুষে এমন জন্তু সৃষ্ট হবে যাদের সহ্য-শক্তি অনেক বেশী, এবং চামড়া ও মাংসের জাত এখনকার চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট। কেন্দ্রীয় পশু-প্রজনন ইনস্টিটিউটের পরিচালনায় এ বিষয়ে ব্যাপক কাজকর্ম চলছে।

পুঁজিবাদী দেশে যে সব কাজ সম্পূর্ণ করতে দীর্ঘ সময় লাগে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে কয়েক বছরের মধ্যেই তা সম্পূর্ণ করা সম্ভব।

থাকলে তা আর শোধরানো সম্ভব নয়। বয়সকালে পেশীর শক্তি ও স্থিরতা বাড়ে।

শারীরিক বৃদ্ধি এত দ্রুতগতিতে হয় যে কখনো কখনো বুক তার সঙ্গে গতি রাখতে না পারার ফলে ছেলেরা সংকীর্ণ-বক্ষ হয়ে পড়ে। বয়সকালে হৃৎপিণ্ড এবং শিরা-উপশিরার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে হৃৎপিণ্ডের আকার ও ধমনীর প্রস্থের মধ্যে একটা বিভিন্নতা দেখা যায়। হৃৎপিণ্ডের তুলনায় ধমনী অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে বৃদ্ধি পায়, ধমনী অত্যন্ত সরু। সরু ধমনীর মধ্যে দিয়ে রক্ত যাতায়াত করানোর জন্যে হৃৎপিণ্ডকে অনেক বেশী শক্তির সঙ্গে সংকুচিত হতে হয়।

প্রত্যেক শারীরিক উন্নয়নের মধ্যে হৃৎপিণ্ড একটা জরুরী অংশ গ্রহণ করে। এবং বয়সকালের পর থেকে তাকে নানা অসুবিধেকর অবস্থার মধ্যে দিয়ে কাজ করতে হয়। সুতরাং অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রম করে হৃৎপিণ্ডকে খাটানো উচিত নয় যাতে তার প্রসারণ ঘটে বা তার কাজে বাধা জন্মায়।

এই সময়ে গ্রন্থি-বিশেষের আভ্যন্তরিক নিঃসরণ আমূল পরিবর্তিত হয়। একদিকে যেমন থাইমাস গ্রন্থি কৃশ হয়ে গিয়ে মেদময় পেশী—যৌন-গ্রন্থিতে রূপান্তরিত হয়, অন্যদিকে তেমনি তা স্পষ্টত বৃদ্ধি পায় এবং রক্তে নতুন নিঃসরণ দেখা দেয়। যৌন-গ্রন্থির ক্রমবৃদ্ধি ও কর্মশক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি যৌন গুণ দেখা দেয় যার ফলে বয়স্ক ব্যক্তি ও বালকের মধ্যে তফাৎটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে—গলার স্বর বদলায়, মুখে দাড়ি গজায়, শরীরের আকার বদলায়। আমরা জানি যে যৌন গ্রন্থির নিঃস্রবণ দেহের মূল কর্মপদ্ধতিকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত করে।

বয়সকাল কয়েক বছর স্থায়ী হয়। অবিশ্যি মানুষের সমস্ত যন্ত্রই এই সময়ে একই সঙ্গে পুষ্ট হয়ে ওঠে না। যেমন মস্তিষ্ক পরিপুষ্ট হয় বিশ

১৪। মানুষের উৎপত্তি।

সমস্ত ধর্মের পাদ্রী, ইহুদী-শাস্ত্রী, মোল্লা ও ধর্মযাজকরা বলেন যে পৃথিবী, পশু, গাছপালা ও মানুষ সমস্তই ভগবানের সৃষ্টি। বিজ্ঞান এদের বক্তব্যগুলি পরীক্ষা করে দেখেছে যে এগুলি সমস্তই রূপকথার গল্প—এদের মধ্যে এক কণাও সত্য নেই, কোন দিন কোন ভগবানের বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না এবং এই পৃথিবী, মাটি, গাছপালা, জীবজন্তু ও মানুষ অলৌকিকভাবে জন্মায়নি। এরা অত্যন্ত সুসংবদ্ধ ও স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিকরা মাটির নীচে যে সব প্রাচীন মানুষ ও পশুর কঙ্কাল ও হাড় খুঁজে পেয়েছেন সে সব জাতের মানুষ ও পশু বহুকাল লুপ্ত হয়েছে। এই সব কঙ্কাল ও হাড় থেকে জানা যায় যে প্রথম মানুষ কখন এবং কি ভাবে পৃথিবীতে দেখা দেয় এবং কি ভাবে মানুষ প্রাচীনকাল থেকে রূপান্তরিত হতে হতে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌচেছে।

মানুষের সব চেয়ে প্রাচীনতম অবশিষ্টাংশ নীচেকার চোয়াল পাওয়া যায় জার্মান শহর হাইডেলবার্গে (ফলে চোয়ালটিও হাইডেলবার্গ-চোয়াল নামে খ্যাত)। মাটির ওপর থেকে পঁচিশ মিটার গভীরে চোয়ালখানি পাওয়া যায়। এই থেকে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেন যে এত মিটার মাটি পুরু হতে নিশ্চয়ই দুশো থেকে তিনশো হাজার বছর লেগেছে। সুতরাং মানুষ যে এই পৃথিবীতে অন্তত তিনশো হাজার বছর ধরে বাস করছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এর পর, একশো থেকে দেড়শো হাজার বছর আগেকার মানুষেরও কঙ্কাল ও হাড় ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে। সে সময় যে জাতের মানুষ বাস করত বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন নিয়ান-

লোকরা গিয়ে যোগ দিত অন্য গোষ্ঠীতে যেখানে তাদের ভোট দেয়ার বা সাধারণ সম্পত্তি ভোগ করার কোন অধিকার না থাকা সত্ত্বেও জীবিকার জন্যে আপ্রাণ পরিশ্রম করতে হত। এই জাতের বৈষম্য পশুপালক পরিবারদের মধ্যেও দেখা দিল। গোচারণের জন্যে যে জমি পরিবারের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হত তাও এক জাতের হত না। কতকগুলি গোচারণ ভূমি হয়ত হত হ্রদ বা নদীর কাছাকাছি, অন্যগুলি হত অনেক দূরে। সুতরাং একটাতে ঘাস ভাল জন্মাত, অন্যটিতে জন্মাত না। ফলে এক গোষ্ঠীতে গরু বাছুররা ভালভাবে খেতে পেত, সুস্থ ও সবল হত এবং অন্য গোষ্ঠীতে গরুগুলি হত ছোট ছোট এবং দুর্বল। বর্ধিষ্ণু পরিবার থেকে নতুন একটা পরিবার স্বতন্ত্র হয়ে গেলেই তার ভাগে ছোট ছোট এবং খারাপ জাতের গরু বাছুর দেয়া হত এবং তার গোচারণ ভূমি হত আশেপাশের পরিবারের এত কাছাকাছি যেখান থেকে আক্রমণ আসা অসম্ভব নয়। এইভাবে পশুপালকদের মধ্যে উচ্চ নীচ, সবল ও দুর্বলের ভেদাভেদ সৃষ্টি হল।

বিনিময় ব্যবস্থার ফলে পরিবারের মধ্যে অসমতা আরও বাড়ল। একমাত্র সেই পরিবারই বিনিময় করতে পারত যার হাতে বাড়তি মাল আছে। দুর্বল ও গরীব পশুপালক পরিবাররা নিজেদের অন্নের সংস্থান করতেই পারত না এবং দুর্বল ও সঙ্গতিহীন কৃষিজীবী পরিবাররাও পারত না তাদের প্রয়োজন মত পশম ও পশমী জিনিস সংগ্রহ করতে।

ব্রোঞ্জের যন্ত্রের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে এই অসমতা আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। পাথর সর্বত্র পাওয়া যেত এবং পাথরের যন্ত্রও সর্বত্র সমান ভাল হত। কিন্তু তামা ও টিন-ধাতু সব জায়গায়ে পাওয়া যেত না। সুতরাং সব জায়গায়ে সম্ভব ছিল না ব্রোঞ্জের যন্ত্র তৈরী করা। যে সব পরিবারদের

হাতে তামা ও টিন-ধাতুর ঐশ্বর্য ছিল তারা অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তাদের পড়শীদের তুলনায় বিত্তশালী ও শক্তিশালী হয়ে উঠল। ব্রোঞ্জের উৎপাদন উন্নত হওয়ায় ও বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা আরও ঐশ্বর্যশালী হল। তারা আরও শক্তিশালীও হল কারণ ব্রোঞ্জের হাতিয়ার, তীর, বর্শা, তলোয়ার, ছোরা প্রভৃতি যুদ্ধের সময়ে তাদের অনেক সুবিধে করে দিল। শুধু তাই নয়, তামা, টিন-ধাতু ও ব্রোঞ্জের যন্ত্র শিগগিরই অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে উঠল। যে সব পরিবারদের হাতে প্রচুর টিন ও তামা ছিল তারা এই সবের ব্যবসা করে ঐশ্বর্য জমালো।

তাছাড়া, ব্রোঞ্জ আঙ্গিকের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের মধ্যে অসমতা বেড়ে উঠল। কিছু অসমতা অবিশ্যি আগে থেকেই ছিল। এই অসমতার কারণ হল এই যে, পরিবারের অন্যান্য লোকদের তুলনায় গোষ্ঠীপতিরা সমস্ত জিনিসেরই ভাল এবং বড় অংশ পেত। এই বৈষম্য আরও তীক্ষ্ণ হতে লাগল। পরিবারে তামা, টিন ও ব্রোঞ্জের জিনিসপত্রের প্রয়োজন থাকলেও একমাত্র তারাই তা কিনতে পারত যারা বাড়তি ফসল ও মালের মালিক। কেবলমাত্র পরিবারের শাসক ও দলপতিদের হাতেই এমনি বাড়তি জিনিস থাকত। সুতরাং তারাই কিনতে পারত এবং কিনতও তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও যন্ত্রপাতি। ব্রোঞ্জের কুড়ুল, কাস্তে, কোদাল এবং ব্রোঞ্জের ফলাওয়ালা লাঙ্গলের মালিক হয়ে শাসক দলপতি সম্প্রদায় তাদের ভাগে আরও বেশী অংশ দাবী করল। ব্রোঞ্জের তলোয়ার, বর্শা ও তীরের সাহায্যে তারা যে কোন সময় তাদের দাবীকে কার্যকরী করতে পারত। এইভাবে ধনী ও দরিদ্র পরিবারের পাশাপাশি একই পরিবারের মধ্যে ধনী ও দরিদ্র লোক সৃষ্টি হল। পরিবারের বৃদ্ধ লোকরা হল ধনী ও তরুণ এবং নতুন আগন্তুকরা হল দরিদ্র।